শুকতারা।

শ্রীমতী চামেলীবালা মজুমদার।

মূল্য ১৲ টাকা।

বি, এন. ধর কর্তৃক মুদ্রিত
ইকনমিক্যাল প্রেস,
৭নং পার্শিবাগান লেন.
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীস্নেহময় মজুমদার, বি.এ.
২০এ. ফরডাইস লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান মৃণালকান্তি মজুমদার

দীর্ঘজীবেষু।

স্নেহের ননি, তুমি বহুদূরে আছ, সুতরাং তোমায় কিছু প্রিয় বস্তু দিয়া তোমার মনকে প্রফুল্লিত করিতে পারিতেছি না, তুমি বিদ্যার্থী, বিদ্যার সাধনায় প্রিয় আত্মীয় জন ও জননী জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কঠোর ধৈর্য্য সহকারে তুমি মহাসমুদ্রের পারে গিয়া সুদীর্ঘ প্রবাস যাপন করিতেছ এজন্য আমার এই সামান্য বিদ্যা হইতে উৎপন্ন 'শুকতারা' নামক পুস্তিকাখানি স্নেহ উপহার দিলাম। ইতি

১৩৩৮ সাল

বর্দ্ধমান

তোমার বড় বৌদি।

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন।

আমি অতি সামান্য ও আমার আধুনিক যুগের শিক্ষা দীক্ষার অভাব থাকা সত্ত্বেও আমি সাহিত্যের পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

আমি এই বাংলার মাটীতে ভূমিষ্ট হইয়া এই জলবায়ু সেবনে দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। পৃথিবীতে আসিয়া যে মাটী প্রথম স্পর্শ করিয়াছি, মায়ের কোলে শুইয়া যে ভাষা রসনা হইতে প্রথম বাহির হইয়াছে, সেই মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা বড়ই প্রিয়, সেই ভাষার যাহাতে ক্রমশঃ সম্পদ বৃদ্ধি হয় এবং আমাদের বাংলার শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয় নরনারীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করার জন্য বাংলার স্থানে স্থানে এই সামান্য পুস্তকখানি বিস্তার হইয়া পড়ে ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

আমরা সকলেই বাংলা মায়ের সন্তান সুতরাং মাতৃভাষা সকলের কাছে অতি সমাদরের বস্তু। যদিও আপনারা জগদ্বিখ্যাত লেখক লেখিকার লেখা পড়িয়া যে মধুর রসের আস্বাদ পাইতেছেন, সে স্থলে আমি পতঙ্গবৎ হইলেও আমায় উৎসাহ দিবার জন্যও আপনারা পড়িলে আমি বাধিত হইব ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব এবং তাহা হইলে

এই প্রিয় মাতৃভাষার ধ্যান ও সাধনা করিতে করিতে যে মাটীতে জন্মিয়াছি সেই মাটীতে লয় হইতে পারিব।

এই গ্রন্থে কিছু ভুল থাকিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করা যাইবে। ইতি—

বর্দ্ধমান, ১৯।৫।৩১ } শ্রীমতী চামেলীবালা মজুমদার

শুকতারা।

—ঃঃ-ঃঃ—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাগ্দীর ঘরে পেমার বউয়ের মত এমন গুণের বউ কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গ্রামের নাম চকদিঘি, জেলা বীরভূম, পৌষ মাসে শীতের সময় ধান কাটা, রাত্রে ধান আগলান, ধান পাচড়ান ইত্যাদি ক'রে, পেমার কেমন হটাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হ'ল, তারপর নিউমোনিয়া, পেমা সমস্ত রাত্রি প্রলাপ ব'কেছে, পেমার মা বুড়ো মানুষ, বউ আন্দাজ ১৮ ১৯ বৎসর বয়সের হবে ; আর একটি পুত্র দুই বৎসরের। পেমার মা বল্লে, বউ! পেমা কেমন ভুল কথা ব'লছে? গাও তো পুড়ে যাচ্ছে ; কি ক'রব কিছুই বুঝতে পারছি না। না হয় বাবুদের বাড়ী যাই, তারা বড় লোক, তাদের ব'ল্লে রোগের অবস্থা বুঝবে, তারা যা বলে তাই করি আর যা পারি দুটো পাট্ ক'রে ঝপ্ ক'রে আসি, তুই খাবি, কাঁচাছেলে খাবে, পাট ক'রতে না গেলে তো—ভাতটা পাবনা! তুই ব'স, আমি আসি। পেমার বউ ভাঙ্গা পাথর আর দুটো ভাঙ্গা ফুটো এনামেলের বাটী ও ডিস্‌ মেজে (বোধ হয় বাবুদের বাড়ীর ভাঙ্গা চোরা কুড়োন বাসন) আর রাত্রে জ্বরের ঘোরে পেমা যে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর, অপরিষ্কার ক'রেছিল—সে গুলো সন্মুখের ডোবা থেকে কেচে এনে শুকু'তে দিয়ে এবং উঠানটি ঝাঁট দিয়ে ও নিকিয়ে রোগীর কাছে ব'সে বুড়ীকে ব'ল্লে—"তুমি যাও"।

পেমার মা এক গৃহস্থ বাড়ী কাজ ক'রত। ন্যাকা বোকা মানুষ দেখে গিন্নী তাকে ভাল বাসতেন। কোন ভাল জিনিষ ঘরে এলেই তার হাতে দিতেন, কোন কাজ উৎসবাদিতে সকল লোক অপেক্ষা

তাকে বেশী বক্‌সিস দিতেন। অন্যান্য ব্যবহারেও বুঝা যেতো যে পেমার মা সকলের চেয়ে গিন্নির বেশী স্নেহের পাত্রী।

পেমার মা সকালে এসে গিন্নীর কাছে কেঁদে কেটে বল্লে—মা! পেমা বুঝি বাঁচে না –

গি। সে কি? কাল কিছুতো বল্লি নি? এর মধ্যে কি অসুখ হলো?

বু। ওমা দিনের ভাগে তো বেশী হয় নি! তখনও তো বাছা তামাক খেলে—দুটি মুড়ি খেলে—আমি তোমার বাড়ী থেকে ভাত নিয়ে বউতে আমাতে খাচ্ছি তা দেখে ব'ল্লে আমি দুটি খাব, আমি বল্লাম "আজ থাক্ কাল খেও, বুকে ব্যাথা বলছ গায়েও ঝাঁজ লাগছে, আজ আর ভাত খেয়ে কাজ নেই" তারপর সে তামাক খেয়ে শুলো—আমি তোমাদের বাড়ী আবার কাজ করতে এলাম। ফিরে গিয়ে দেখি সেই শুয়েই আছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা খুব তপ্ত, গলা ঘড় ঘড় করছে, বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে, বউকে জিজ্ঞাসা কল্লাম কতক্ষণ শুয়ে আছে? বউ বল্লে তুমি পাট করতে যাওয়ার পর আর উঠেনি। তারপর সমস্ত রাত ভুল বকেছে আর জ্ঞান গম্যি হয় নি, গায়ে খুব তাতও বাড়লো, কি করব মা? আমার কাঙ্গালেরধন।

গি। তার আগে কিছু হয় নি?

বু। হ্যাঁগা ছাঁপা ছাঁপিত কিছু হয় নি, ঐ একটু একটু সাঁজবেলা হলে ব'লত—আমার গাটায় সুখ নেই, আজ আর রাত্রে কিছু খাব না, কপ্ লেগেছে, একটু তেল গরম করে দে। তাই রাত করে কদিন দিলাম; তারপর সকাল হলে উঠে মাঠে যায়, ধান কাটে, ধান গরুরগাড়ী করে ঘরে আনে, ধান পাছরায়, সবইত করে মা! তারপর স্নান করে ভাত খায়, খাটতে হয় –দুটি না খেলে খাটতে পারবে কেন মা? আমাদের গরীবের ঘর, বসে থাকলে কি চলে? কি করব, মা! বল? এক দিনের মধ্যেই ভেসে উঠল!

গি। তুমি মরো, একেবারে বিছানা না নিলে তোমরা আর রোগ বল না, ঐ আহম্মকি করেই ত তোমরা মানুষ মার, এতদিন গায়ে সুখ নেই বলেছে, বুকে ব্যথা কাশি বলেছে, তার ওপর নাওয়া খাওয়া সব চলছে তবে আর রোগ বাড়বেনা কেন। রোগের যে রকম বিবরণ শুনছি আর দিন সময়ও যেমন পড়েছে তাতে আমার মনে হয় নিমোনিয়া হয়ে থাকবে ; অন্ততঃ উপক্রম হয়েছে। ঐ রকম রোগ ক'টা পাড়ায় হয়েছে। ভাল ডাক্তার দেখা, গরমে রাখ্ আর এমন অবহেলা করিস নি।

পেমার মা হু হু করে কেঁদে এবং কপালে করাঘাত করে বল্লে তবে মা কি করব? আমার যে গরীব কাঙ্গালের ছেলে, মা পয়সা কোথায় পাব! যে ডাক্তার আনব? ডাক্তার আনতে টাকা লাগবে ঔষধের দাম লাগবে, আবার গরম বিছানার কথা বলছ এত পাই কোথা? যা কিছু ছিল জমীদারের খাজনার দায়ে সব বেচে দিয়েছি। তা জানত? তোমার বাড়ী খেটে খুটে যা দুএক খানা বাসন, তক্তাপোষ, কম্বল, চাষের বলদ, রূপার পৈঁচে, মাদুলি প্রভৃতি বউয়ের যা ছিল সবত গ্যাছে ; কবছর হাজা শুকোয় জমীদারের খাজনা বাকি হলো, সেবার আমার ব্যামোয় ৫ গণ্ডা টাকা ব্যয় হল, সুদে আসলে তার দেনা, ছেলের বিয়ের দেনা, এই সবেত, সুদে আসলে বিকিয়ে গেছে। ভট্ট চকের কাছারীতে মোকদ্দমায় জিনিষ পত্র সব নিলামে উঠল, জিনিষ পত্র চাষের বলদ দুদ ওয়ালা গাইটা অবধি সব আধা কড়িতে বিকিয়ে গল, আহা! কি যে গায়ের রূপ, গাইটীকে এতদিন পুষে পেলে মানুষ কল্লাম আহা! ৴২॥০ সের করে দুধ দিতো, ঘরে খেতাম আবার বেচতাম, তাও আমার নেই, আহা! বাছাকে যে দুধ দেব তাও পাবার নেই।

গরুটাকে ঘর থেকে যখন নিয়ে যায়, আমার দিকে চেয়ে কত

ডাকতে লাগলো কিছুতেই তাদের সঙ্গে যাবে না, জোর ক'রে দড়ী টেনে নিয়ে গেল, আজ মনে কল্লে আমার চোখে জল আসে, গরুর ডাবা, খুঁটি চালা খানা শূন্য প'ড়ে আছে। সেদিকটায় তাকালে প্রাণটা কেঁদে ওঠে যাক মা সব স'য়ে ছিল, এখন এই উপস্থিত বিপদ থেকে কি করে রক্ষি পাব তাই বল মা? সামান্যি অসুখ থেকে যে আবার হুস করে এমন হ'য়ে উঠবে তাকি মা জানি? আমরা ছোট জাত পাট করি আর খাই, আমি কিছুই জানি না।

পেমার মায়ের এরূপ কান্না শুনে গৃহিনীর মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল। গিন্নি বল্লেন—"ভয় কি? রোগ কারুর হয় না? এই চার টাকা এখন নে পরে মাসে মাসে ২।১ টাকা করে যখন হয় শোধ দিস। আর রোগীর পথ্য ও তোদের ভাত আমার বাটী থেকে নিয়ে যাস তোকে আজ আর কাজ কত্তে হবে না। আমার অপর ঝি চাকর আজকের মত কাজ সেরে নেবে। আজকে যা, ডাক্তার আন্ ঔষধ খাওয়া ছেলের যত্ন কর্; যত্ন না করলে কি শুধু কাঁদলে রোগ ভাল হয়?"

বুড়ি তাড়াতাড়ি সেই টাকা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তারের বাড়ী ছুটল এবং ডাক্তার নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌ল। ডাক্তার রোগী দেখে বল্লে "এ অসুখ শক্ত, তুই ৪৲ টাকার ঔষধ আন্, এখন দুবেলা দেখার দরকার। আমায় তুই কত টাকা ভিজিট দিবি?

আমায় কিছু দিতে হবে না, আমাকে যা দিবি সেই টাকায় অন্য খরচ কর। ভাল তুলো এনে বুকে বাঁধতে হবে ৩।৪ বার মালিশ কর্, ঔষধ খাওয়া, গরম বালিশ দে, এ করেছিস কি? রোগ যে বেড়ে গ্যাছে রোগী বাঁচে ত তোর বহু ভাগ্য, বেশ গরম ক'রলে গরম জামা ইত্যাদির দরকার।" এই বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে মনিব বাড়ী গিয়ে গিন্নির কাছে সব জানালে গিন্নি দুখানা পুরান কম্বল, একটা ছেঁড়া গরম জামা ও কতকটা বোরিক

তুলা বুকে বাঁধতে দিলে। আর বল্লে "বাপি আর তোদের ভাত নিয়ে যাস। তোরা রাঁধবি কখন? না খেয়ে ম'রবি? কচি ছেলে আছে, নিজেরা দুজন আছিস, না খেয়ে রোগীর সেবা কি ক'রে করবি? এখন তোদের শক্ত হওয়া দরকার"। বুড়ি গিন্নির প্রদত্ত জিনিষগুলি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

ডাক্তার বাবু রোজ আনাগোনা ক'রে পেমাকে খুব যত্ন সহকারে দেখে নিজের দয়ার্দ্র চিত্তের, ও উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিলেন এবং গৃহিণীও যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। পেমার বৌ নীরবে ডাক্তারের আদেশ মত সেবা করিতে লাগ্‌ল। মুখে শব্দ নাই, আহার নেই নিদ্রা নেই, কেবল কলের পুতুলের মত হস্তপদ চালনা হচ্ছে মাত্র, আর পেমার মা কেবল পাগলের মত ছুটো ছুটি করছে। একবার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, একবার ঔষধ কিন্তে যাচ্ছে, একবার বাবুদের বাড়ী থেকে পথ্য আনতে যাচ্ছে, আবার শিশুটি যখন কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে—তাকে কোলে ক'রে দৌড়াচ্ছে, কখনও তার মুখে দুটো ভাত গুজে দিচ্ছে আবার শিশুটি কেঁদে কেঁদে হয়ত উঠানে ধূলায় পড়ে অর্দ্ধ-ভুক্ত মুড়ির মোয়াটি হাতের মুটোর মধ্যে ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, শীতে কুঁক্‌ড়ে কচ্ছপের মত ক্রমশঃ হাত পা পেটের মধ্যে গুটিয়ে দিচ্ছে। বুড়ি বাড়ী এসে শিশুর এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলে ক'রে একটা ছেঁড়া কাপড় ৪ পাট্ করে গলায় জড়িয়ে ছেঁড়া চাটাইটির উপর পিতার রোগ শয্যার পাশে শুইয়ে দিয়ে নিজের ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রছে, বাবা! "কেমন আছ? একবার কথা কও! বুড়ো-মায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ!" এই প্রকার হা হুতাস ক'রতে ক'রতে আঁচল পেতে ছেলের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; এই রকম ক'রেই দুঃখী পরিবারেরই দিন যেতে লাগলো; কিন্তু ইহাদের সকলের পরিশ্রম, সকলের যত্ন, সবই ব্যর্থ হ'ল।

পঞ্চম দিবস দ্বিপ্রহরে, রবির খরতর তীব্র তেজের সঙ্গে খরতর শ্রবণ দগ্ধ বাক্য, বুড়ির কর্ণে প্রবেশ করল। ডাক্তারকে বিমনা দেখে বুড়ি বার্ বার্ জিজ্ঞাসা করিতে লাগ্‌ল "ডাক্তার বাবু! চুপ্ ক'রে কেন? কেমন দেখ্‌লেন?" ডাক্তার বাবু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে বল্লেন, "দেখ বুড়ি! তুই বার্ বার্ ছেলের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস, এখন না বল্লেও নয়, কি আর ব'লব? এই মর্ম্মঘাতী বাক্য শোনবার মত লোক ত তোর এখানে কেউ নেই, তাই তোকেই ব'লতে হ'চ্ছে, কারণ রাত্রি ঘণীভূত অন্ধকারে এই বনস্পুরীতে তুই মুস্কিলে পড়বি, তোর ছেলের আর দেরী বেশী নেই—মৃত্যুর কাল ছায়া মুখে প'ড়েছে, রজনীর কালিমা ঘণীভূতের সঙ্গে কালের কাল ছায়াও ঘণীভূত হ'য়ে আসবে, এজন্যে তুই প্রস্তুত হ'। তোর কে কোথায় আছে খবর দে, না হয় আমায় বল আমি জানিয়ে আসি।"

এই কথা শুনে শাশুড়ী ও বধু শিরে করাঘাত ক'রে কাঁদতে লাগলো, ডাক্তার বাবু বল্লেন "এখন কাঁদিস নি, তাহাতে রোগীর যন্ত্রণা হবে, কাঁদবার ঢের সময় আছে,—এই ব'লে তিনি নিজে অশ্রু বর্ষণ ক'রতে ক'রতে ফিরে গেলেন এবং বুড়ির সেই রাত্রে যাহাতে দায় উদ্ধার হয় তাহারও ব্যবস্থা ক'রলেন।

ছেঁড়া চাটাই ও ভগ্ন কুঠির মধ্যে থেকে পেমার প্রাণ বায়ু মুক্ত হ'য়ে কালের শাসনে কাল সন্ধ্যার আঁধারে মিশিয়ে গেল। শিয়রে বৃদ্ধ মাতা, পদতলে অষ্টাদশ বর্ষীয়া ভার্য্যা, ও মৃতের বুকের উপরে দুই বৎসরের শিশু পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। এই দৃশ্য দেখে কঠিনেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়, কিন্তু দয়াময় বিধাতার খেলা কে বুঝবে?

গ্রামের ২।৪ জন ভদ্রলোক, ডাক্তার বাবু ও বুড়ির মনিব মিলে পেমার যথাবিধি সৎকার ক'রলে। কিছুদিন সকলে চাল, ডাল কখনও বা রাঁধা ভাত ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য ক'রতে লাগল। তারপর

কে কার চিরদিন করে বল? শোক ও মানুষের চিরস্থায়ী নয়। যিনি শোক দেন তিনিই সহ্য ক'রবার ক্ষমতা দেন। বিশেষ গরীবের কি শোক করিয়া পড়ে থাকলে চলে? আর আজীবন দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করে দুঃখের কঠোর পীড়নে তাহাদের হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হইয়া যায় ও দুঃখ সহিবার ক্ষমতাও হয়। আর পেটও সকলের আগে, সব খায়, কিন্তু খাওয়া যায় না। আহার অন্বেষন ক'রবার জন্যও আবার সব দুঃখ কষ্ট ঝেড়ে ফেলতে হয়। পেমার মা আবার বাবুদের বাড়ী কাজে গেল। পেমার ঝোঁকে এবারে গিন্নিকে ধ'রে অন্য একটা লোককে জবাব দিয়ে তাকেও ঐ বাড়ীতে কাজে লাগিয়ে দিল। নতুবা আক্রা গণ্ডার সময় তিনটের পেট চলে না, কাপড় চোপড় জমিদারের খাজনা সবইত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শাশুড়ী বৌ দিনে কাজ করে খায় দায় ছেলেটিরে খাওয়ায়। সন্ধ্যার সময় ছেলেটীকে শুইয়ে ঝাঁপটী বন্ধ ক'রে খানিকক্ষণ পেমার-কথা ব'লে, কেঁদে কেটে ছেঁড়া চাটাইটী বিছিয়ে শোয়। এমনি দুঃখে কান্নায় তাদের দিন যেতে লাগ্‌ল, পেমার শ্বশুরবাড়ী তাদের গ্রাম থেকে অল্পদূর। দেড় কুড়ি টাকা পণ দিয়ে পেমার বৌকে বিয়ে দিয়ে আনার পর আর বড় একটা সেখানে পাঠাত না। কোন কাজ কর্ম্মে কিংবা বাড়ীতে কোন অসুখের কথা শুনলে পেমা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত আবার সেই দিনই ফিরত।

বাবুদের বাড়ী খেটেখুটে পেমার মা যা কিছু টাকা রোজগার ক'রত তার মধ্যে কিছু টাকা পেমার বিয়ের জন্য গিন্নার কাছে জমা রাখতো, সেই টাকা থেকে দেড় কুড়ি টাকা পণ দিলে এবং রূপার পৈচা, মাদুলী, গোট, চেলী দিয়ে ও জাতি জ্ঞাতিকে তেলের লুচি, গুড় দিয়ে শুজির পায়েশ আর ছোলার ডাল ক'রে খাওয়ালে। এই রকমে পেমার মা খুব ঘটাঘটি ক'রে একটী মাত্র ছেলের বেতে খুব সাধ পূর্ণ ক'রলে। তার পরে নয় বৎসরের বৌকে নিয়ে তেল হলুদ মাখিয়ে পুকুরে নাইয়ে আনে, সকালে উঠে খুড়ি গুড় দিয়ে ছোট ধামিটী হাতে দেয়। বাবুদের বাড়ী থেকে ভাতটী এনে আগে বৌকে খাওয়ায়। বলে তুই কাঁচা ছেলে থাকৃতে পারবিনি, পেমা মাঠ থেকে এলে তখন তাকে দিয়ে আমি খাব। কোন ভাল খাবার জিনিষ গিন্নী খেতে দিলে তাহা আঁচলে করে এনে বৌ'কে খাওয়ায়, মাথায় আটা হ'লে মাটী ঘসে পুকুর

থেকে নাইয়ে আনে, শীতকালে দুপুর বেলা রোদে বসে, খানিকটা নারিকেল তৈল মাথায় মাখিয়ে দিয়ে একটা কাঠের চিরুণী দিয়ে প্রাণপণে মাথা আঁচড়ে দেয়। পরে কতকগুলি চুলের গুচি, চুলের বিনুনীর গুচি, রূপার কাঁটা, কাচের পাখী, ময়ূর ফুল ফল দেওয়া কাঁটা, কাঁচকড়ার নানারঙ্গিন ফুল দেওয়া কাঁটা, খোঁপার উপর নানা বাহার করে ব্রহ্মতেলোর উপর এটে সুটে এক ঝোটন তুলে দিতো। ঝুটীর টানে চুলের গোড়াগুলি অবধি টেনে খেচে উঠে থাকত, মধ্যে মধ্যে ঘামাচির মত ঝাঁকা ঝাঁকা হতো তবু পেমার মা'র হাতে বউর নিস্তার নেই— পেমার মা বলতো ঢল্ ঢল্ করে ঝুঁটী খুলে পড়া দুচক্ষে দেখতে পারি না। চুল গোনা খয়ে যায়, নাকে মুখে চখে পড়ে, ঐ বাবুদের বাড়ীতে সব ফিতে বা চুল বাঁধার বাহার? খোঁপা উল্টে উল্টে সাতবার পড়ছে, ঢল্ ঢল্ করে খুলে যাচ্ছে, চোখে মুখে পড়ে বাবা! আমার অসহ্য লাগে। আমাদের কাঙ্গাল গরীবের বাবু এমন সৌখীন ফুল সাজান খোঁপা পোষায় না। বেশ এটে সুটে চুল বাঁধবে কোমর বেঁধে কাপড় পড়ে চট্ চট্ করে কাজ করতে হবে এমন সাতবার চুলে হাত কাপড়ে হাত দিতে গেলে চলে? বড় লোকেরা যা করবে তাই চলে। এই তো খোঁপার ব্যাপার গেল আবার কোন পার্ব্বণ হ'লে কি কাঞ্চনতলার শিবের গাজন, ৺কালীপূজা, দুর্গাপূজা, দোল রাস প্রভৃতি পার্ব্বন দিনে মেলা বসলে পেমার মা তাড়াতাড়ি বাবুদের বাড়ী থেকে কাজ সেরে দু'চার পয়সা গিন্নীর কাছ থেকে বক্‌শিস নিয়ে বৌকে সঙ্গে করে মেলা দেখতে যাবার উদ্যোগ করতো। কাপড়খানা সোডা দিয়ে কেচে পরাত এবং আপনিও কেচে সেদিন পরত, তারপর তেল হলুদ মাখিয়ে পরে রূপার সেই গহনাগুলি পরিয়ে বৌকে নিয়ে মেলা দেখতে যেতো।

মেলা থেকে হয়ত একটা কাঁঠাল নয়ত কতকগুলা তেলে ভাজা খাবার বেগুণী, পাঁপর ভাজা, কাচের চুড়ী, কানে ঝুটো পাথরের দুল

কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরত। এই রকমে পেমার মা একটু প্রাণে সুখ অনুভব করত।

ক্রমশঃ বৌ বড় হ'ল, পৌত্র হ'ল বুড়ির আর আনন্দের সীমা রহিল না। বুড়ির আগে ঢের ছেলেপুলে হ'য়ে নষ্ট হয়, পরে এই পেমা হয়, তারপর পেমার বাপ হারু বাগদী মরে গেল। সেই অবধি পেমার মা দুঃখে কষ্টে ছেলেটাকে মানুষ ক'রে এখন সংসারী হ'ল। অবুঝ বুড়ি মনে করলে এবার তার দুঃখের অবসান হল। কিন্তু পিছনে যে দুঃখ বন্যার স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভীম বেগে ছুটে আসছে তাহা সেত দেখতে পায়নি। এই সুখ স্বপ্ন শয্যা হঠাৎ কালের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে সব ছত্র ভঙ্গ করবে তা সে বোঝে নি।

পেমা খুব বলবান্ গোঁয়ার গোবিন্দ ছিল। কারো বড় খাতির রাখ্‌তো না, যার সঙ্গে বচসা হবে অমনি মেরে বস্‌বে, যতবার হাজতে গ্যাছে, বুড়ি তার মনিবের কাছ থেকে কেঁদে কেটে টাকা নিয়ে জরিমানা দিয়ে পেমাকে খালাস ক'রে আনে। একজন্য তাকে ছোট জাত হলেও ভয় করত। পেমার গুণের মধ্যে স্বভাবটা ভাল, মাকেও ভক্তি করতো, কোন রাগবশে মায়ের গায়ে হাত তুলত না। কিন্তু রাগ হলে মাঠ থেকে এসে সময়ে না খেতে পেলে বৌকে ঠেঙ্গিয়ে দিত। পেমার বৌকে বাপের বাড়ী পাঠানর পক্ষে পেমার ঘোরতর আপত্তি ছিল। সেই জন্য পেমার বৌ ভয়ে বাপের বাড়ী যাবার নামও করত না।

পেমার শ্বশুর বাড়ীতে এতটা বিরূপ হবার কারণও ছিল। পেমার বৌ বীরপুর গ্রামের সোদো বাগদীর প্রথম পক্ষের মেয়ে।

মেয়েটীকে অল্প বয়সে রেখে তার মা মধু মরে। তারপর তার বাপ বাগদী সমাজ অনুসারে ত্রিশ বত্রিশ বছরের একটী বিধবাকে বিবাহ করে, তারও আগেকার মেয়ে দু চারটী। এবারেও ৫।৭টী হল, তাদের ব্যবসা হ'ল ক্রমান্বয়ে মেয়েদের বিবাহ দিয়ে পণ লওয়া। এই উপায়েই

পেমার শ্বশুরের সংসার চলে। চাষ বাস থাকলে সব বছর ত সমান হয় না। অনাবৃষ্টি, অজন্মা, আক্রা গণ্ডার দিনে এতগুলি প্রাণ সোদো বাগদীর কি ক'রে চলে? বাগদীর ঘরে বিধবা মেয়েদের বাল বিবাহ দেওয়া দোষের নয়। পেমার জ্ঞানে তাদের বংশে মেয়েদের মধ্যে এ কাজ করেনি এজন্য বাগদীদের মধ্যে তাদের বংশে একটু খ্যাতি ছিল। সেইজন্য পেমার ঐ ঘরে বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পেমার বৌটী বেশ সুশ্রী দেখে পেমার মায়ের একান্ত ইচ্ছা ঐ মেয়ের সঙ্গে পেমার বিবাহ হয়। পেমার মা বলে মেয়ে এমন সুন্দরী বাগদীর ঘরে হয় না, আর কণে বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে, তা হলে আর দোষ কি? আমাদের হাড়ী বাগদীর ঘরে এত বাচলে কি চলে? ছেলে বলে "আরে জানিস না মা, মেয়েও যে ঐ রীত্ শিখবে?" পেমার মা বলেছিল "মেয়ে না পাঠালে রীত্ শিখতে পারবে না।"

এইরূপে মাতা পুত্রে শেষ সাব্যস্থ করে সুন্দরী দেখে পেমার বৌকে ঘরে আনে। কিন্তু দুঃখী পরিবারের রূপই কাল, পেমার বৌকে শেষ কালে রূপের জ্বালায় দেশ ছাড়তে হ'ল।

পেমার মৃত্যুর খবর শুনে পেমার শ্বশুর কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের বাড়ী এলো। পেমার মা ও বৌ উভয়েই তাকে দেখে কেঁদে উঠলো। কান্না থামবার পর পেমার মা বৌকে বল্লে —"তোর বাপকে খাওয়া, হাত মুখ ধোবার জল দে।" যা তাদের ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো ছিল পেমার বৌ তাই দিয়ে ভাত ও তরকারী রেঁধে বাপকে খেতে দিলে, হাত মুখ ধোবার জল দিলে, তামাক সেজে দিলে। বৃদ্ধ ঠাণ্ডা হ'লো। তারপর বেহানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে, এ কথা ও কথার পর বল্লে—"গ্যাখো বেয়ান আমি একবার বিটিকে নিয়ে যে'তে চাই, ওর মা বড় ব্যাকুল হ'য়ে ওকে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছে, কিছুদিন ওর সেখানে থাকা হ'লে মনটা একটু ভাল হয়, সেই বি'য়ে হ'য়ে এই যে এসে ঢুকেছে,

আর তো যায় না। এক রকম তো সম্বন্ধ তুলে দেওয়ার মত, জামাইতো পাঠাইতে ভালবাসতো না, তুমিও পাঠাতে চাইতে না। এক জায়গায় থেকে ওর মনটাও তো খারাপ হয়, ওর বয়সই বা কি ?"

বু—সেখানে গেলে ওর মন ভাল হবে কিসে ?

বুড়ো—তবু পাঁচটা আপন জন দেখে।

বু—আমি কি আপন জন নই, আমি ৯ বছরের মেয়ে এনে মানুষ করেছি, এতদিনের আমার হাতে গড়া জিনিষ, আমার পেটের মেয়ে নেই আমি ওকে মেয়ে বলে মনে করি, আমার একমাত্র ছেলে তাও বুড়ো বয়সে ফেলে চলে গেল, এখন আমার অদিনের আশ্রয় ঐ সবই হয়েছে, আমায় ফেলে গেলে কে আমায় দেখবে ? আমরা যেমন উভয়ে উভয়ের সমদুঃখভাগী হ'ব এমন আর ওর কে হ'বে ? এ জালা ও কোথায় জুড়োবে ? এখন আর কোন খানে গিয়ে শান্তি পাবার আশা নাই, আর তুমি যদি জানই আমি বউ পাঠাইতে কখনও ইচ্ছুক ছিলাম না, তবে এখন ইচ্ছুক হব কি করে ? আমি তো সেই আছি, তবে আমার ছেলে নেই বলে তত জোর আছে কি না জানি না।

বুড়ো—দু'চার দিন গেলে আর চলে না ?

বুড়ি—আমার ছেলে এই কুঁড়ে থেকে চলে গ্যাছে,, এই শূন্য কুঁড়েতে রাত্রে কি করে থাকব ? আমি সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করি, আর বাবার কথা একটু বলে একটু বুকটা হাল্কা করি, তারপর ছেলে বউ নিয়ে খানিক ভুলে থাকি। দুচার দিন একা থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব ও কষ্টকর। বুড়ো মানুষ আমি, এক দণ্ডের কথা বলা যায় না।

বুড়ো—কেন দু'চার দিন মনিব বাড়ীতে থাকতে পারো না।

বুড়ী—না এ কুঁড়ে ছাড়তে কষ্ট থাকতেও কষ্ট, বিশেষ বুড়ো মানুষ মনিব বাড়ীতে থাকব, হঠাৎ কোন অসময় হ'তে পারে ? রাত্রে বাহিরে

বেরুতে গিয়ে কোথায় পড়ে মরব, দৃষ্টি কমে গ্যাছে, রাত্রে ভাল দেখতে পাই না, এ সময় কার গলগ্রহ হব! অসময়ের জন্যই বউ ঝির বাসনা করে। আর এ কুঁড়েতে বাবার চিহ্ন আছে, ঐ জায়গায় বসে তার কথা বলি, কাঁদি তাহ'তেও কিছু শান্তি আছে, অন্য স্থানে মনও টেকে না, রাত হলেই বাড়ী বাড়ী মন করে।

বুড়ো—তোমার দেখছি এখনও সেই জেদ আছে।

বুড়ী—আমি তো তাই আছি, জেদ আর কোথা যা'বে আমার, ছেলে শেষ সময় ওদের দেখিয়ে বলে গ্যাছে, মা তোরা উভয়ে উভয়ের অবলম্বন হয়ে থাকৃবি, বউকে ছাড়িস নি, এই ছেলে রইলো, একে যত্ন করে রাখিস তবে পরকালে সকলে জলপিণ্ড পাবে। আর তোমার মেয়েকে বলে গ্যাছে, মা রইলো দেখিস।

বুড়ো—এত যদি অবিশ্বাস হয়, না হয় নাতীকে কাছে রাখ না?

বুড়ি—আমায় তো বলছ নাতী রেখে বউ ছাড়তে, আচ্ছা তার কি মত দ্যাখ, এ বয়সে সোয়ামী গ্যাল, তা সইলো, কাঁচা ছেলে ফেলে, বুড়ো শাশুড়ী ছেড়ে, সোয়ামীর চেনা সব ছেড়ে যেতে ওর প্রাণ চায় যাক্, আজ আমার বেটা নেই আমার সব জোর কি খাটবে?

বুড়ো—আচ্ছা বাপু রাগ করবার কি আছে? মেয়ে কি একেবারে বাপের ঘর জন্মের মত ছেড়ে চলে আসে?

আচ্ছা তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, এই বলে মেয়ের নিকট মতামত জিজ্ঞেস করায় মেয়ে বল্লে বাবা, দেখতে ত সবাইকে ইচ্ছে করে, কিন্তু প্রাণে শান্তির আশা কোথা? আর শেষ সময় যা বলেছে তাত আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছ, অতএব সে সব কথা, সব বন্ধন ছিড়ে কোথায় যাব? বুড়ো মানুষ, আমি ছাড়া, ওর কেউ নেই যদি কোথাও পড়ে মরে তো সকলে আমার অযশ গা'বে। আর শাশুড়ী ছেলেটীকে নিয়ে তবু ভুলে থাকেন, ছেলে ছেড়ে যাওয়ায়

আমারই বা কি শান্তি ? সমস্ত বন্ধন ছেড়েও যদি যাই তো আমার বা মন ভাল থাকবে কিসে, এ তবু ওদের কাজে নিযুক্ত থেকে অনেক সময় নিজের দুঃখের কথা ভুলে থাকি। বরং তুমি মাঝে মাঝে এসো এবং সবাইকে এক একবার আসতে বোলো, আপনার লোক দেখলেও মনটা অনেক ভাল থাকে!

বৃদ্ধ কন্যা ও বেহান উভয়েরই যাওয়া সম্বন্ধে অমত দেখে রাগত ভাবেই চলে গ্যাল। যাই হোক বাপু, পেমার শ্বশুরের এ সময় কন্যাকে নিয়ে যাওয়ার একটা জেদ অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তারপর পরম্পরায় শোনা গেল যে বৃদ্ধ মেয়ের নূতন ঘর কন্নার ব্যবস্থা করেছিল। তবে এটা জনরব কি না বলতে পারি না! যাই হোক, বৃদ্ধ মেয়ের বাড়ী আর বড় আসতো না, তারপর কিছুদিন পরে তারও ইহলীলা শেষ হয়। সুতরাং পেমাদের আর আপনার বল্‌তে কেউ রইলো না।

শাশুড়ী বউ খাটে খোটে খায় দায়, এমনি করে' দু'বৎসর গত হ'লো। বলা বাহুল্য যে এখন পেমার বউকে মাঝে মাঝে সর্ব্বত্র বেরু'তে হয়। পেমা বেঁচে থাকতে, বউ বড় হ'বার পর কোথাও সচরাচর বেরুতে দিতো না, কেবল বাবুদের বাড়ীতে আবশ্যক হ'লে যেতো। আর তার বেরুবার দরকার ও হ'তো না। মাতা পুত্র বাহিরের কাজ করতো, বউ ঘরে ভাত রান্না, ঘর নিকান, ধান সিদ্ধ প্রভৃতি যা গরীবের ঘরের কাজ সবই করত। এখন বুড়ী হাট বাজার করে এনে দেয়, তবে বুড়ীর অসুখ হ'লে হাট বাজারেও বউকে যেতে হয়, পেটের দায়ে লোকের বাড়ী কাজ করতে হয়। জল সন্ধ্যা হ'লে দূরে ঘাট থেকে আনে ও আনতো এখনও আনে।

বাহিরে যাওয়া আসার জন্য পেমার বউকে এখন প্রায় অনেকের চোখে পড়ে। ইহাদেরই জমিদার, বাবু হরতারণ বাঁড়ুয্যের কাছারী পশ্চিম দিঘীর সম্মুখে এবং গ্রামের বাহিরে। ঐ দিঘী খুব সু-

গভীর, জল বড় ভাল, বার মাসও থাকে। তবে গ্রাম থেকে একটু দূর হয় বলে সচরাচর বড় কেহ আসে না, যখন গ্রীষ্মকালে নিকটস্থ পুকুরের জল শুকিয়ে যায় সেই সময় ঐ দিঘীতে লোক বেশী জলের জন্য যায়।

গ্রীষ্মকালে ঐ কাছারী বাড়ীতেই কাছারী বসে, কারণ খুব বড় বাগান তারও পর দিঘীর জলের হাওয়া। দেহ বেশ ঠাণ্ডা হয় তত গরম বোধ হয় না। সমস্ত দিন ঐ খানে থাকেন, রাত্রে বাস ভবনে আসেন। এই রকমে গরম কয় মাস কাটে। সুখী জমিদার মানুষ কষ্ট সহ্য কখনও করেন নি, কর্‌তে পারেনও না। বাবুর সঙ্গে চরণ বাবু গোমস্তা সর্ব্বদা থাকেন। তিনি খুব চালাক চতুর লোক, বেশ নরম গরম ভাব ও বেশ প্রভুভক্ত, প্রভু যা বলেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করে ফেলেন, জমিদারী কাজ তাঁর মত কেউ বুঝতে পারেন না এবং তাঁর মত সুবিধে অসুবিধে বুঝে কেউ চলতে পারে না। মোটের ওপর কথা, চরণ বাবু নইলে কর্ত্তার একদণ্ড চলে না।

হরতারণ বাবু কাছারী বাড়ী এসে পুকুরের সম্মুখের বারাণ্ডায় বেশ হাওয়া বলে তথায় বসতে ভাল বাসেন, সেখানে কখনও বসে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাক খান, কখনও মোকদ্দমার কাগজ দেখেন; কখনও জমিদারী কাগজ দেখেন, কখনও কারো সঙ্গে গল্প করেন, কখনও চুপচাপ বসে সকলের স্নান করা, জল আনা, নিয়ে যাওয়া দেখেন। পুকুর পারে সমস্ত দিন কত জন কত কাজে আসে যায়, তাহা নিষ্কর্ম্মা লোকের পক্ষে বসে একটা দেখবার জিনিস বটে। কোন অল্প বয়সী মেয়ে ছেলে জল নিয়ে গেলে, একবার তিনি কাগজ পত্র পড়তে পড়তে ঘাড়টা উঁচু করে দেখে নেন।

ক্রমে পেমার বউ তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পথ এড়াতে পারেনি। পেমার বউকে দেখে চরণ বাবুকে বল্লেন—হ্যা হে ও অল্প বয়সী সুন্দরী

স্ত্রীলোকটী কে ? ওকে তো কখনও দেখিনি।

চ। হুজুর, আপনার প্রজা পেমা বাগদীর বউ। আগেতো বড় বেরুতো না, পেমা মরে যাবার পর ঘাটে পথে মাঝে মাঝে দেখি। বউএর চেহারাটী ভাল, পেমাও বিষম গোঁয়ার ছিল, তার ভয়ে ওর কি সর্ব্বদা বেরুবার উপায় ছিল ? তাহ'লে ওর কি হাড় থাকতো ঠেঙ্গিয়ে গুড়ো করে দিতো, একটু এদিক ওদিক হ'লে অমনি মার লাগাতো। আপনি এর আগে আর ওকে দেখবেন কি করে ?

জ। হ্যাঁ দেখবার মত রূপ বটে! গোবরে পদ্ম ফুটেছে, হাড়ী বাগদীর ঘরে এতরূপ দেখতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য পেমা আরো এত সাবধান করতো।

এই অবধি কথা তখন আমরা শুনলুম। তারপর অন্য সময় কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল তাহা বলতে পারি না।

পরদিন থেকে চরণ বাবু বুড়ীর বাড়ী যান, খোঁজ খবর নেন্। চরণ বাবুকে হঠাৎ বুড়ীর উঠানে দেখেই বুড়ীর প্রাণ উড়ে গেল, কারণ খাজানা পত্র আদায় ও হুকুম জুলুম ছাড়া উনি তো যান না। বুড়ীর আবার সেই ভয় উপস্থিত হ'লো। বুড়ী বল্লে "এ যে চরণ বাবু কেন ?" চরণ বাবু কিন্তু কোন নির্দ্দয়তার ভাব দেখালেন না। বরং বুড়ী যার ভয় করছিল, তিনি তার বিপরীত আচরণ কল্লেন। বেশ দয়া ও সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করে বল্লেন "দ্যাখ বুড়ি, তোর কোন ভয় নেই। তোর বউকে ঘাটে দেখে আমায় জিজ্ঞাসা কল্লেন ? 'ওকে' আমি তোর দুঃখের কথা সেই সূত্রে তাঁর কাছে সমস্ত বর্ণনা করায় তিনি শুনে দুঃখিত হয়ে আমায় বল্লেন—আমার অনাথা স্ত্রীলোক প্রজা এত কষ্ট পাচ্ছে তাতো এতদিন বলনি ? সে বুড়ো মানুষ, এখনও কি খেটে খেতে পারে। আহা! শোকা তাপা মানুষ পেটের দায়ে এই বয়সে খেটে মরচে। তাকে টাকা দিয়ে এসো, আর যখন যা অভাব তার হবে,

তার মোচন করবার চেষ্টা করবে। তাকে বোলো তার যখন যা কষ্ট হবে জানা'তে। আর তুমি ও তার খোঁজ খবর নিও এই কথা আমায় বল্লেন আর আপাততঃ এই ১০৲ টাকা দিতে বল্লেন তুই এই নে, আবার দরকার হলে জানাস আমি এখন প্রায় আসব, হুজুরের আদেশ তো ফেল্‌তে পারব না। এই বলে ১০৲ টাকার একখানি নোট বুড়ীর হাতে চরণ বাবু দিলেন।

বুড়ী হরিষে বিষাদ অবস্থায় আত্ম বিস্মৃত হ'লে, আবার পেমার শোক নব ভাবে প্রবল বেগে উথ্‌লে উঠ্‌লো। সে কিয়ৎক্ষণ আর কিছু কথা বল্‌তে পাল্লেনা। পরে কিছু আত্মসম্বরণ ক'রে বল্লে "কে আমার কাঙালের বাপ মা এমন অসময় আছেরে? আজ পেমার মা বুড়ীর খোঁজ ক'রতে আসে? বেশ, ধর্ম্ম অবতারকে বোলো আমার যা দরকার হ'বে তাঁকে জানা'ব। তিনি আমাদের কাঙালের বাপ মা, তাঁকে না জানিয়ে আর কাকে জানা'ব? এখন সাহস দিলেন যখন, তখন আর আমাদের দুঃখী কাঙালের অভাব হ'লে চাইতে লজ্জা কি? আমরা তোমাদের পাঁচ জনের ভরসাই যে করি, তবে এখন এইতে ঢের হ'বে। এখন যতক্ষণ পা'রব খাট্‌ব খুট্‌ব, তিনটে প্রাণ, বারমাস কার গলায় প'ড়ব? জোয়ান বউ, কাঁচা ছেলে একটি, আমার গলায় দিয়ে পালা'ল, এ আমার কোথায় রেখে সোয়াস্তি পাই? জোয়ান মেয়ে আরো কাজ করতে দি অন্যমনস্কি থাকুক। আমি দৃষ্টিতে রাখি আর পেমার বউ তোমাদের জমীতে তোমাদের অধীনে বাস করছে তোমরাও রক্ষি করবে। মরদ মানুষ শূন্যি বাড়ী, কেবা ভয় করে, কেবা রক্ষে করে? আর বুড়ী যখন মর'বে তখন তদারক ক'রে একটু বুড়ীর গতি ক'রে দিও, তা হলেই হ'বে রোজ রোজ ভদ্দর লোককে কি বিরক্ত ক'রব?"

চরণবাবু বল্লেন—"ওরে বুড়ি, তোকে সে জন্য লজ্জা পে'তে হ'বে না, তোকে একটু কেবল কথা বলে যাই, তুই এসব কথা কাউকে প্রচার

করিস্‌নি, গ্রামের লোকতো ভাল নয়, হিংসে ক'রে নানা কথা তুলবে।" বুড়ী বল্লে—"সে কথা কি ব'ল্‌তে? প্রাণ গেলেও নয়, গাঁয়ের লোককে আমি জানি না।"

চরণবাবুর অদ্ভুত সহানুভূতিতে বুড়ি গ'লে গেল। কিন্তু একবার ভেবে দেখলে না যে পেমা মরে যাবার পরে এই এক বৎসরের মধ্যে জমিদার তরফ থেকে কোন সহানুভূতির অবকাশ বা সুযোগ ঘটেনি। বুড়ির দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে এতদিন পরে এই দুঃখী পরিবারের ক্রন্দন ধ্বনিতে জমিদার বাবুর দয়াদ্র উচ্ছ্বসিত প্রাণ জেগে উঠ্‌ল কেন তাহা বলতে পারি না। বলা বাহুল্য যে চরণ বাবু যতক্ষণ ছিলেন বুড়ির বউ বে'রোয় নি। চরণ বাবু চলে গেলে বুড়ির বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুড়ি ব'ল্‌লে,—সব শুন্‌লি ত? বউ বল্লে—হ্যাঁ শুনলাম ত। তবে এতদিন পরে এত উপযাচক হ'য়ে এত দয়া প্রকাশের মানে কি? বুড়ি একটু বিরক্তভাবে বল্লে "তা ত জানিনা, ওরা বড় লোক, কত সময়ে কত কাজে বেস্ত থাকেন। সব কথা কি স্মরণ থাকে? না সব কথা সকল সময়ে শুন্‌তে পান? বড় লোকের কি আমাদের মতন সামান্যই একটা কাজ?" বুড়ির বউ চুপ করে আপন মনে কাজ করতে লাগ্‌ল।

এই রকম চরণ বাবু প্রায় বুড়ির বাড়ীর দিকে যায়। কোন দিন হাতে একটা বড় মাছ, কোন দিন কিছু কাঁচা তরকারী, কোন দিন এক ঠোঙ্গা খাবার প্রায়ই যা হোক্ কিছু হাতে থাকে। কখনও বুড়ির নাতীর জন্য শীতের গরম জামা, বুড়ির জন্য কম্বল, বুড়ির বউয়ের জন্য ধুতি, এই রকম এক এক দিন এক এক জিনিষ হাতে থাকে।

বুড়ি শীতে কাজ করে বাড়ী এসে সন্ধ্যার সময় কম্বলখানা গায়ে দিয়ে আগুনের কাছে ব'সে বাঁচে এবং জমিদারের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে কত মঙ্গল কামনা করে। বুড়ি নাতীর গায়ে গরম জামা পরিয়ে দিয়ে বলে, জমিদারের দৌলতে বাছা এখন গরম জামা গায়ে দিয়ে

বাঁচল। আহা! বাপ্ গিয়ে ত তার গা টাকতে পাইনা, পেটে খেতে পাইনা ত জামা জুমি করব কোথা থেকে? আবার দুর্ভিক্ষ সে বছর দেখা দিলে সুতরাং বুড়ির আর কষ্টের সীমা ছিল না।

বাবুদের বাড়ীর কাজের সেরূপ সুখ ইদানী ছিল না। কতদিন থেকে গিন্নী অসুখে শয্যাগত, তাঁকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত।

সেই কষ্টের সময় চরণবাবু উদয় হ'য়ে অনেক কষ্টের নিবারণ করতে লাগ্লেন। বুড়ির আবার কিছু অভাব মোচন হ'ল। কিন্তু গ্রামের লোকের চক্ষে এটা অসহ্য হল, তাদের সঙ্কীর্ণ মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হল। অনেকেই আলোচনা করে, বুড়ি শেষ বয়সে টাকার লোভে ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করেছে। কেউ বলে, বাবা ঐ বউটিকে সোজা মনে করোনা। ঐ যে চুপি চুপি কথা কয়, এক গলা ঘোম্টা দিয়ে কায়েৎ বামুনের মেয়ের মত ঘাটে পথে চলে, ওর ভেতর ঢের খেলা খেলে। এই সব নানা অশ্রাব্য আলোচনা গ্রামের মধ্যে হ'তে লাগ্ল। জমিদার বাবুর চরিত্রের সেরূপ সুনাম কখনও ছিল না তার পরে চরণবাবুর নিত্য নিত্য সন্ধ্যার ঘোরে আনাগোনা করা এটা মানুষের সন্দেহের স্থল বৈ কি।

ক্রমে ক্রমে বুড়ীর মনিবের কাণে একথা পৌঁছিল। বুড়ীর মনিব তখন সামান্য কিছু ভাল আছেন। তিনি তখন বুড়ীকে ডাকিয়ে বল্লেন "হ্যাঁরে এসব কি কথা শোনা যায়না?" ও রকম আচরণ করলে আমার বাড়ী কাজ করা পোষা'বে না। আমি তোদের চিরদিন ভালবাসি, তোদের গুনে, যেটা নীচু জাতের পক্ষে দুর্ল্লভ। তোদের যে গুণে ভালবাসি তা তোদের মত নীচু জাতের ঘরে দেখ্তে পাওয়া যায় না। তাই বুড়ো হয়েছিস্, চোখে ভাল দেখ্তে পাস্ না, ভাল কাজ করতে পারিস্ না, বাসনে সকড়ি থাকে, পোড়ায় কালি থাকে, কাজ তাড়াতাড়ি করতে পারিস্ না, তবু তোর ওপর দয়া করে

ছাড়তে পারি না। মনে ভাবি, আহা! ছেলেটি মারা গেল, কি করে চলবে? যা পারে কিছু কিছু করুক, তোকে সাহায্য করবার জন্য আমায় অনেক কাজ সময় সময় সেরে নিতে হয়, ঝি চাকরের কাজ পরস্পর বিনা প্রত্যাশায় কেহ সেরে নিতে চায় না। কিন্তু তোমার এমন নীচ প্রবৃত্তি হ'লে আর আমার এমন অসুবিধা ভোগ করে তোমায় রাখ্‌বার দরকার কি? আমার বাড়ী কাজ না কল্লে তোমার তো অভাব হ'বে না, আর আমরা ও নীচ জাতীয়া ঝি, নীচ প্রকৃতির শক্ত পোক্ত লোক ঢের পা'ব। সেজন্য তোমার সহানুভূতি দেখাবার কোন দরকার দেখি না।

বুড়ী মনিবের তিরস্কারে কেঁদে ও মাথায় হাত দিয়ে বল্লে—"ওমা কে আবাগী একথা সাতখানা করে তোমার কাছে লাগিয়েছে, যে গাঁ, আমার সুখ দেখ্‌লে সকলের চোখ টাটায়, তুমি ভালবাস বলে কারো তা সহ্যি হয় না, তাই তোমার কান ভারি করেছে, আমার এত কষ্ট দেখেও, কারো কি সাধ মেটেনি? আমি তোমার পা ছুঁয়ে ভগবানের নাম করে বল্‌তে পারি, আমি কোন খারাপ কাজের মধ্যে নই, পেমার শোকে আমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে, আমি আর বেশী রোজগার করে কোন সুখ লাভ করতে পারব? পেটে না দিলে নয়, তাতো তোমাদের বাড়ী থেকে চ'লে যাচ্ছে, পেমার বউ, পাছে আমার বুকের মাঝে অন্যায় কাজ করে সেইজন্য তার বাপের বাড়ী আমি পাঠাইনি, আর আমি সেই কাজ করব? পেমাকে খে'য়ে ও আমার পেট ভরেনি? এখনও টাকার লোভ করব?"

গি—তাতো বিশ্বাস হয় না, তবে "মন না মতিভ্রম," 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' কথায় বলে, লোকেও বলে নানা কথা, চরণবাবু তোর বাড়ীতে যায় কেন? জমিদার বাবুর নামে তো ভাল কথা শোনা যায় না, আর চরণবাবু তাঁর দক্ষিণ হস্ত, এরূপ প্রবাদ আছে।

বু—ওমা অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু বলে পিতার তুল্য, তোমরা বড়লোক, কোথায় কি কর না কর সে খবরে আমাদের দরকার কি ? আমাদের দয়া করে দুটো কথা কইলে বা সাহায্য কল্লেই আমরা জীবন ধন্যি মনে করি। আমরা গরীব, ছোট জাত, তোমাদের চরণ দর্শন পাই, এই আমাদের ভাগ্যি, আমরা না খে'তে পে'লে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস কি করে মা ? গরীবকে সবাই ঘেন্না করে, আমি তাঁর জমীতে বাস করি, পেমার এত গুণ ছিল, তাকে সবাই স্নেহ করতো,. তার বুড়ো মা, বউ ছেলের কষ্ট পাচ্ছে বলে জমিদার বাবু খোঁজ পে'য়ে দয়া করে কিছু জিনিষ পাঠান, আমি মরা ছেলের নাম ক'রে বলছি আমায় কোন মন্দ কথা বলেনি।

গিন্নী বুড়ীর কথায় কিছু আশ্বস্ত হ'লেন বটে, কারণ বুড়ীদের উপর তাঁর ধারণা বরাবর ভালই ছিল, তবে চরণ সংশ্রবের কথা শু'নে চটে' গেছ্লেন এখনও তত সন্তুষ্ট হ'লেন না, কেবল বল্লেন "দেখিস্ সাবধান, ওরা তত সুবিধের লোক নয়" বুড়ী বল্লে 'সে কথা কি বল্‌তে।' তারপর বুড়ীর মনিবের রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে চল্‌তে লাগল, এজন্য তাঁরা সপরিবারে দীর্ঘকালের জন্য পশ্চিমে গেলেন।

বুড়ীর আরো কষ্ট হ'লো, যদিও বাড়ীতে আরো লোক থাকায় বুড়ীকে কাজ ক'রতে যে'তে হ'তো কিন্তু সে রকম দয়া করবার লোক রইল না।

বুড়ীর মনিব যাহা অনুমান করেছিলেন তাহা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হ'লো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চরণবাবু একদিন সন্ধ্যার সময় এসে দাঁড়া'লেন। বুড়ীর মনিব চলে' যা'বার পর চরণবাবুকে দেখে বুড়ী যেন আরো হাতে চাঁদ পে'লে। বুড়ী বল্লে—"এই যে চরণবাবু তুমি, আপনি এসোনি কেন? তাই ভাবছিলাম, আমাদের কাঙ্গাল গরীবের খোঁজ নে'বে কে এমন আছেন বল? মনিব ছ্যালো, তাও চলে গ্যালো আমাদের বরাতে বেঁচে ফিরবেন কিনা তাও জানিনা, আপনাকে দেখে কত সাহস হয়।"

এই বারে চরণবাবু সুযোগ পে'য়ে বল্লেন—দ্যাখ্ বুড়ি, আমরা ভাবি তোর একটা আশ্রয় চাই, বুড়ো বয়সে যদি মরিস্, তোকে শিয়াল কুকুরে ছিঁড়বে কি? ব্যাটা যখন গ্যাল, বউকে ভরসা কি? বউ ও তো মরতে পারে। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর, তা'হলে আমিও নিষ্কৃতি পাই, তোর ও দুঃখ ঘোচে।

বু—কি করতে বল?

চ—চারিদিক তাকিয়ে একটু স্বরটা খাটো করে এবং গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বল্লেন, "দ্যাখ তোরা ছোট জাত, তোদের ধর্ম্মের এবং সতীত্বের এত বাঁধা বাঁধি নিয়ম নেই, তবে আর মিছি মিছি কেন কষ্ট করে মরচিস, তোর বউ জমিদারের রাণীর মত থাক্‌বে, তুইও বসে' বসে' খাবি, কত সুখে থাকবি, একটা এত বড় লোক অভিভাবক, লোকে সহজে কি ছাড়ে?

বুড়ী সেই কথা শুনে একবার সুপ্ত সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জে উঠে বল্লে "কি বল্লি, আমরা ছোট জাত বলে' আমাদের কি ধর্ম্ম, কর্ম্ম নেই?

ধর্ম্ম কি কারো বাঁধা আছে নাকি? এত বড় কথা! আমরা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাদের সাহায্য চাই না। ভগবান তোমাদেরই? আমাদের নয়? যে ধর্ম্ম পালন করে চলতে পারে সেই পরলোকের কাজ করে। বামুন হ'য়ে অনাচার কল্লেই বুঝি সে পরকালে তরে' যায়? আর নীচ জাতি বুঝি, সুকাজ কল্লেও সে শুদ্ধ ও সচ্চরিত্র হ'তে পারবে না? ভগবান তাকে কোলে করে নেবেন না? হাড়ী বাগদী তাঁর ছেলে নয়? তোমরা যত অশুচি ও অপবিত্র হও ভগবান তোমাদের কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বসে আছেন? আমরা এত কাল দুঃখ কষ্টে দিন কাটালাম আর শেষ বয়সে তোমাদের প্রভুর পায়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম স'পে দিয়ে রাণীর মত সুখ ভোগ করতে হ'বে? এইজন্য বুঝি তুমি আনা গোনা কর, আমরা তা আগে বুঝিনি, কিন্তু মা বলেছিল, "ওরা লোক সোজা নয় সাবধান থাকিস" শেষ তাই হ'লো।" চরণবাবু একটু একটু হেসে বল্লেন—"বুড়ি তুই চটিস কেন? এই ৫০০৲ টাকা নে" এই বলে বুড়ীর হাতে ৫০০৲ টাকার একখানি নোট দিলেন। মনে করেছিলেন সামান্য জিনিস নিয়ে বুড়ীর মন উঠেনি, লম্বা টাকা না দিলে রাজী হবেনা, আজ চরণবাবু একটা হেস্ত নেস্ত করে যাবেন তাহা প্রভুর কাছে স্বীকার হ'য়ে এসেছিলেন, আর বলেছিলেন—"হুজুর! টাকায় সব হয়, লম্বা টাকা আমার হাতে দিন, বুড়ী যদি প্রথমে অসম্মতি জানায়, তাকে টাকার তোড়া দিয়ে নিশ্চয় কার্য্য সমাধা ক'রে আসব।"

কিন্তু চরণবাবুর সে ধারণা মিথ্যা ও চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো, বুড়ী নোট খানা চরণবাবুর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে বল্লে—"তুমি এখান থেকে শীঘ্র যাও নতুবা ভালো হবেনা, আমার জাত ভাই শুনলে জাতে ঠেলবে, খেতে পাইনা আবার জাতে উঠবার টাকা কোথায় পাব?

চ—আরে বুড়ি, ক্ষেপিস নি, ক্ষেপিসনি একটু মন স্থির করে শোন্, আর একখানি ৫০০৲ টাকার নোট বুড়ীর হাতে দিয়ে বল্লে—"কত সুখে

থাকবি, এত সুখ ছাড়িসনি, ব্রাহ্মণের কথা ঠেলিসনি, কথাটা শোন্, তোর ভালর জন্য বলছি, পরে পস্তাবি। চরণবাবুর কথা শুনে বুড়ীর রাগের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে লাগ্‌ল, সে দ্বিতীয় নোটখানাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে—"এতো, বড় জ্বালা ঘটালে দেখছি, এ যে নড়েনা, ও বউ!"

বউ এইবার ঘোমটা তুলে রণ রঙ্গিনী মূর্ত্তিতে এক বাঁশের লাঠি হাতে করে বেরিয়ে বলে—"পাপিষ্ঠ! এখান থেকে শীগ্‌গীর দূর হ, এমনি করে বুঝি তোরা লোকের সর্ব্বনাশ করে বেড়াস? টাকার লোভ দেখাতে এসেচিস্? ও লোভ থাকলে ঢের টাকা রোজগার কর'তে পারতাম। মনে করিচিস্ আমাদের কেউ নেই, যা ইচ্ছা তাই করবি। এই বাঁশ বনের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে চেঁচালে, কেউ শুন্‌তে পাবে না। কিন্তু ওরে, নির্ব্বোধ! একজন সকলের ওপরে আছেন, তিনি এ বিপন্নের রোদন শুন্‌তে পাবেন, আর আমরা হাড়ী বাগদী ঘরের মেয়ে, কষ্ট সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে, আমরা পুরুষের মত বল ধরি, ও সময় সময় পুরুষের কাজও সমাধা ক'রতে পারি, আমাদের দেহ এত দৃঢ় যে সামান্য ধাক্কায় কাতর হবার নয়। আমরা মাটী কাটতে পারি, বাঁশ কাঠ ইত্যাদি কাট্‌তে পারি, মোট বইতে পারি, বেড়া বাঁধতে, গরু চরাতে, মাঠের কাজ করতে, কিছুই আমাদের আটকায় না, কোন বলের কাজ আমাদের অসাধ্য নেই, চিরদিন কষ্ট সহ্য ক'রে, হাড় কঠিন হয়েছে, বড় লোকের মত ননীর দেহ নয় যে আতস লাগলে গ'লে যাবে। এই বাঁশের লাঠিই আমাদের হেতেল, এই আমাদের সম্বল, এর ভরসায় আমরা একা বাস করি, ভগবান আমাদের নিরাশ্রয়ের বাহুতে আত্মরক্ষার বল দিয়েছেন, তোকে কিসের ভয়? এখনি যা নতুবা তোর রক্ষে নেই।"

চরণবাবু এতক্ষন পরে রেগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চ'লে গেলেন। আর ব'লে গেলেন আজ রাত্রিরে যেমন করে পারি পশ্চিম

দীঘির কাছারি বাড়ীতে তোকে হাজির করতে না পারি তাহ'লে আমি অব্রাহ্মণ। আমাদের একশত লাঠিয়াল এমনিতেই নিযুক্ত থাকে জানিস্ না? হুজুরের সব ঠিক আছে, আমি বললাম, ভাল করে বলে দেখি একবার, সে সব দয়ার এই ফল। আমায় অপমান, এর শোধ নেব। আমাদের জমীতে বাস করে তুই কোথায় রক্ষা পাবি?

ফিরে গিয়ে পরিশেষে হরতারণ বাবুকে এই ঘটনা জানা'লে পর তিনি বল্লেন "কাজটা ভাল করনি, চটাচটি ক'রলে কোন কাজ সমাধা হয় না। আজ ফিরে এসে আবার দু'চার দিন পরে গেলেই হ'ত!"

তুতিয়ে পাতিয়ে এ কাজ ক'রতে হয়। এ কাজে লাথি ঝাঁটা খাওয়াই অঙ্গের আভরণ। ক্রমে মনটা নরম হ'ত। সবুরে মেওয়া ফলে।

চ—হুজুর! আপনি যে উতলা হলেন?

হ—আমি কি তোমায় ঝগড়া করতে বলেছিলুম?

চ—আজ্ঞে, বড্ড ভুল হ'য়েছে। যেমন করে পারি বেটিকে আজ আপনার কাছে হাজির করব, নতুবা আমি অব্রাহ্মণ, যার একশত লাঠিয়াল অনবরত হাজির, তার আর ভাবনা কি? ও বেটীদের আমি ঢের দেখেছি, ওদের পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ। পাল্কি করে, আদর করে রাণীর মত বরণ করে আনার বোধ হয় ইচ্ছা, যে লোকের কাছে বড়াই করবে 'আমাদের জোর করে নিয়ে গ্যাছে।' এই বলে চরণবাবু লাঠিয়াল আনার উদ্দেশ্যে গমন করলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পৌষের ঘোর অন্ধকার রাত্রিরে শীতে জড়সড় হয়ে সমস্ত জীব গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রয়েছে, কোন সাড়া শব্দ নেই কেবল নিশির শিশির টুপ টাপ করে শুক্‌না পাতার উপরে পড়ে, শুক্‌না পাতায় মড় মড় শব্দ হচ্ছে মাত্র ও মাঝে মাঝে দুটো চারটে পাতা ঝরে পড়ছে। জগৎ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কেবল অসংখ্য যোজন দূর থেকে তারকা মণ্ডলী একবার চোখ তাকাচ্ছে আবার ঘুম ঘোরে চোখ যেন মুদিত ক'রছে। ঐ তারকাগুলি যেন নিদ্রিত পল্লী মাঝে প্রহরী স্বরূপ দাড়িয়ে, আর কেহ বুড়ির কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেবার লোক এ জগতে নেই।

বুড়ি গভীর নিশীথে একবার উপর দিকে চেয়ে কাহার উদ্দেশ্যে দু' ফোঁটা অশ্রুজল ফেলে চক্ষু দু'টী মুছে বললে—বৌ! সব বাঁধা হল' ত? শীগগীর চ, বুড়ো মানুষ, চোখে ও দেখতে পাই না, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারব না, আমায় নিয়ে বিপদে পড়বি।

বউ—সব ঠিক হয়েছে, এই বাঁশের লাঠির একদিক তুমি ধর আর একদিক আমি ধরি, আমি ত খুব চ'লতে পারি, লাঠির শেষভাগ ধরে তুমিও আমার পেছু পেছু জোরে চ'লতে পারবে। ভয় কি! বাবুদের বাড়ী বৈশাখ মাসে কৃষ্ণের শতনাম শুনি, 'কাঙ্গালের ঠাকুর।' একজন কাঙালের ঠাকুর ত তাহলে আছেন, তিনি এই অদিনে কাঙালকে রক্ষা ক'রবেন। আমায় যেন কে নতুন বল দিয়েছেন, প্রাণে ভয় ভীতি কিছুই নেই। আমার মনের কেমন একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এসেছে, অদ্ভুত সাহস হয়েছে, জীবনে এ রকম মনের ভাব কখনও হয়নি। তুমি শীঘ্র চল, আর দেরী করোনা। গোটা কতক ভাঙ্গা এলুমিনিয়মের

পাতা মুড়িবেন না

বাসন, আর ছেঁড়া কাঁথা দু'খানা, চারখানা ছেঁড়া কাপড়, কিছু চাল, একটু খেজুরে গুড়, দুটী মুড়ি, আর গোটা দু'চার পয়সা একটা কাপড়ের কোনে বাঁধলে। আর চরণবাবু কাপড় চোপড়, কম্বল যা দিয়েছিলেন তা এই কুঁড়েতে পড়ে রইল। বউ পোঁটলাটী কাঁধে ঝোলালে ছেলেটীকে কোলে ক'রলে। আর সেই বংশ যষ্টির অগ্রভাগ বুড়িকে ব'ললে ধর, বুড়ি তুলসীতলা থেকে পেমার অস্থির ভাঁড়টি খুঁড়ে বের ক'রে নিয়ে, গঙ্গায় দিবার আগে দু ফোঁটা মাতৃস্নেহাশ্রু ফেলে পবিত্র গঙ্গাধারায় ভাড়টি অভিষিক্ত করে নিয়ে হাতে ঝুলিয়ে বুড়ি বধুর হস্ত সংলগ্ন যষ্ঠি ভর ক'রে চ'লল। সোত্তর বৎসরের বুড়ি আজ পঁয়ষট্টি বৎসর বাদে এই কুঁড়ে ত্যাগ ক'রে চলল। পাঁচ বৎসর বয়সে এই কুঁড়েতে বুড়ি ঢুকেছিল। এই কুঁড়েতে ও এই উঠানে বুড়ি কত সুখ দুঃখ ভোগ করেছে। কতদিন চোখের জলে এই মাটী সিক্ত করেছে আবার পেমার বিয়ের দিন এই মাটীতে কত লোকের পদচালনার ধুলা প'ড়েছে। কত তেল হলুদ প'ড়ে কাদা হয়েছিল। কত কথা বুড়ির একে একে মনে পড়ে চোখের জলে আর পথও দেখতে পায় না। পেমার মৃত্যুর জায়গায় পেমার জন্য কেঁদে বুড়ি সেইখানেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে দেহ মন হাল্কা ক'রত। আর মানুষের পীড়নে বুড়ির সে সান্ত্বনার স্থানটুকুও ছাড়তে হ'ল। কালের শাসনে ছেলে হারা'য়ে, জমিদারের তাড়নে দেশ ও পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে দেশত্যাগিনী হয়ে যেখানে চক্ষু যায় চ'লতে আরম্ভ করলে। বুড়ির মর্ম্মান্তিক রোদনে আর কে এ রাত্রিতে সমবেদনা প্রকাশ করবে? ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলি ঝিঁ ঝিঁ করে বুড়ির সঙ্গে সমবেদনা জানালে। গ্রামের জঙ্গল থেকে শিয়ালগুলি ট্যা হুয়া ট্যা হুয়া করে ডেকে বুড়ির দুঃখ কাহিনীকে হ্যাঁ বলে সম্মতি জানা'লে। আর এই গভীর অন্ধকার রাত্রে বুড়ির দেশত্যাগ কেউ জানলে না দেখলেনা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে বুড়ির পলায়নের পর চরণবাবু দশ জন লাঠিয়াল ও এক খানি পাল্কী নিয়ে এসে দেখলে বুড়ির শূন্য ঘর পড়ে আছে. কেবল তার দেওয়া সেই কম্বল ও সাড়ী প্রভৃতি ঘরের কোনে জড় করা আছে। চরণবাবু একে একে তুলে সেগুলি দেখলেন। তাঁর দেওয়া জিনিষগুলি সবই গুনে গুনে রেখে গ্যাছে। জমিদার বাবুকে খবর দিলে, জমিদার একেবারে দীর্ঘ নিঃশ্বাষ ফেলে শয্যায় শুয়ে পড়লেন এবং বল্লেন "তোমারই এই অকারণ ভয় দেখানর জন্য এই কাণ্ডটি ঘটল। হাতের শিকারটি পালাল।"

অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। মূর্খর দ্বারা কোন কাজ সুশৃঙ্খলে হয় না। বিদ্বান্ শত্রু ভাল তবু মূর্খ বন্ধু ভালনা। চরণবাবু দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন—এবং বল্লেন "বাবা, বেটিদের কি সাহস এই অন্ধকার রাত্রিতে কোথায় পালাল! ওদের চরণে দণ্ডবাৎ। আপনার চিন্তা নেই আমি শীঘ্রই অপর শিকারের চেষ্টায় রইলাম।"

যাহোক আমার জমিদার বাবুর কথা নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য এখন নেই। এখন এই অনাথা নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক দু'টীর অনুসন্ধান করি·

ইহারা দুই শাশুড়ী বউ অবিশ্রান্ত সমস্ত রাত্রি পথ হাঁঠতে লাগল, কোন পথ ধরবে কোন দিকে যাবে, সে দেশের নাম কিছুই স্থির করে বেরোয় নি। হঠাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় বাক্য শুনে অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় বেরিয়ে পড়েছে ভাববার সময় পর্য্যন্ত পায়নি, তারা অবিশ্রাম গতিতে, এই অচেনা, অজানা, উদ্দেশ্যবিহীন পথে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে। এ তাড়নার সাক্ষ্যমাত্র শুধু সেই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।

ইহারা ক্রমাগত সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত হাটিয়া ১০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ সোজা গঙ্গাধারে এসে পৌঁছিল, রাত্রে ভয় হচ্ছিল, ঐ বুঝি আসে, ঐ বুঝি ধরে, এই ভেবে দ্রুত গতিতে এসে বুড়ী হাঁফিয়ে পথের ধারে বসে পড়ল।

তখন বালসূর্য্য গঙ্গাদেবীর গর্ভ থেকে ক্রমশঃ প্রকাশ হ'য়ে লাল টুকটুকে মুখখানি বাড়াচ্ছেন, তাঁর হাসির রেখা সমস্ত শস্য ক্ষেত্রে এবং আম্র শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, গঙ্গার স্বচ্ছ বারির উপর যেন ছড়িয়ে পড়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে,—গঙ্গাদেবী যেন নব প্রসূতরুণ রবিকে বুকে করে' সোহাগ ভরে চলে' যাচ্ছেন। প্রত্যুষের শান্ত স্নিগ্ধ বায়ুতে জীবের দেহ মন শীতল হয়, উল্লাসে পক্ষী-কুল সমস্বরে বৃক্ষের উপর থেকে প্রভাতী গেয়ে উঠলো, গাভীগুলি মাঠে চর্‌ছে, মাঝে মাঝে গরুর গাড়ী নিয়ে কৃষকরা ধান কাট্‌তে দু'চার জন যেতে আরম্ভ করেছে মাত্র।

পৌষের প্রথমে ধান কাটা প্রায় হ'য়ে গ্যাছে, সেই বিশাল, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র শূন্য বুকে পড়ে আছে। বৃক্ষপত্রগুলি ঝরে' গিয়ে শুষ্ক কাষ্ঠবৎ বৃক্ষগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুড়ীর দৈন্য দুঃখ দেখে যেন শুষ্ক প্রাণে দাঁড়িয়ে বুড়ির ভরসার স্থল স্বরূপ। শূন্য মাঠ বলে, 'বুড়ী তুই কি বলে কাঁদিস? এই দ্যাখ আমিও শূন্য প্রাণে, শূন্য বুকে পড়ে রইছি।

ছয়মাস যাবৎ যাদের বুকে ক'রে কত কষ্ট সহ্য করেছি। বৃষভের পদভর লাঙ্গলের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারের কর্ষণ সহ্য করেছি, মইএর চালনা সহ্য করেছি, রোদ বাতাস জল যাদের জন্যে বুক পেতে ধরে রেখেছি তারা, আজ আমার বক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করে আমায় একা ফেলে ছত্র ভঙ্গ হয়ে সব নানা স্থানে চলে গ্যাছে। একবার আমার অবস্থা কেহই ভাবেনা। তাই বলি দ্যাখ্‌ পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নয়।"

বুড়ি দুর্ভাবনায় জড়িত ও পথশ্রান্তে ক্লান্ত হয়ে বৃক্ষতলে ব'সে প্রভাতের ঠাণ্ডা বায়ুতে তার ক্লান্তি কতক দূর হ'ল এবং প্রভাতের মনোরম প্রকৃতির শান্তিময়ী দৃশ্য দেখে কতক আশ্বস্ত হল। মোটের উপর কিছুক্ষণের জন্য নিজে দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে গেল। মানুষ যতই প্রপীড়িত হোক কিছু পরিবর্ত্তন দেখলে ক্ষণকাল তাহা দেখে কিছু অন্যমন হওয়া স্বভাবসিদ্ধ।

যাহা প্রকৃতিগত বুড়ির সেই অবস্থা হ'ল। বুড়ি খানিক পরে অচেনা পথিক একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—"এটা কোন গাঁ? গঙ্গার ওপারেই বা কোন গাঁ? কোথায় যাবার রাস্তা গা?"

পথিক—তোমরা কোথায় যাবে তা ঠিক করে বেরোওনি? গাঁয়ের নাম জাননা ত এলে কি কত্তে?

বুড়ী—ওগো বড় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়েছি, গাঁয়ের নাম ধাম কিছু জিজ্ঞাসা করে বেরোয়নি। মনে করেছিলাম গঙ্গাপারে গিয়া মাটী কাটব, সেখানে আমাদের গাঁর অনেকে যায়।

প—ওগো এটা আজিমগঞ্জ, এপারে খাগড়া ঘাট, ওটা মুর্শিদাবাদ জেলা। মুর্শিদাবাদের চেয়ে রাজসাহী জেলায় মজুরী বেশী।

বু -না বাবু বুড়ো বয়সে গঙ্গার ধারই ভাল, ঐখানেই কাজ করব, ম'লে গঙ্গাজল একটু মুখে দেবে ত, তবে বেশী দূর নয়, গঙ্গাপার হলেই গাঁ পাব ত? হ্যা ব'লে পথিক গন্তব্য পথে চলে গেল।

বুড়ি ও বউ গঙ্গা গর্ভে নেমে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করে বল্লে মাগো সকল জ্বালা যন্ত্রনা কবে জুড়োবে?

বু—বুড়ী বল্লে "অনেক দিনের পাপ তাপ তোমার জলে ধুলাম। মা এ জন্মে ত আর কিছু পাপ করিনি। কেবল এক আধবার দরকার হ'লে দু'চারটে মিথ্যে কথা কয়েছি। তাতে যদি আমার এই শাস্তি বিধান করে থাকিস, কিম্বা পূর্ব্ব জন্মে যদি কিছু উৎকট পাপের এই

প্রতিফল দিয়ে থাকিস, তুই পতিতপাবনী আমার সব পাপ ধুয়ে নে, আর এই নে মা আমার পেমার অস্থিগুলি, বুকে করে রেখেছি তোর গর্ভে দেব বলে। তুই তাকে কেড়ে নিয়েছিস। তার অস্থিগুলিও তোর বুকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, তুই তার পরকালে সুখশান্তি দিবি। তোর শীতল পবিত্র জলে যে দেহ মন ঢাল্‌তে পারে, তার কি মুক্তির ভাবনা? আমার নিকট অপেক্ষা তোর কাছে সে পরম সুখ ভোগ করবে, এই সান্ত্বনায় আমি ধৈর্য্য ধরে আছি। আমরা গরীব আমার কত সাধের পেমা, সে ভাল খায়নি, ভাল পরেনি, কত দুঃখ প্রাণে হ'তো, তোর কোলের চেয়ে এত সুখ কোথায় পাবে?" এই বল্‌তে বল্‌তে বুড়ী যেন জড় পদার্থবৎ কিছুক্ষণ জলে নিস্তব্ধভাবে গঙ্গার স্রোতের গতি দেখতে লাগ্‌ল। পেমার অস্থির হাঁড়ি ভাসতে ভাসতে নয়নের অগোচর হ'য়ে গেল।

বুড়ীর বউ ছেলেকে স্নান করিয়ে নিজে স্নান করলে, শেষ দেখে বুড়ী তখনও ওঠ্‌বার নাম করে না, একভাবে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। তখন বলে "ওগো এসোনা। আর কতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দেখবে, অমন করলে কি আর এ জন্মে পাবে? বুড়ী নির্ব্বাক অবস্থায় জল থেকে উঠে গা মাথা মুছে ভিজা কাপড়খানা রেখে শুক্‌না কাপড় পরে গাছতলায় বসে' বল্লে—"ছেলে দে আর তুই সব ভিজে কাপড় ঘাসের ওপর শুকুতে দে।" বউ সেই দূর্ব্বা ঘাসের ওপর আপনাদের চির মলিন বস্ত্রগুলি ছড়িয়ে দিলে পর বুড়ি বলছে, হ্যাঁরে ছেলেটাকে কিছু খেতে দে?

বউ—হ্যাঁ দিই ব'লে একটি পুঁটলি থেকে কতকটা গুড় ও মুড়ি বার করে একটি ধামিতে ক'রে ছেলের হাতে দিলে। ছেলে সমস্ত রাত্রি ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়েছিল কিন্তু মা ও পিতামহীর এরূপভাব দেখে সে শিশুর হৃদয়ে অনুভব করেছিল একটা কিছু অমঙ্গল ঘটে থাক্‌বে।

এই ভেবে সে ভয়ে নিস্তব্ধ ছিল। কেবল টুক্ টুক্ ক'রে একবার মার দিকে একবার বুড়ির দিকে চেয়ে দেখছিল। অন্য সময় কত আবদার বায়না করে, আজ তার মুখে কোন বুলি নেই, মার দেওয়া মুড়ি গুড়টি পেয়ে মার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে তার ওপর তার ওপর মুখে গ্রাস তুলে দিতে লাগ্‌ল। তখন শিশু হয়ত মনে করলে মা যখন আবার দিচ্ছে তখন ভয় ভাবনা যা ছিল গ্যাছে।

তারপর বুড়িকে এক বাটী মুড়ি ভিজিয়ে খানিকটা গুড় দিয়ে খেতে দিলে।

বুড়ি বল্লে—হ্যাঁরে আমারও আছে?

কালত ঘরে কিছু ছিলনা, তারপর হঠাৎ পালিয়ে আসতে হলো কিছু কেনাও হয়নি। দোকান পসার ও কাছে কিছু দেখছিনা, কাজেই তোকে কিছু বলিনি। মাগো নেয়ে আর ত দাঁড়াতে পারিনা, শেষে গাছ তলায় বসে পড়লাম, সমস্ত রাত দৌড়েছে আর কিছু খাইওনি, এখন যেন মা, পা ভেঙ্গে পড়ছে, বুক ও জিব শুকোচ্ছে। শোকের জ্বালায় ও ক্ষুধার জ্বালায় এক হয়ে অসহ্য কষ্ট হচ্ছে, কাকে বলব মা? পেমা গেল কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা ত গেলনা, পেমা যদি এগুলি আমার নিয়ে যেতো, তবে আমার এত কষ্ট হতোনা। এ যে মা ক্ষুধা তৃষ্ণার সময়, পেমার নাম করে কাঁদতেও পারিনা, মা সব শুকিয়ে যায়, সব ধুলার মত, খড়ির মত, সমস্ত নলিতে নলিতে, শিরায় শিরায়, ফরফর উঠে, সব জ্বলে পুড়ে যায়। তপ্ত বালির ঘর্ষণের মত যাতনা দিয়ে ছোড়ে যায়, রক্ত পড়েনা ও ফেটে যায় না। ওমা মর্ম্মান্তিক যাতনা বলবার ভাষা পাই না। কতদিন এমন করে কাটাব? লোক লজ্জা, যম লজ্জা চক্ষু লজ্জা। উঃ

এ মুখ দেখা'তে ইচ্ছা করে না। কেউ ব্যঙ্গ করবে, কেউ হাসবে কেউ দুঃখ করবে, কেউ বলবে এত কষ্টে খাওয়াটি ত বেশ আছে,

বেশ সংসার করছে, সব সেরে গ্যাছে, বুড়ির আর কি কষ্ট? আমার নানা আলোচনার জীবনে কি দরকার? কিন্তু যাবার পথ কৈ? আমার এ ব্যথা কে বুঝবে? কেউ ত বুঝবে না যে সংসারে থাক্‌লেই বাহিরে সব থাকে।"

যথার্থই বুড়ি যাহা বলেছে তাহা ঠিক, সংসার ত্যাগিনী না হ'লে কিছুই ত্যাগ করিবার নয়। মানুষ থাকলেই কাজ থাকে, কায়া থাকলে ছায়া থাকে, কায়ার মধ্যে যাই থাক্, দুঃখ থাক, শোক থাক ক্ষুধা তৃষ্ণা যাই থাক, কিছুরই ছবি ছায়ার বাহিরে দেখবে না। ছায়া যেমন চিরদিন অন্তঃসর শূন্য অস্থিমজ্জার অতীত, অলীক ছায়া, আলো দেখলেই ফুটে ওঠে, তেমনি চিরদিন ফুটবে, মানুষ গেলেই ছায়া যাবে। মানব জীবন ও অলীক, তবে মানুষের ছায়ার প্রভেদ এই, মানুষের ভোগ আছে, ছায়ার কোন ভোগ নেই। সূর্য্যের কিরণ ছাড়া সূর্য্য নয়, চন্দ্রের আলো ছাড়া চন্দ্র নয়, অগ্নির দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি নয়, আলোর জ্যোতি ছাড়া আলো নয়। জলের শৈত্য ছাড়া জল নয়। আলোর জ্যোতি ছাড়া আলো নয়, ছায়া ও কায়া ছাড়া নয় সংসারী ত সংসার ছাড়া নয়।

বউ—আর কেঁদে কি করবে?

এখন প্রাণ ঠাণ্ডা কর, ব'লে ভাঙ্গা কলাইকরা গেলাসে ক'রে গঙ্গার জল এনে দিলে। বুড়ি তৎক্ষণাৎ এক নিঃশ্বাসে খে'য়ে ফেলে' বল্লে "বাঁচলাম। আর একটু জল দে।" বউ আরও জল এনে দিলে, বুড়ী তেষ্টা নিবারণ ক'রে বলছে "হ্যাঁরে তোর নেই?" বউ খানিক চুপ করে বল্লে "বেশী ত ছিলনা। ঐ নিত্য খাবার মুড়ি ও চাল থেকে এক মুঠা ক'রে তুলে রাখতাম। তুমি কিনে আন্‌লে ভাবতাম এই ত সংসার। যেদিন জুটবে না সেদিন পোড়ে খাওয়া যাবে। তবু বুড় ও শিশুর প্রাণ ঠাণ্ডা হ'বেত। তাই ঘরের চালের

বাতায় কাপড় বেঁধে গুঁজে রাখতাম। আসবার সময় চাল থেকে পেড়ে নিয়ে পুঁটুলি করে এনেছি। বেশী ত নেই, তাতে আমার রাখলে তোমাদের হ'তোনা। তাই রাখিনি সামান্য গুরে গুঁড়ো পুঁটলির মধ্যে আছে, তাই পেড়ে একটু মুখে দিয়ে, মা গঙ্গার জল খেয়ে পিপাসা নিবারণ করব। আর ঐ যে গাছে গাছে নোনা, কুল কয়েদ বেল, খেজুর, নারিকেল, পেঁপে প্রভৃতি রয়েছে তার মধ্যে যা পারি পে'ড়ে নিয়ে, খেলেও আপাততঃ ক্ষুধা নিবারণ হবে, তারপর দু'টি ভাত সিদ্ধ করে সবাই মিলে কিছু কিছু খাওয়া যাবে। আমরা চাষা ভুষা মানুষ, বনের ফল খেয়েও এক বেলা কাটান যায়। তুমি ভেবোনা, তুমি বুড়ো মানুষ, দুটো ভিজে মুড়ীতেই তোমার চিরদিন তৃপ্তি, তুমি খাও।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নীচ কুলস্তবা, সম্ভবতঃ নিরক্ষরাও হতে পারে, এই বুড়ীর বউর প্রাণের মধ্য থেকে খাঁটি কথাই বেরিয়েছিল, মানুষ যতই নির্ব্বোধ ও মূর্খ ও অশিক্ষিতা হোক না কেন, দুঃখের তাড়নায় অন্তর থেকে জ্ঞানের কথা সময় সময় প্রকাশ পায়। কারণ মনুষ্যের আত্মোপরে আত্মা (অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি বাস করেন যিনি সকলের আত্মায় সমানভাবে সমান অংশে বাস করেন) তিনিই সময় সময় মনুষ্যের জ্ঞান দ্বার খুলে দেন। এই জ্ঞানের জন্য মনুষ্য পশুর কাছ থেকে তফাৎ। নতুবা পশুর আহার, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্পর্শ-সুখ, দুঃখ হর্ষ, শোক, বিষাদ প্রভৃতি অনুভব করবার শক্তি আছে, মানবেরও আছে; কেবল মানবের বিবেক আছে, পশুর নেই, কিন্তু বদ্ধ জীবের বিবেক বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, তা' হ'লে মানব পরমানন্দ লাভ করতো। একবার বিদ্যুতের আলোতে যেমন পথিক, পথের অনেকটা দূর অবধি চকিতের ন্যায় চোখ বুলিয়ে নেয় সেই অনুভূতি শক্তির দ্বারা পথের অনেকটা দূর বিবেক আলোয় থেকে থেকে অস্পষ্ট দেখে নিয়ে চলে যায়। তাই কখনও উত্থান, কখন পতন, কখন ধাক্কা লাগে, কখনও কাঁটা ফোটে, কখনও বা পা পাঁকে বসে যায়, ইটে চোট লাগে এমনি করতে করতে চোট লাগতে লাগতে কতক পথ যায়, কখনও ভাল প্রশস্ত পথ পায় ও নির্ব্বিঘ্নে যায়, ক্ষণস্থায়ী আলোয় সামান্য বাধা বিঘ্ন পথের কণ্টক দেখতে অবশ্য সামর্থ্য হয় না। কিন্তু ঐ আলো দেখে যে চোখ বোজে, সেই একেবারে ঠকে, বড় বড় নদ নদী দিঘী, দীঘি সরোবর, অস্ত্রধারী চোর দস্যু প্রভৃতি কিছুই দেখতে

পায় না। তাই অন্ধের মত একেবারে মহাসমুদ্রে পড়ে' যায়, তথাপি তথায় নাবিক ও পারের যাত্রীরা থাকে, তারাও তুলতে চেষ্টা করে কিন্তু কাউকে সংজ্ঞা থাকতে, কাউকে আধ মরা তোলে, পরে তাকে মাথায় করে ঘুরিয়ে তবে জ্ঞানোদয় করায়। কেউ একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে তার জ্ঞান হয় না, তার আর এপারে সংজ্ঞার আশা নেই আবার নূতন পথের পথিক হ'য়ে যদি অভিজ্ঞতা হয় তবে শান্তি লাভ।

এই তো দেখি, মনুষ্য চরিত্রের স্বাভাবিক ভাব, বুড়ীর বউ যাহা বলেছিল তাহা ঠিক; আশ্রয়হীনা, দীন দুঃখিনী, মৃত্যু অধীশ্বর ও গ্রাম অধীশ্বর কর্তৃক বিতাড়িতা, সন্তাপিতা, লাঞ্ছিতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে আর আশ্রয় কি? আর শান্তিলাভ, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের উপায় কোথায়? যেখানে যায় যমের ভয় হয়, যেন সর্ব্বদাই বিভীষিকা দেখে, যেন কে হাহারবে মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে লোল জিহ্বা বের ক'রে পিছে পিছে ছুটে আসে, প্রপীড়িত মানবের মানসিক ভয় সর্ব্বত্র মনে হয়, ঐ আসে, ঐ ধরে, ঐ বাঁধে কে যেন বলে ঐ পালাল, ধর্ ধর্, এই উন্মত্ততা অবস্থার মধ্যে কি ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকে?

যাই হোক, জীব বিপদ ছাড়া নয়, বিশেষ নর দেহে অনুভূতি শক্তি যেমন বেশী, তেমন তাদের সুখ দুঃখ চিরসঙ্গিনী, সদাই পাশাপাশি জীবনকে বেষ্টন করে ঘুরে বেড়ায়, এদের হাত থেকে মায়ামুগ্ধ জীবের সম্পূর্ণ নিস্তার নেই। তবে এই বিশাল, অনন্ত অসীম ত্রৈলক্যের মধ্যে কি এই নিরাশ্রয়দের আশ্রয় ও শান্তির স্থান নেই? আছে বৈ কি! মনের শূন্যতার সান্ত্বনার স্থল, শূন্যময় অনন্ত নীলিমা ব্যোমদেশ সমস্তই শুন্যতায় ভরা, অনন্ত আকাশ যদি শুন্য হয়, সামান্য মনুষ্য হৃদয় আকাশ শুন্য হওয়ার আর বিচিত্র কি? চারিদিকে

বনরাজী নীলা, মা গঙ্গার স্নেহবারিধারা, বাধাবিঘ্নময় অতিক্রম করে স্নেহ বিতরণ করতে করতে মন্থর গতিতে যাচ্ছেন, তিনি ঠাণ্ডা করছেন, শান্তি দিচ্ছেন, পিপাসা দূর করছেন, সকলেই তাঁর সন্তান, সকলেই তাঁর কাছে শান্তির আশা রাখে। তিনিও কাহাকে বাধা দেন না। কেউ জল খেওনা নিওনা বলেননা, ধনী দরিদ্র সবাইকেই অযাচিতভাবে দান করেন। বিজন বনের গাছপালা, ফল, ফুল, পাতা, লতা সবই নিরাশ্রয় ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তির জন্য আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে দাড়িয়ে থাকেন। কতক পথিক আসে যায়, ঐ গাছতলায় বসে বিশ্রাম করে, খায়, ঘুমায়, পরে যে যার গন্তব্য স্থানে চলে যায়। কারও তাড়না নেই, খাজনা নেই, লাঠির ভয় নেই। বুড়ির বউএর তাই দেখে হঠাৎ হৃদয় ভেদ হয়ে মাতৃস্নেহের ভাষা ব্যক্ত হয়ে পড়ল। যথার্থই ত গঙ্গার জলে, বনের ফলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করলে। যার কোন সান্ত্বনা নেই, কোথাও আশ্রয় নেই তারই পক্ষে প্রকৃতি সতী সান্ত্বনা ও ভরসা ও আশ্রয় স্থল। প্রভাতে মধুর স্নিগ্ধতা, পাখীর সুললিত গান, বালসূর্য্যের হাসি ভরা রাঙ্গা মুখখানি, তখন সে মুখে প্রখরতার লেশমাত্র নেই মৃদু মধুর ভাবের মন ভোলান হাসি, প্রভাতের মধুরতাই আপনা থেকেই মধুর সান্ত্বনাভাব আসে, পাখীদের সুললিত কলতানে ও কমনীয়তা আছে। এ জগত হাসছে, কাঁদছে, কত জীব আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু পাখীরা এসবের কিছু ধার ধারে না, প্রত্যহ তারা নিয়মিতভাবে গেয়ে যায়। গঙ্গাদেবী পাপী তাপী, সুখী দুঃখী সকলকেই স্নেহদান করছেন, সকলের জন্য কোল পেতে দিয়েছেন, এবং সবাইকেই আদর ও স্নেহ আহ্বান করছেন। মার কাছে সব ছেলেই সমান। দুরন্ত, শান্ত, সকলের জন্য মার প্রাণ কাঁদে, নিবীড় অরণ্য পাতা লতা ফল পুষ্পের শোভা সমস্তই জীবের উপকার ও স্বান্তনার জন্য, যার কেহ আশ্রয়ের নেই। গাছ পালা তাদের আতপ

ও বৃষ্টি নিবারণ করে, লতা বিতান আবরণে সুন্দর ছত্রের কাজ করে ও দেহ শীতল হয়। ফলগুলিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই রজনীবাবু বলেছেন "আছ অনল অনিলে চির নভঃনিলে ভূধরে সলিলে গহনে আছ, বিটপী লতায় জলদের ন্যায় শশী তারকায় তপনে।" তাই ভাবি সর্ব্বব্যাপি ভগবানই সর্ব্বত্র বিরাজিত থেকে জীবকে রক্ষে করেন ও সান্ত্বনা দেন। বিশেষ যার কেউ নেই, তারই পক্ষে সর্ব্ব শান্তি প্রসবিনী প্রকৃতিই ভরসা স্থল।

একটু বিশ্রাম করার পর বনের শুকনা পাতা, ডাল, পালা, জড় কল্লে পরে কতকগুলি ভাঙ্গা ইট মুড়ি প্রভৃতি জড় করে তাহাতে গাছ তলায় একটা উনুনের মত তৈরী করে তাহাতে শুকনা ডাল পাতার জ্বাল দিয়ে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিলে। ক্ষেত থেকে কাঁচা লঙ্কা তুলে আন্‌লে, পুদিনা, কুচো শাক, তেঁতুল প্রভৃতিও আন্‌লে। সঙ্গে একটু নুন, ফোঁটা চার সরিষার তৈল একটি শিশিতে ছিল। শাক গুলো কাঁচা লঙ্কা ও লবণ, জল দিয়ে সিদ্ধ করে পরে একটু তেল ছড়িয়ে দিয়ে ঝোল ঝোল থাকতে নামালে, আর পুদিনা, পাকা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা তেল নুন সহযোগে বেশ চাটনি প্রস্তুত হ'লো, আর গরম ভাত নুন, লঙ্কা এই ক্ষুধার সময় অমৃত তুল্য হ'লো, তারা খাওয়া সাঙ্গ করে গাছতলায় একটু বিশ্রাম কল্লে পরে, সামান্য জিনিষ গুলিতে আপনাদের পূর্ব্ববৎ তল্পি বেঁধে নিয়ে ও পারে যাবার উদ্যোগ কল্লে।

খেয়া নৌকা ও মাঝি সর্ব্বদা ঘাটে বাঁধা থাকে, তাহারা পার হ'য়ে ওপারে খাগড়া ঘাটে উঠে ক্রমাগতঃ ডানপথ ধরে নগরের কোলাহল অনুসরণ করে ক্রমশঃ জনতার মধ্যে অগ্রসর হ'তে লাগল এইরূপে নগরে প্রবেশ করে পথের ধারে একটা সরকারী আলোর নীচে, সে রাত্রের মত আশ্রয় নিলে, তাদের বসতে দেখে সহরের লোক তেড়ে আসে, কেউ বলে "এ অচেনা লোকগুলো কোথা থেকে এলো ?

চোর নাকি ?" কেউ বলে,—'ওঠ,' কেউ বলে—'বেরো' অবশেষে পুলিশের লাল উষ্ণিষ ধারী ও রুল হস্তে পাহারাওলা গুলি মোড় থেকে এসে এদের প্রতি তর্জ্জন, গর্জ্জন, করতে লাগলো। এই নিম্ন কর্ম্মচারী ঘাটীরক্ষক গুলি নিজেকে খুব উচ্চদরের মনে করে, কাজেই তাদের মেজাজ সদাই গরম, তাহারা রুক্ষস্বরে বুড়ীকে বল্লে "এই বুড্ডি হট্ যা কাঁহাসে আয়া ? ঘুসা দেগা।" বুড়ী বলে—ও বউ এ কোথায় আন্‌লি ? এত হৈ চৈ তো কখনও দেখিনি। জোয়ান জোয়ান মরদগোনা যমের মত লাঠি নিয়ে তেড়ে এসে, বাবা এসব তো আমাদের গাঁয়ে নেই ! এখেনে ভগবানের ছিষ্টির মাটীতে বস্‌তে ও কারো অধিকার নেই।" বউ শাশুড়ীকে বল্লে "ভয় পেওনা পাহারাওয়ালাকে বল্লে, বাবা দোহাই ধর্ম্ম অবতার, আমাদের হ'তে কোন অনিষ্ট হবেনা। আমরা সামান্য দুঃখী গরীব মেয়ে মানুষ আমাদের আশ্রয় দিয়ে কোন ভয় নেই ; আমাদের যা কিছু আছে সব দ্যাখ। আমরা হরতারণবাবু জমিদারের প্রজা, বীরভূম জেলার চক্‌দীঘি গ্রামে আমাদের ঘর, খোঁজ করলে আমাদের বিষয় জানতে পারবে। দুঃখের জ্বালায় ও রোজগারের জন্যে ও অন্যান্য বিপদে প'ড়ে দেশের বাহিরে এসেছি।" তখন কয়েকজন গৃহস্থ ভদ্রলোক বল্লেন—হ্যাঁ ওরা থাক্ থাক্, দেখে বোধ হয় খুব দুঃখে প্রপীড়িত, ওদের দ্বারায় কোন ক্ষতি হ'বেনা। আর এক রাত্রে এই জনাকীর্ণ সহরের মাঝখানে বসে এই সামান্য স্ত্রীলোক দুটী কি অনিষ্ট করতে পারে ? তন্মধ্যে একজন ত বৃদ্ধা, এমন করে কুকুর বিড়ালের মত তাড়ায় না। তখন পাহারাওয়ালা ও অন্যান্য লোক যারা লেগেছিল, সরে গেল। সেই সময় বুড়ি ভরসা পেয়ে ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁগা বাপ সকল, এখানে কোন কিছু রোজগার আছে ?" ভদ্রলোকরা বল্লেন— "হ্যাঁ আর একটু সোজা চ'লে গিয়ে সহর ছাড়িয়ে একটা তেমাথা ও

মাঠের মাঝখানে একটা বড় দীঘি কাটা হচ্ছে। গ্রামে জলকষ্ট হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও ঐ গ্রামের জমিদার দু'জনে চেষ্টা করে ও টাকা জোগাড় ক'রে এই দীঘি কাটিয়ে দিচ্ছেন। সেখানে অনেক ঠিকে লোক কাজ করে! তথায় যেতে পার, গেলেই তারা নেবেন। তাঁদের লোকের দরকার।" ইহারা শুনে আশ্বস্ত হ'ল এবং পরদিন তথায় গিয়ে দিন মজুরীতে নিযুক্ত হ'ল। গ্রামের বাইরে একটা কুঁড়ে ঘর ভাড়া করলে। সমস্ত দিন খেটে নগদ যা পায় তাহাতে দিনান্তে চাল ডাল কিনে ঘরে গিয়ে রেঁধে বেড়ে খায়। আবার সকালে দুটি ভিজে পান্তা, কাঁচা লঙ্কা, খে'য়ে এবং দুটি মুড়ি বেঁধে নিয়ে ছেলেটি কোলে করে কাজে যায়। দুপুরের ছুটীতে সেই মুড়িগুলি তিনজনে বসে খায়। এইরূপে তাদের আবার সুখের দশা ফিরল তারা কাপড় কিনলে, রোজ তেল মাখে, দু'বেলা ভাত মুড়ি খায়, এই তাদের যথেষ্ট এর চে'য়ে তারা কখনও সুখ ভোগ করেনি, তার আস্বাদও জানেনা এবং আশাও করে না। তারা মনে করলে ভগবান এইবারে তাদের সুদিন দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বহু প্রকার ও বহু প্রকৃতির এবং নানা বর্ণের নানা জাতের অভাবী নরনারী এক সঙ্গে মাটী কাটে। একবার দ্বিপ্রহরে আধ ঘণ্টা যা সময় পায় সেই সময় গাছতলায় ভিন্ন ভিন্ন এক এক দল ব'সে মুড়ি খায়, তামাক খায়, গল্প করে, গান গায়, মনের আনন্দে যার মনে যে সুর উদয় হয়, যার মুখে যে সুর বেরোয়, সে সেই ভাবেই গায়, সে সুরের নাম নেই, শিক্ষা নেই, সে নিত্য নব নব সুরের আলাপন হ'ত।

আবার মাটী যখন কাটে, মেয়ের মাথা থেকে পুরুষ, পুরুষের মাথা থেকে মেয়ে আবার মেয়ের মাথা থেকে মেয়ে, পুরুষের মাথা থেকে পুরুষ—এমনি করে পরস্পরের মাটীর ঝুড়ি বদল ক'রে ব'য়ে নিয়ে যায়। এই রকমে নিধে নাম এক মজুর রোজ সুযোগ করে কেবল বুড়ির বউ এর মাথা থেকে রোজ ঝুড়ি নিতে চেষ্টা করে। রোজই ঘুরতে ঠিক বুড়ির বউএর কাছে এসে পড়ে এবং তারি মাথার ঝুড়ি বদলা বদলী করে। এমনি করে কিছুদিন কাটে। এর মধ্যে কার মনের ভাব কি, কে বুঝতে পারে? তারপর যখন দ্বিপ্রহরে দলবদ্ধ হয়ে সবাই গাছতলায় মুড়ি খেতে বসে, ক্রমে ঐ নিধে ঘেসে ঘেসে খুঁজে খুঁজে ওদের দলের মধ্যে এসে বসে। মুড়ি খায়, নানা গল্প করে। গল্পের ছলে নানান পরিচয়ও নেয়। আজ আমার লঙ্কা নেই, একটা লঙ্কা দে, কাল গুড় নিতে ভুলে গেছি, একটু দে এই রকম করে পাড়ার লোকে বিরক্ত করে। এরাও সময় দুকথা শুনিয়ে দেয়, কিন্তু ঐ লোকটার রাগ নেই, বেশ নিরীহ হেসে হেসে বলে, হ্যাঁ ভাই ত, রোজ কি মানুষ দেয়, কাল আর চাইব না। আবার কাল

হয়ত জলপাত্র আনেনি, ও বউ একটু তিষ্টার জল খাব দে, আর চাইব না। বউ ও শাশুড়ী বলে আজ তিষ্টার জল খাও কিন্তু কাল আর চেওনা। নিধে বলে—হ্যাঁ, তাই ত কি আর বলব। ঘরে ত কেউ নেই, কে দেবে বল? অনেক সময় তাড়াতাড়িতে ভুলে যাই। তথাপি কেহই সহানুভূতি জানিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। তখন আপনা থেকেই বলে, বউ তিনবার মরে গেল, মনে মনে করেছিলুম আর টাকা খরচ করে সেঙ্গা করব না। কিন্তু মা ও মরে গেল এখন ত্বটি রেঁধে দেয় কে? অসুখ হলেই বা কে দ্যাখে? মুড়ির গুড়ই বা কে বেঁধে দেয়? বাবা—রোজ রোজ আর কষ্ট করে পারিনা, এবারে যা হয় একটা করে ফেলব।

বউ—হ্যাঁ তাই একটা করগে: ত'হলে আমরা বাঁচি।

নি—আরে বাপু, দেবে কে? টাকা কোথায়?

বউ—কেন গো? এখানে এত মেয়ে মানুষ খাটছে, তোমার একটা জোটে না? একটাকে বেচে নাও, না পার আমরা ঠিক করে দি।

নি—সত্যি নাকি? আছে নাকি কেউ? তোমরা ঠিক করে দিতে পারবে?

বউ—তোমার মত অত বিয়ে পাগলা বিধবা খাটচে তাদের সেঙ্গা করতে কি বেশী পয়সা লাগে? সামান্য কিছু খরচ করে দু'চার জনকে জানিয়ে মাথায় সিন্দুর দিলেই হল।

কিন্তু বুড়ির বউ এইবারে বেশী করে বিপদকে আদরে নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে এল।

নিধে ত আর এদের সঙ্গ ছাড়ে না। নিধের জ্বালায় এরা লুকিয়ে ব'সে। তবু নিধে ঘুরে ঘুরে এদের বে'র করে' কাছে এসে ব'সে। কোন দিন বেগুনি, পেঁয়াজ বড়া, ডালপুরি, আলুর চপ, ঝাল বড়া,

কাঁচা ছোলার গুড়ে নাড়ু, ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, তেলের জিলাপি প্রভৃতি নানা রকম মুখরোচক খাদ্য দ্রব্য মুড়ির সঙ্গে বেঁধে আনে ও বুড়ির নাতির মুড়ির ডালায় ফেলে দেয়, এরা বারণ করলেও শোনেনা। বলে—"আহা ছোট ছেলে থাক থাক।" এই রকম করতে করতে ছেলের মার মুড়ির ওপর ক্রমশঃ ঐ সকল খাদ্যাদি ফেলে দেয় তাহাতে বউ রেগে উঠে বলে ছেলেকে দিলে সেই ভাল, আবার আমায় দেওয়া কেন? আর আজ ত পিঁয়াজ বড়া নয়? আমি পিঁয়াজের গন্ধ সইতে পারি না।

নি—আহা, তুই যেন বামনি, বাগদিনীর আবার এত কেন? কোন বাগদিনীতে পিঁয়াজ খায় না তা'ত জানিনা। তোর সব বাড়াবাড়ি।

বউ—তুমি অত ফাজলামী করোনা, ও সব আমি সইতে পারি না। খাওয়া যে যার রুচি, বাগদিনী বামনী বুঝি না!

নিধে—আহা রাগ করিসনি খা খা। আজ পিঁয়াজ বড়া নেই, ঝাল বড়া বেশ খেতে লাগল, একলা ভাল জিনিষ খাওয়া যায় না। এসব সামগ্রী দোসর হ'লে খেতে বেশ সুখ লাগে।

বউ—এতো কষ্ট যদি দোসর দেখে নাওনা?

নি—কি করব বল? দোসর বল্লেই কি দোসর হয়? চিরকালের জিনিষ, সে রকম মনের মত কোথা পাই? তোরা যে বল্লি খুঁজে দিবি তা কৈ? কবে কথা বলিস?

বউ—আমরা এমনি কাউকে স্থির করে বলিনি, কত লোক খাটচে, এর মধ্যে নিশ্চয় একটা পাওয়া যাবে। কতলোক বিয়ের জন্যে তোমার মত এরূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে বৈ কি। আমাদের ছোট জাতের ঘরে ত সমাজে বাধে না, কাজেই যার মন যায়, করে বৈ কি?

নি—তুই করবি না?

বউ—আঃ মর, আমি আবার কি করব? আমার ছেলে আছে,

বুড় শাশুড়ীকে মরণকালে সঁপে দিয়ে গ্যাছে। আমার এ সব ইচ্ছে থাকলে সে সব ঢের আগে করতে পারতুম। তাহ'লে আমরা এমন অনাথার মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতাম না।

নি—কেন আমাদের সমাজে যখন বাধে না, তখন আর দোষ কি? সেঙ্গা করলে কি ছেলে শাশুড়ীকে দ্যাখা হয় না!

বুড়ীর বউ তখন রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে "যাও তোমাকে এত বিচার করতে হবেনা, যে যা ভাল বুঝবে করবে, তোমার এত ব্যবস্থা দেবার দরকার কি? এতো ভাল আপদ জুটলো দেখছি, এতো বলি তবু নড়েনা, যেখানে যাব, সেখানে আমার জ্বালা, কোথাও শান্তি নেই।

বুড়ী পরিশ্রমের পর গাছতলায় বসলেই বুড়ো মানুষ, ঠাণ্ডা বাতাসে ঝিমোয়, মুড়ী জল খেয়ে তার উপর আরো শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়, যেন স্বর্গের ঘুম আসে। বুড়ীও একে দেখে বিরক্ত হয় এবং সময় সময় দু'চার কথা শুনিয়েও দেয়, কিন্তু বেশীক্ষণ তার এ শক্তি থাকেনা। শোকা তাপা বুড়ো মানুষ পরিশ্রমের পর শ্রান্ত হয়ে বসলেই ঢুল আসে। নিধে সেই সময় কথার ভাব ক্রমশঃ অন্য পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। বউটা রেগে উঠলে, নরম হয়ে যায় এবং কথার ভাব আবার ঘুরিয়ে ফেলে, সময় সময় সরেও যায় আবার আসে, আবার বসে, আবার নির্লজ্জের মত হাসে, কখনও ক্ষমা চায়, এ ব্যাটা যেন রাহু হয়েছে, এদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তাড়ালে নড়েনা, অপমানে ঘৃণা নেই, রাগ নেই, কখনও কাঁদবে, কখনও হাসবে, কখনও মাপ চাইবে, কখনও নিজের ভুল স্বীকার করবে; কখনও জলের মত পাতলা, কখনও তেলের মত মলায়েম হয়ে পিছলে পড়ে, কাঁদ ভাবে লুটিয়ে পড়ে বলবে ছাখ আমার কেউ নেই। তোদের কাছে এলে আমি শান্তি পাই। আপন জনের মত স্নেহ যত্ন পাই তাই আসি, মানুষের কাছে মানুষ এলে কি দোষ হয়?"

যাই হোক ঐ দিনের কথায় বউ ঝঙ্কার করে ওঠায় বুড়ীর তন্দ্রা ভেঙ্গে বলে করচিস্ কি? পেমার সঙ্গে ঝগড়া করচিস্? আহা মাটী কেটে হেরম হয়েছে একটু বসেছে, মুড়ী জল দে, রোদে পুড়ে ঘাম ঝরছে এখন কি কিছু বলে?"

বউ—হ্যাঁগো কি বলছ?

বু—বলিনি কিছু, জমিদারের অত্যাচারে পেলিয়ে এ্যালাম, তা বাছা গরীব মানুষ, জমিদারের সঙ্গে কি করবে?

বউ—কোথায় তোমার বাছা।

বু—এ্যাঁ ঐ নিধেকে মারবার জন্য বাঁশের লাঠি আনতে ঐ কুঁড়ের মধ্যে ঢুকেচে ওর যে শিয়রে লাঠি থাকে। তখন বউ একটু শাশুড়ীর গা'টা নাড়া দিয়ে বল্লে 'কি শুনতে কি শুনচ' ঐ নিধে আমার সঙ্গে লাগ্ছে, তুমিও ঢুলছ, এক শুনতে আর এক কথা শুনচ"

তখন বুড়ীর চমক্ ভেঙ্গে বল্লে ওমা তাইত, নিধে আবার কি বলছে? এই বলে নিধের উপর বুড়ী খুব তর্জ্জন করে উঠল এবং দ্বিতীয় দিন যাহাতে তাদের কাছে না আসে, আসিলে কর্ম্ম কর্ত্তার কাছে তার নামে অভিযোগ করিবে এইরূপে ভয় দেখা'লে।

নিধে তখন বল্লে—যাচ্ছি, যাচ্ছি তোদের কাছে আর আসব না, আমি খারাপ ভাবে কিছু বলিনি, আমি এক বলতে আর ভাব যদি অন্যরূপ হয়ে থাকে, আমায় মাপ কর। তোর কর্ম্ম কর্ত্তাকে জানাসনে, এখুনি যাচ্ছি এই বলে নিধে সে স্থান থেকে সরে গেল।

তাপর আর ক'দিন এসে আর ওদের কাছে বসে না। তবে যখন হোক একবার দেখা হবেই এবং জিজ্ঞাসা করে কি কাজ শেষ হ'ল। চল্লি ইত্যাদি নানা প্রকার ছুতা ধরে এদের সঙ্গে কথা কইতে চেষ্টা করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন ভয়ানক বর্ষা পড়েছে, পিছল, অনেক কুলীই আসে না, কেবল যাদের একবেলা না খাটলে একেবারেই উপবাস করতে হবে, এমন ধরণের দু'চার জন কুলী আসে। তার মধ্যে বুড়ী ও বউ ও নিধে ও আছেই। লোক খুবই কম, ঠাঁই ঠাঁই দু'চার জন কাজ করছে, বেশী বৃষ্টির সময় গাছ তলায় কিম্বা ঝপে ঝাপের মধ্যেও লুকিয়ে বসছে। যিনি খাটাচ্ছেন তিনি বৃষ্টির চোটে দাঁড়াতে পাচ্ছেন না, কোথাও ছায়াতল দেখে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তিনি আর কত লক্ষ্য করবেন কে খাটছে কে বসছে?

নিধে এক দিকে মাটী বইছে, তার পাঁচ সাত হাত তফাতে বুড়ীরা শাশুড়ী বউ মাটী বইছে এমন সময় নিধে হঠাৎ মাটীর ঝোড়া মাথায় নিয়ে পা পিছলে উপর দিক থেকে নীচে পড়ে গ্যাল, তখন দু'চার জন লোক ছিল, সেই সময় অগ্রসর হ'য়ে অনেকে উঁচুতে উঠে গ্যাছে, কেহ বা দূরে দূরে, ফাঁক ফাঁক হয়ে মাটী কাটছে। সুতরাং বুড়ী অন্য লোক অপেক্ষা কাছে ছিল, ইহারাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে তোলবার চেষ্টা করলে, বিশেষ বুড়ির বৌ এসে পড়ল, শাশুড়ী একটু পরে, কারণ সে বুড়ো মানুষ পিছলে রাস্তা মাটীর ঝোড়া মাথায়, তার উপর বৌ দু'এক হাত আগে ছিল, শাশুড়ী একটু পিছনে ছিল। কাজেই বৌ একটু আগে পৌছিতে পারলে, তারপর বুড়ী তারপর ক্রমে ক্রমে কেহ কেহ এসে জুটলো। মানুষের এমন সময় সকলেই আসে সে সময় শত্রু মিত্র চেনা, অচেনা ও মেয়ে পুরুষ বিচার করলে

চলেনা। একটু খননের গর্ত্তে যে একটু জল জমেছে, নিধে ঘোড়া শুদ্ধ একেবারে তার মধ্যে পড়ে গিয়ে উঠতে পারে না, খোলা, কাঁকড়, কাঁটা খোঁচায় গা মুখ ছড়ে গেল, মাটীগুলো মুখের উপর প'ড়ে নিশ্বাস বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল, এমন বে কায়দায় পড়েছে যে, যত উঠবার চেষ্টা করছে পিছলে পিছলে আরও উলোট পালট খাচ্ছে, হাতি যেন হ্রদে প'ড়ে লুটাপটী খাচ্ছে, সে সময় দেখলে অবশ্য মনে কষ্ট হয়। এবং তাকে মুক্ত করবার ইচ্ছা সকলেরই হওয়া উচিত। কারণ সকলেই জগতপিতা পরমেশ্বরের প্রেরিত জীব, তিনিই যা বুঝবেন তাই করবেন। আমরা শাস্তি দেবার কর্ত্তা নই, দেখবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। কারণ তাঁর হিসাবের খাতায় কার কি ভাবে নাম উঠে গ্যাছে তা ত কেউ জানে না।

যাক যাহা প্রকৃতি গত ইহারা তাহাই করলে, বিশেষ এরা দুঃখে প্রপীড়িত হয়ে এদের মনের গঠন অনুরূপ হয়েছে। কাজেই আর্ত্তের দুঃখে সাধারণ অপেক্ষা কিছু বেশী ব্যথিত হয়।

ইহারা সকলের চেয়ে খুব যত্ন সহকারে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে মাটী ধুয়িয়ে মুছিয়ে দিলে। নিজেদের পুঁটলী থেকে ছোট্ট একটী শিশি, বে'র করে তা থেকে একটু তেল ঢেলে নিয়ে নিধের গায়ে মাখিয়ে দিলে গোটা কতক দুর্ব্বা ঘাস চিবিয়ে ঘায়ে দিয়ে বেঁধে দিলে। পুঁটলী থেকে একটু চিরকুট টেনে বের ক'রে পরতে দিলে। এইরূপে তাকে একটু সুস্থ করলে।

বুড়ীদের শুশ্রূষায় নিধে একটু সুস্থ হ'ল ঘণ্টা খানেক বাদে বেশই উন্নতি অনুভব করলে। তবে খাটবার মত অবস্থা আর সেদিন হল না? তাহা সম্ভবতঃ না! যেমন যখম লেগেছে এতে দিন কয়েকের মধ্যে কাজে লাগবার অবস্থা নয়। তবে যে উপশম টুকু যথার্থ হয়েছিল তাহাও স্বীকার করতে রাজী নয়, এদের জোরায় নেবার জন্য

শুয়ে শুয়ে আঃ উঃ গ্যালাম বাবা গো, মাগো মলাম, কে দেখবে ? বাচব না ইত্যাদি যাতনা প্রকাশ করতে লাগল. এখন অকৃত্রিম যাতনা অতিক্রম করে কৃত্রিমতায় পরিণত হ'লো। তখন এরা তার ভাব গতিক কতকটা বুঝ্‌তে পেরে বল্লে—আমরা আর কাজ কামাই করে কতক্ষণ বসে থাকব ? শেষে আবার মজুরী কাটবে ? তুমি ত আগের চে'য়ে সুস্থ হয়েছ দেখ্‌চি কিন্তু কাজ করতে আজ পারবে না, আস্তে আস্তে বাড়ী যাও। যাবার সময় একটু টারপিন তেল কিনে নিয়ে যেও, সন্ধ্যার সময় পাতা লতার আগুন করে একটু তাপ নিও আর তেলটা মালিস কোরো। আজ তো রাঁধতে পারবে না, দু'টী মুড়ি খেও। গরীব মানুষ, না খাটলে তো ক্ষতি হ'বে, যত শীগ্‌গির ভাল হও দরদ যায় ভাল। আহা! একি দৈব ঘটনা। ভাল মানুষ খাটতে এসে গতর চুর্ণ করে ফিরে যেতে হ'লো। এখন ক'দিনের ফেরে পড়লে কে জানে, আবার জল আসছে এখন শীগ্‌গির ঘরে যাও, আমরা উঠি।

তখন নিধে বল্লে—"তাই যাচ্ছি গো, তোমরা খুব কল্লে। এতটি কি পরে কি করে ? তাইতো ক্ষিদেও লেগেছে, চাষা মানুষ দু'টো ভাত খা'বারই ইচ্ছে করছে, কেই বা রেঁধে দেয়," তাতে কেউ উত্তর না দিয়ে উঠে যাওয়ায় নিধেও আস্তে আস্তে বাড়ী গ্যাল।

নিধে বাড়ী গিয়ে শুয়ে ভাবচে তাইতো! এরা তো খুব যত্ন কল্লে এত লোক ছিল কেউ তো এতো কল্লে না। ভালবাসা না থাকলেই কি এতটা যত্ন করতে পারে ? এত লোক তো ছিল শুধু তো কাদা থেকে তোলা নয়, তেল মালিশ করে দেওয়া, কাপড় দেওয়া, এতটা কে করে ? আমি যা মনে ভেবেছি, তাই বউটা খুব যত্ন করতে পারে ঐ বুড়ীটা কিছু না, কেবল বউটার সঙ্গে সঙ্গে আহাজের পেছনে জেলে ডিঙ্গীর মত যায় আর এটা ওটা এগিয়ে দেয় মাত্র। ঐ বুড়ীটাই

ডাইনি, কেবল বউটাকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায়, সেই জন্ত বউটা ভালো ক'রে বোধ হয় মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে পারে না, শাশুড়ী কি মনে ক'রবে ব'লে মুখে রাগ দেখায়। গায়ে একটুখানি বল পাই, একদিন ভারি রাত্রে ওর বাড়ী গিয়ে বউটার মনের ভাব বুঝ্‌ব। দিনে গেলে সবাই দেখতে পাবে, কি ভাববে। রাত্রে কেউ দেখতে পাবে না. ডাইনি বুড়ীটাও ঘুমো'বে তখন ভালো করে মনের ভাব বুঝ'ব, ও বুড়ীটা তো দিনেই ঢোলে, রেতে ওর কি পদার্থ থাকবে ?

এই ভাবতে ভাবতে নিধের রাত্রে নিদ্রা এলো। নিধে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখচে। নিদ্রা ঘোরে এদের স্মৃতি নিধের মাথার ভেতর নানা ভাবে খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। নিধে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখচে বুড়ীর বউ এক থালা ভাত নিয়ে এসে নিধেকে খে'তে দিলে। তারপর নিধের ছেঁড়া চাটাই খানার উপর বুড়ীর বউ বসে তেল গরম করে নিধেকে মালিশ করে দিচ্ছে। নিধের গায়ের দরদ যেন কত কমে গিয়ে আরাম বোধ হচ্ছে। গরম তেল ডলায় দর্ দর্ করে ঘাম ঝরছে, তখন নিধে বলছে এই তো ভাত রেঁধে দিলি, তেল মালিস কল্লি, এখন কেবল বাকি পাঁচ জনকে ডেকে মাথায় একটু সিঁদুর দেওয়া। আর তো কন্নটা স্যাঙ্গা করিছি, হাঙ্গামাতো কিছু নেই আর বুড়ীর বউ যেন একটু হেসে মুখ হেট করে চুপ করে বসে রইল তার হাব্ ভাব্ ও হাসিতে সম্মতির ভাব প্রকাশ হ'ল, তখন নিধে রাগে গর গর করছে যে ঐ ডাইনি বুড়িটাই যত নষ্টের মূল, নতুবা এত দিনে সব ঠিক হ'য়ে যেতো এই তো বুড়িটা আজ নেই, এক কথায় সব ঠিক। আগে কাজটা চুকে যাক তারপর ঐ বুড়িটাকে একবার দেখে নে'ব এই অবস্থায় দাঁত কিড়্‌মিড়্ করতে করতে হাতের ঘুসো [illegible] অবস্থায় নিধের ঘুম ভেঙে দেখে নিধে এক গা ঘেমেছে সত্য [illegible] চাটাইতে একাই শুয়ে পড়ে আছে তখনও সুখ স্বপ্নের ঘোর

ভাঙ্গেনি, মনে করছে ঘটনাটা সত্যই, চারিদিক হাত বুলিয়ে ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখে, এটা অলীক স্বপ্নই বটে, তবে স্বপ্নের ভাবে তার বুড়ীর বউর সম্মতি আছে ঠিক কল্লে।

নবম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ়ের প্রথমে, থেকে থেকে বৃষ্টিও হয় মাঝে মাঝে হয়ও না, ভয়ানক শুখ্‌নো গরম। বুড়ীরা গরমের সময় ওদের নীরেট কুঁড়েটির মধ্যে শু'তে পারেনা। ঘরের দাওয়ায় চেটাই পেতে তিন জনে শোয়, ঝড় বৃষ্টি এলে কুঁড়ের মধ্যে ঢোকে, এটা তাদের ধারাবাহিকরূপে চিরদিনের অভ্যাস, কেবল শীতের সময় ছুটো পাতা লতার আগুন জ্বালিয়ে কুঁড়ের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা আশ্রয় করে প'ড়ে থাকে।

গরীবের শীত নিবারণের উপায় দিবসে সূর্য্যের স্নেহের অবারিত দান, তাঁহার প্রখর দীপ্তি, পর্ণ কুটীরবাসী বস্ত্রহীন কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, শয্যা ও খট্টাঙ্গবিহীন দরিদ্রের শীত নিবারণের একমাত্র উপায়, আর অগ্নিদেবের করুণা, তাঁহার উত্তাপে দুঃখী তাপী যেরূপ আরাম পায় এমন আর মূল্যবান উষ্ণবস্ত্র, লোম, পশম [illegible] পোষাকে ও তুলার গদি লেপ কম্বল রাগ্‌ প্রভৃতি শয্যায় ও [illegible] ও নিবারণ হয় না। উষ্ণ বস্ত্র, তুলার শয্যার মধ্যেও [illegible] শীতের সময় বুক্‌ গুর্‌ গুর্‌ করে।

সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ইহারা গাঢ় নিদ্রায় [illegible] নিদ্রাদেবীর দয়া দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে, সুখশয্যায় যেমন [illegible]

ধনীর সুরম্য অ [illegible]র উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তেমনি ভাবে দান করেন। এই শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর দয়া সকলে সমান ভাবে লাভ করায় জীব কিছুক্ষণের জন্য অনেক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায়, এবং অনেক সময় তন্দ্রা ঘোরে দুঃখের রাজ্য থেকে সুখের রাজ্যে গিয়ে সুখ শান্তিও উপভোগ ক'রে আসে। রোগীর রোগের যন্ত্রণার কত উপশম হয় শোকার্ত্তের শোকের নিবৃত্তি হয়। এই শান্তিময়ী নিদ্রা-দেবীকে এইজন্য শত নমস্কার এবং এই প্রার্থনা, যেন চিরদিন তাঁহার দয়া সকলেই লাভ করে।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি, মাঝে মাঝে দু'চার ফোটা জল প'ড়ে আরো মাটীর উত্তাপ বৃদ্ধি করছে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনীতে—বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নীরবতা নিস্তব্ধতা ও মলিনতা ঘোরাকারে মাখিয়ে দিয়েছে, নিশাচর পশু পক্ষীর পর্য্যন্ত কোন শব্দ নেই, শিয়ালের ডাক নেই, আকাশ গম্ভীর, পৃথিবীও নিস্তব্ধ, গম্ভীর, এমন সময় বুড়ীর বধুর কাহার করস্পর্শে ঘুম ভাঙ্গল, তাকিয়ে দেখে অন্ধকারের আব্‌ছায়ায় এক কালান্তক যমের মত চেহারা কে পদতলে দাঁড়িয়ে আছে? ভীতস্বরে বল্লে—'কেও' মনুষ্যের আওয়াজ হ'লো—"চুপ্‌ চুপ্‌ কথা আছে"

বউ—কিসের কথারে ব্যাটা? একেবারে নিস্তব্ধ, কোন উত্তর নেই, তখন বুড়ীর বধূর ঘুমের ঘোর ভালরূপ ভাঙ্গেনি, আর তখন [illegible]দের স্মৃতিপট থেকে চরণবাবুর অত্যাচার একেবারে মুছে যায়নি, [illegible]মনে সদাই ভয় ঐ বুঝি সন্ধান পে'লে ঐ বুঝি ধল্লে, সেই [illegible] এই বিপদ উপস্থিত হ'লো। বুড়ীর বউ, হিতাহিত জ্ঞান [illegible]'রে যমের মাথায় সজোরে এক মোটা বাঁশের লাঠির আঘাত [illegible] ঐ বাঁশের লাঠিই তাদের সকল সময় সম্বল ছিল, ঐ লাঠি চর[illegible] শেষ দিন দেখিয়েছিল, এই লাঠি অবলম্বন ক'রে ইহারা

দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে। এই লাঠী পেমার হাতে ছিল, তার মৃত্যুর পর ইহাদের রক্ষণকারী ভর্তাস্বরূপ হ'য়েছে। ঐ লাঠিতে কুকুর শিয়াল গরু বাছুর ছাগল বিড়াল প্রভৃতি সমস্ত তাড়ায় এবং রাত্রে মাথার শিয়রে থাকে, দিনে ও বগলে ক'রে রাস্তা ঘাটে চলে। কাজেই প্রাণে ভয় হওয়া মাত্রেই কার্য্য সফল হ'তে আর বিলম্ব হ'লো না। সেই লাঠির সজোরে এক ঘা খে'য়ে যম আর কোন শব্দ করতে না পেয়ে একেবারে সোজা দৌড়ে খানিক পথ গিয়ে তেমাথার রাস্তায় প'ড়েই অজ্ঞান। যত দূর গ্যাছে টস্ টস্ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়্তে পড়্তে গ্যাছে।

এই ভয়ঙ্কর আওয়াজে বুড়ীর নিদ্রা ভঙ্গ হ'লো ও চমকিত হয়ে বল্লে—"হ্যাঁ রে কি কল্লি? ও কে ছুটে পালা'ল?

বউ—আমার বোধ হয় একজন বদমাইস্ লোক কু মতলবে এসেছিল, তবে চোর টোর নয়, আর আমাদের কি নিতে আস্‌বে? নিধে কি চরণবাবুর লোক হ'তে পারে। এমন চোট্ দিয়িছি চিরদিন মনে থাক্‌বে, আর আসতে সাহস হ'বে না।

বু—হ্যাঁরে, ম'রে ট'রে যাবে' না তো? সে আবার এক দায়। দুঃখী গরীবকে কে বাঁচাবে? আমার যে ভয় কর্‌ছে। এই বলে বুড়ী থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌ল।

বউ—তুমি এমন কর কেন? ইহাতে বেশী ভয়ের কারণ নেই, মরবে কেন? এমন মেরেছি যে দু'এক দিনের জন্য বেশ জখম হ'য়ে পড়ে থাকবে আর দরদ অনেক দিন থাকবে, মনে যত দিন থাকবে ততদিন আর এমন কাজ করবে না। এমন প্রবৃত্তির লোকের কিছু শিক্ষা পাওয়ার আবশ্যক।

এই প্রকার বচসার সঙ্গে ইহাদের বাকী রাত্রি টুকু প্রভাত হ'লো।

দশম পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য যে আহত ব্যক্তি নিধিরাম বাগ্দীই বটে। বুড়ীর বধূর লাঠির আঘাত খে'য়ে বেগে এসে তেমাথার রাস্তায় প'ড়ে অচৈতন্য অবস্থায় প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে প্রত্যুষের স্নিগ্ধ ধীর বায়ুসেবনে আস্তে আস্তে আপনা থেকেই জ্ঞানের সঞ্চার হ'লো, যন্ত্রণায় থেকে থেকে হাত পা নাড়ে, গোঁ গোঁ শব্দ করে। তখন প্রভাত প্রায় আগত। দু'চার জন পথিক সবেমাত্র পথ হাঁঠ্‌তে আরম্ভ করেছে। তাদেরই ঈদৃশ লোম হর্ষণ ব্যাপার নয়নে নিপতিত হওয়ায় তারা ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল, বাবারে ওটা খুন নাকি রে?

দ্বি—ঐ যে একটু নড়ে।

তৃ—ঐ যে একটু একবার একবার গোঁয়ানি শোনা যাচ্ছে।

যাহা হোক্ তাহাদের চীৎকারে পাঁচজনে জড় হ'ল এবং এমন অবস্থায় পুলিসে খবর দেওয়ায় শ্রেয় বিবেচনা ক'রল। আহত ব্যক্তিকে মুখে জল দিয়ে তাহাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। পরে সকলে পরামর্শ করে হাসপাতালে দিয়ে এলো। পুলিশের লোক এসে রোগীকে জেরা ক'রে বিশেষ কিছু অবগত হতে পারলে না। কারণ রোগীর বলবার শক্তি ও স্থায়ীভাবে চৈতন্য ছিল না। অতএব তাহারা সেই রক্তবিন্দু পরম্পরা অনুসরণ পূর্ব্বক ক্রমাগত অগ্রসর হ'য়ে দেখলে যে বুড়ির প্রাঙ্গনের মধ্যে ঠিক তাহাদের দাওয়ার নীচে সে রক্তবিন্দু শেষ হ'য়েছে।

আবার বুড়িদের অপরাধী বিবেচনা করে হাজতে নিয়ে চল্‌লো, তখন বুড়ী বল্লে আর স্থবির বুড়ো মানুষকে অপরাধী সাব্যস্থ করালেই কি তোমাদের ঠিক বিচার হবে? এত বড় সাংঘাতিক আঘাত

করবার ক্ষমতা কি থাকা সম্ভব? আর ওর কাছে শত্রু কিসের লোভে আসিবে? টাকার লোভে না অন্য কোন কুমতলবে? সেইটে ভালরূপ বিবেচনা করে বুড়কে হাতকড়ি দিও।

তখন পুলিসের লোক বুড়িকে ও শিশুকে ছেড়ে দিয়ে বউকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তখন বুড়ি থর্ থর্ করে কেঁপে ও কেঁদে একবার দারোগার পায়ে পড়ে একবার কনষ্টবলের পায়ে পড়ে বলে—"দোহাই বাবা ধর্ম্ম অবতার, আমার ঐ বউ ছাড়া আর কেউ নেই, ওকে বাঁচাও আমায় বাঁচাও, এই ছেলেটাকে একবার দ্যাখ্ বাপ সকল। আমি কিছু জানিনা বাবা, আমি কিছু দেখিনি, বাবা আমি ঘুমিয়ে ছালাম।"

পুলিসের লোক বুড়ির করুণ রোদনে কেহই কর্ণপাত ক'রলে না। বধূর হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে নিয়ে গেল। ছেলেটা বুড়ির কোল থেকে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল এবং হাত বাড়িয়ে বল্তে লাগলো—"মার কাছে যাব" "ঐ ধ'রে নিলে", "ঐ বাঁধ্লে" এই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল।

শিশুর দিকে কেহই ফিরে তাকালে না। বউ কোন বাক্য ব্যয় করা নিষ্ফল বিবেচনা ক'রে নীরবে ওদের বন্ধন নিগে ও সঙ্গে চল্লো। যাবার সময় শিশুর দিকে তাকিয়ে দু'ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু মোছবার ক্ষমতা নাই, হাত পা ত বাঁধা।

বুড়ি এই বিপদের পর আর মাটি কাটতে যেতে প্রায়ই পারে না। শিশু ছেলে দ্যাখা ও আহারাদির দুটো যোগাড় করা এই স্থবির বুড়ি কি একা পারে? প্রথম দিন উপবাসই ছিল, ভয়ে শোকে দুঃখে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই অনুভব হয়নি। পেমার নাম করে একবার একবার ডাক ছেড়ে বুকটা হাল্কা করেছে। তারপর কারও বাড়ী থেকে ছেলেটার জন্যে কিছু খাদ্য সামগ্রী চেয়ে এনে তাকে খাইয়ে,

আপনি সেই কুঁড়ের মধ্যে পড়ে রইল। সেই কুঁড়ে যেন বুড়ির কাছে সেদিন ভীষণ বলে মনে হতে লাগল। খাঁ খাঁ করে যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধরে বুড়িকে কেহ যেন গিলে ফেলতে যায়। বুড়ির মনে যত বিভীষিকা উপস্থিত হয় ছেলেটিকে ততই বুকের মধ্যে টেনে লয়। এমনি করতে করতে ঘুমিয়ে প'ড়ল। বুড়ি তখন সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে কিছু-ক্ষণের জন্তে নিস্তার পেলে।

তারপর বুড়ি ছেলে কোলে করে ভিক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলে। সমস্তদিন প্রত্যেক দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে এনে ছুটি রেঁধে বেড়ে খায় দায় শুয়ে থাকে। দুপুর বেলা একবার হাজতে যায়, সেই ভিক্ষার ঝুলি থেকে বউকে কিছু খেতে দেয়, ছেলেকে স্তন্যপান করায়, ছেলে মায়ের কোলে গিয়ে মায়ের আদর চুম্বন উপভোগ ক'রে সমস্ত দিনের হা হা করা প্রাণটা ঠাণ্ডা ক'রে আসে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিধে হাসপাতালে ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে সেরে উঠ্‌লো। পুলিসে ক্রমশঃ সাক্ষী যোগাড় ক'রে এবং নানা সন্ধানের দ্বারা বুড়ির বউকে অপরাধী স্থির করিয়ে বেশ গুছিয়ে একটা ফৌজদারী মকদ্দমা দাঁড় করালে।

ফৌজদারী কেসে চাক্ষুস সাক্ষী প্রায়ই মেলা ভার। প্রায় টাকার জোরে সাক্ষী তৈয়ার হয় এবং ভদ্রলোক সাক্ষীও খুব কম মেলে। প্রায় নিম্নশ্রেণীর লোক গরীব এবং বিপক্ষ দলই আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

বুড়িদের মিত্রও বেশী দেখি না, অনিষ্টকারী বড় কেহ ছিল না, তবে বিদেশিনী অপরিচিত স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় কেহই নয়, বিশেষ বউ যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে নিধেকে আঘাত করে'ছে অথচ খুন করবার মতলব নয় তাহা কেহ স্বীকার করতে রাজী নয়।

মাটী কাটার জায়গায় ও ইহাদের সমস্ত দলের নিকট এবং অন্য উপায়ে পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করলে। বুড়ির বউ যে এতটা উচ্চ প্রকৃতির লোক তাহা নিম্নশ্রেণীর কোন লোক বল্‌তে চায় না। কারণ প্রথমতঃ বাঙ্গালীর শরীরে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের শরীরে হিংসা প্রবল, তার আবার নীচ জাতীদের মধ্যে কতটা উদারতা ও উচ্চতার আশা করা যায়? তাহাদের জাতে যখন আমাদের চেয়ে নিম্ন করে [illegible] পাঠিয়েছেন, প্রকৃতিতে ও অন্যান্য ব্যবহার ও সৎগুণের [illegible] সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠতায় সম্ভব নয়।

বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা—আমাদের দেশে [illegible] দু'তিন বার বিবাহ করা সমাজে পদ্ধতি আছে তা ছাড়াও—[illegible]

কলুষ আচরণ ক'রে থাকে, সুতরাং তাহাদের এত ছোট ও সঙ্কীর্ণ মনের মধ্যে এত বড় উদার প্রশস্ত ভাব প্রবেশ করবার ও স্থাপিত হ'বার স্থান কই ? বৃহতের মধ্যে ক্ষুদ্রের প্রবেশ সহজ ; কিন্তু ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ সহজ নয় তবে চর্ম্মের কিম্বা রবারের ছোট থ'লের মধ্যে কিছু বড় জিনিষ ঢোকে বটে তবে বেশী মাত্রা হ'লে ফেটে যায়। কিন্তু হৃদয় ত চর্ম্মের নয়, ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহতের প্রবেশ কঠিন ব'লেই, অনন্ত ঈশ্বরকে মানবগণ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করতে পারে না ব'লেই, সাধনা ও ধ্যান জপের সুবিধার জন্য বিশ্বব্যাপী ভগবানের ছোট ছোট মূর্ত্তি স্থানে স্থানে স্থাপিত ও সহজে বোধগম্য নাম জপই প্রশস্ত।

যাই হোক্ নীচশ্রেণীর লোকের পক্ষে ধারণা হয়, যে এই বিদেশিনি স্ত্রীলোক সতী লক্ষ্মীর পরাকাষ্ঠা, এটাও স্মৃতির অতীত, আবার হিংসাও হয় যে আমাদের ঘরে জন্মে ওর এতটা উচ্চ নাম, আদালতে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হবে এটাও বড় অন্তঃদার্হের কারণ আর এদের স্বভাবের পরিচয় ত এতদিন কেউ পায়নি। কোথায় ছিল, কেমন ক'রে জীবন কাটিয়েছে কে জানে? সুতরাং এদের সাপক্ষে সাক্ষী ত ভাল মিল্ল না বরং অনেকেই অন্যদিকে গাইলে, নিধে মাটী কাটার পর ওদের কাছে মুড়ি খায়, বসে, গল্প করে, নিধে প'ড়ে যাবার প'র এরা খুব যত্ন সেবা করেছে ইত্যাদি। বিশেষ জাজ্বল্য প্রমাণ নিধের পরণে বুড়িদের দেওয়া ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি। কুলি মহল থেকেই সাক্ষীর জোগাড় হ'ল, ভদ্রলোক বিশেষ কে এদের চেনে, নিধে ভাল হয়ে পুলিশের লোকের কাছে বললে "বাবা আমি কিছু কুমৎলবে যাইনি। আমার ভয়ানক দাঁতের যন্ত্রণা রাত্রে হওয়ায় আমি তখন জ্ঞানশূন্য হয়ে [illegible]। বাবা! তোমাদের যদি এ রোগ থাক্তো তা'হ'লে বুঝতে, [illegible] কি বলব? আমার যখন যন্ত্রণা হ'ত ওরা একটা অসুখ [illegible]ছিল, তাই নিয়ে এলাম। বৌ ওমনি ভীমের মত এক গদা

সজোরে মারলে, বাবাঃ ও কি মেয়ে! এমন মেয়ে বেঁচে থাকলে আবার কাকে খুন করবে। মেয়ে মানুষ এমন হয়, তা ত কথনও জানিনা।”

বুড়িদের ত সমস্ত জিজ্ঞাসা করায় সমস্ত ঘটনা তাহারা অবিকল বিবৃত ক’রলে, কিন্তু তাদের সমস্ত কথা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হ’ল না। পরে পাঁচ রকম সাক্ষীর দ্বারা স্থির হ’ল, বুড়ীর বাড়ী নিধে রাত্রিরে যে’ত, কিন্তু টাকা, পয়সা, নিয়মিত না দেওয়ায় বকাবকি হ’য়ে বুড়ির বৌ নিধেকে মেরেছে। যদিও নিধে দাঁতের যন্ত্রণায় বুড়ির বাড়ী যাওয়া পুলিশের বিশ্বাস হয়নি, নিধের মতলব তাহারা বুঝেছিল, কারণ পুলিশের লোক বোকা নয়। তথাপি তাহারা ঐটের উপর জোর দিয়ে বুড়ির বৌকে দোষী প্রমাণ ক’রে, ফৌজদারীতে পাঠা’লে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাবিহিত দিনে মোকদ্দমার দিন পড়ল, আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী প্রভৃতি সকলে আদালতে উপস্থিত হ'ল। স্থানীয় সবডিভিসানাল অফিসার আই, সি, এস, তিনি মোকদ্দমার জবান বন্দি নিয়ে জেলার জজের কাছে সেসনে পাঠাবেন। ইনি নূতন লণ্ডন থেকে এলেও বয়েস অল্প হ'লেও বেশ ধীর, নম্র ও চিন্তাশীল বিচারক, চেহারাও বেশ প্রশান্ত। ফৌজদারী আদালতের বিপরীত প্রকৃতির লোক।

একথা তাঁর সর্ব্বদা স্মরণ থাক্'ত যে প্রমাণ অভাবে ১০টা অপরাধীকে ছাড়তে পারা যায় তথাপি ভাল প্রমাণ না মিল্‌লে একটী নির্দ্দোষীর দণ্ড বিধান নিষিদ্ধ। তিনি প্রমাণ সাক্ষী যাহাই পান এবং সাক্ষীর জবানবন্দি যাহাই নিন বিচারটা বিবেকের অনুশাসনেই খুব গভীর চিন্তা করে তবে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।

মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেট্ যথা সময়ে এসে বিচার আসনে বস্‌লেন ও নিয়ম অনুসারে পরে পরে ফরিয়াদির ডাক্ পাড়তে লাগ্‌ল। কাঠগড়ায় উঠে পরে বুড়ীর ডাক পড়ল। বুড়িকে পুলিশ পাঠায়নি, ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য ডাক্‌লেন। বুড়ী কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কাঠগড়ায় উঠল। সাহেব জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তোমার বউ সে দিন নিধিরাম বাগ্দীকে মেরেছিল?"

বু—আজ্ঞে হুজুর, আমি ঘুমিয়েছালাম, শব্দে আমার ঘুম ভাংল, তবে অন্ধকারে, বুড়ো মানুষ, কাউকে নজর হ'লোনা, কেবল মানুষ [illegible] শব্দ পে'য়ে বউকে বল্লাম, কল্লি কি? বউ বল্লে—"বদমাইস [illegible] এসেছিল, তাকে মেরেছি, ১০ দিন গায়ে দরদ থাকবে, এমন [illegible] করবে না।" আমি যা ভয় কল্লাম, তাই হ'লো, এই

কথাই বলেলাম যে ওরে থানা পুলিশ হবে না তো'? বউও তখন আমার কথা উড়িয়ে দিলে।

সা—তোমার বাড়ী নিষে রাত্রে আসেতো?

বু—না হুজুর, তোমার দিব্যি, সে কখনও আসতো না। সে শত্রু তোমার কাছে মিথ্যে করে বলেছে তার বাড়ী যাক্, বাবা সাহেব, আমি আর তোমার কাছে কি বলব? আমার আর কে আছে বাবা, আমার মরা ছেলের দিব্য, আমার বউ সে প্রকৃতির লোক নয়।

তবে ঐ মতলবে মাটী কাটার জায়গায় আসতো আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি ওকে আমাদের ধারে আসতে কড়াভাবে নিষেধ করিছিলুম—কাজে তাই শেষে দাঁড়া'ল। আমার ছেলে মরে যাবার পর বউকে এতদিন বুকে করে রেখে'ছ ওকে দে'ব বলে? বউর বাপ নিতে এলো তাকেও দিইনি, বউও যায়নি।

সা—আচ্ছা, তুমি যাও।

বুড়ির কাঠগড়া থেকে নেবে এসে যেন ধড়ে প্রাণ এলো। বলে বাবা? আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখনও ফৌজদারী আদালতের মুখ দেখিনি। আমার বরাতে আরো কি আছে কে জানে?

তারপর আসামী অর্থাৎ বউকে ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা জিজ্ঞাসা করলেন। এবং সে যাহা উত্তর করলে তাহার ভাবার্থ কিছু শুদ্ধভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

বাবা! আমি বড়ই দুঃখিনী, আমার যে শাস্তি আপনার বিচারে হয় দিলে তাহা আমি মাথায় পেতে নেব। তবে আমার এই শিশু পুত্র ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্যই আমার একটু জীবনে মায়া, নতুবা এ জীবনে আর সুখ নেই, একটা যা হয় কিছু হয়ে গেলেই নিষ্কৃতি পাই, তিনি মরণকালে তাঁর বুড়ো মাকে দেখিয়ে বলে গ্যাছেন, আমার মা রইলো দেখো। এই সকল কারণে আমার বাঁচবার সাধ হয়, নতুবা তাঁর

কোথাও স্থান নেই, এমন দুর্ব্বহ জীবন না থাকাই মঙ্গল। আপনি মর্ত্তে দেবতার প্রতিনিধি সমান, বিচার আসনে বসেছেন আপনার অসীম ক্ষমতা, আমার শাশুড়ী ও শিশুপুত্রের ব্যবস্থা করে আমার শাস্তি বিধান করুন, এমন নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকেরই পক্ষে রাজদণ্ড ও মঙ্গল স্বরূপ, কারাবাসও একটা আশ্রয় এবং শত শত রাজ পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। সে দুষ্টের শাস্তি বিধানের স্থান, দুষ্টের অত্যাচারের স্থান নয়। আমার সেও নিরাপদ। আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি, আমি নীচ কুলভবা ও নিরাশ্রয়া, পতিহীনা হ'লেও আমার মন নীচ নয়। আমার দেশে আমায় সকলেই জানে, এখানে অপরিচিতা বিদেশিনী, এখানে আমায় কে চেনে, কে জানে? বীরভূম জেলায় আমার বাড়ী, আমি জমিদারের অত্যাচারে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি আর সে মুখো হ'বারও উপায় নেই নতুবা সেখান থেকে সাক্ষী জোগাড় করতুম। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে এঁদের বাড়ী ঢুকেছি এখন বোধ হয় এক কুড়ি তিন বৎসর বয়স হ'বে। এতদিন যে গ্রামে, যে ঘরে, যে পাড়ায় বাল্যকাল থেকে খেলা ধূলা করে বাস করেছি—সে স্থান আমার ও বৃন্দাবন সমান তীর্থ, দেব মন্দিরের ন্যায় পবিত্র ছিল, সেই স্থান আমার বিধির বিপাকে ত্যাগ করতে হ'য়েছে, মনে করেছিলাম সে মন্দির থেকে প্রতিমা বিসর্জ্জন হ'বার পর শূন্য মন্দিরে তাঁর ধ্যান, তাঁর স্মৃতি বুকে করে দিন কাটা'ব, কারণ শুনে'ছি যথায় বহুকাল দেব প্রতিষ্ঠা থাকে ও পূজা অর্চনা হয় তথায় তাঁহার কিছু মাহাত্ম থাকে ও দেবতাকে আকর্ষণ করবার শক্তি সে মাটীয় থাকে, সে মাটী তীর্থের ন্যায় পবিত্র থাকে, [illegible] কত যুগ যুগান্তর দেবতার লীলা অবসানের পর ও তথায় [illegible] স্থান রূপে অভিহিত থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হওয়ার কত [illegible] পরেও এখনও তথাকার ধূলিকণা তুলে লোকে শিরে

নিয়ে মস্তক পবিত্র মনে করে, কত মহাপুরুষ ও দেবতার পবিত্র পদরেণু, রক্ত মাংস ঐ ময়দানের ধুলার মধ্যে মিশ্রিত আছে, আমার সেই বিশ্বাসে কুঁড়েখানা আশ্রয় করে' পড়েছিলাম কিন্তু তা আমার ভাগ্যে ঘটলো না।

সা—কেন ?

বউ—জমিদারের কদর্য অনুরোধ ও বল প্রকাশের ভয়ে আর থাক্‌তে পারলাম না, রাত্রে বৃদ্ধার হাত ধরে আর শিশুটী কোলে করে পালিয়ে এসেছি।

সা—এত জ্ঞানের কথা ও উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় নম্র ব্যবহার শিখলে কোথায় ?

বউ—বাবা, আমি বাল্যকাল থেকেই মহৎ লোকের আশ্রয়ে থাকতাম, তাঁহাদের গল্প শুনতে ভালবাসতাম, তাঁহাদের আচার ব্যবহার—আমার ভাল লাগ্‌তো এমন কি তাঁদের বাড়ীতেই সর্ব্বক্ষণ পড়ে থাক্‌তাম তাঁরাও আমাদের রীত চরিত্রের উপর সকলেই সদয় ছিলেন এবং আমাদের সপরিবারকে ভালবাসতেন্, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতাম, তাঁদের কাছে কিছু কিছু পড়'তেও শিখিছি, আমার আগ্রহ ও চেষ্টা দেখে তাঁরাও যত্ন করে পড়াতেন, তাঁদের পুরান বই, ভাঙ্গা সেলেট পেনসিল খাতা প্রভৃতি দিতেন। আমি তাঁদের খেলা ঘরের ঝি হতাম, কখনও তাঁরা স্কুল করে মাষ্টার হতেন, আমরা কতক কতক জন ছাত্রী হতাম, আবার পড়া বল্‌তে না পারে সময় সময় মার খেতাম, আর আমরা ছোট জাত, [illegible] জায়গায় যাওয়ার বাঁধা নেই। শাশুড়ী সাজিয়ে গুজিয়ে গান, [illegible] বক্তৃতা রামায়ণ, ভাগবত পাঠ যেখানে হবে শুনতেন, নিয়ে যেতেন। বাবা কত সুখে সেদিন কেটেছে, সে এখন স্বপ্ন সুখ মত হয়েছে।

সা—মহৎ লোকটি কে ?

বউ—বাবা, তাঁরা আমাদের মুনিব ছিলেন, তাঁদের বাড়ীতেই আমরা এক রকম প্রতিপালন হয়েছি। অদৃষ্টক্রমে তাঁরাও এখন দেশ ছাড়া, তাঁরা খুব জানেন, তাই বলে দেশের ঠাকুর।

সা—সে জায়গায় তুমি থাকৃতে চাও ?

বউ—আমার শাশুড়ীর আর ইচ্ছা নেই, তিনি বলেন, সবাইকে গঙ্গায় দিলাম এখন আপনিও জীবনের শেষ কয়টা দিন গঙ্গাতীরে বাস করে গঙ্গার মধ্যে হাড় ক'খানা গেলে বাঁচি। তবে আমার ইচ্ছা করে, কিন্তু যাবার উপায় নেই।

সা—যদি উপায় হয়।

বউ—তাহ'লে কেন যা'ব না, বাবা ? এ অপরিচিত স্থানে কেউ চেনে না, কেউ জানে না, সাপক্ষে একটা সাক্ষ্য অবধি কেউ দেয় না। এখানে কি সুখে আছি ? আমি বিদেশিনী, আমার অন্য সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু নেই, আমি সম্পূর্ণ আপনার দয়ার ভিখারী, এ হতভাগিনীর প্রতি যদি আপনার কৃপাদৃষ্টি প'ড়ে থাকে, আপনি যদি দয়া করে আমাদের ব্যবস্থা করে দেন তাহা আমরা মাথা পে'তে নিতে বাধ্য। বাবা, আপনি বিচার আসনে বসেছেন, আপনি মর্ত্তের দেবতা স্বরূপ, ঈশ্বর স্বর্গে বিচার করেন, আপনাকে মর্ত্তের বিচার জন্য প্রেরণ করেছেন, আপনি শাস্তি দেবেন তাও মাথায় পে'তে ল'ব, দয়া কল্লেও তাত হাত পেতে লব, আপনি দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, কাঙ্গালের পিতা, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি সুবিচারক, আপনাকে বেশী আমি আর কি বলব ?

তারপর সাহেব নিধের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় অকপটে আমূল বৃত্তান্ত সাহেবের কাছে বিবৃত করে বল্লে "বাবা সতীত্ব রক্ষা ও আত্ম-রক্ষার্থে আমি এই আকস্মিক কাজ করেছি, কোন কুমতলব আমার ছিল না। হঠাৎ বিপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় এ কাজ আমার দ্বারা হয়ে গেছে, এখন আপনার বিচারে যা হয় করুন।

পার্থিব সুখভোগ আমার কপালে ঘটল না, পরলোকে চিরস্থায়ী অপার্থিব সুখ লাভের জন্য যতটুকু পারি সাধনা করে এখন জীবন যাপন করতে চেষ্টা করি, দেখি ঈশ্বরের দয়া হয় কি না ? এ জন্মেতো কোন সুখ ভোগের আশা নেই, মনুষ্য জন্মটা বৃথায় কাটল, একে নীচ ঘরে জন্মেছি তার উপর নানা আপদ বিপদ, নানা কষ্ট, দারিদ্র দুঃখে প্রপীড়িত নানা ঝঞ্ঝায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্চি, ভালকাজ কখনও করিনি, ঈশ্বরের নামটা যে করব তারও সময় পাই না, মনস্থির নেই, তারও নানাবিঘ্ন পদে পদে। তবে স্বামীর আশীর্ব্বাদে সব সময়ই এক রকমে পরিত্রাণ পাচ্ছি, তিনি মৃত নন, তিনি আমার অন্তরে সদা সর্ব্বদাই জাগ্রত রয়েছেন, সর্ব্বদা মনে হয় পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে আমায় রক্ষা করছেন, আমি লোক চক্ষে বিধবা, কিন্তু অন্তরদৃষ্টে নই। তিনি দূরে নন, তিনি কাছে, তিনি অন্তরে, এই বলে পেমার বউ মনের আবেগে চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে সাহেবকে অভিবাদন করে নেবে গ্যাল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বুঝতে পারলেন পুলিস সত্য ঘটনা চাপা দিয়ে কিছু ঘুস দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে গুরুতর আঘাতের চার্জ্জে আসামীকে চালান দিয়েছে। তিনি আসামীকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী সাব্যস্থ করে তাকে একেবারে খালাস দিলেন। নিধেকে সকলের সমক্ষে আদালতে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। আর তার আচরণের উপর দৃষ্টি রাখ্‌তে পুলিসের উপর আদেশ রইল ও পুলিশের খাতায় তার নাম উঠলো—

নিধে ব্যাটা রাগে গর্‌ গর্‌ করে আপন মনে বাহিরে গিয়ে করতে লাগল "বাবা আমি ত সুন্দরী অল্প বয়সী 'তিলোক' [illegible] আমার প্রতি এমন কড়া বিচার হ'বে না তো কি ? মাথা [illegible] আমার, যে ফাটিয়ে দিলে সে খালাস পেলে আর আমার [illegible]

খাতায় নাম উঠলো, আমিই ভৎর্সনা খেলাম। ও বেটী কি যাদু জানে, সাহেবকে কি করেছে। বাবা, সাহেবের সঙ্গে কি কথা, কি যে বক্তৃতে লাগিয়ে দিলে গো, আমি দেখে অবাক্, ভাল মেয়েদের কি আবার আদালতে বাক্ স্বরে না কি ? ও ভারি সতী সেজেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভগবান ধ্বংসকারী ও দণ্ডধারী যমরাজকে সাবিত্রী যেমন জ্ঞানের কথার দ্বারা ভুলিয়ে সকার্য্য সাধন করেছিলেন, মর্ত্ত্যের বিচারকদের মধ্যে যিনি একজন দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী, সেই বিচারপতি এই হীন জাতি রমণীর শিক্ষা ও জ্ঞানের এবং পাতিব্রত্যের সমাদর দেখে স্তম্ভিত ও সন্তুষ্ট হ'লেন এবং যাহাতে তাহার শ্রেষ্ঠতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় আর উপকার হয়, এবং ইহার দৃষ্টান্তে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মনে পবিত্রতার অঙ্কুর ফোটে সেটার বিষয়ও সকলের সামনে কিছু বক্তৃতা দিলেন। আর বল্লেন "নীচ হোক্ আর উচ্চ হোক্ যে স্ত্রীলোক নিজের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলের সাহায্য চাইবে তার প্রতি সকলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং যে যা সাহায্য প্রার্থী তাকে সেরূপ সাহায্য করার উচিত। ইহাতে অনেক নীচ শ্রেণীর নারীদের মধ্যে কারো কারো প্রাণে পবিত্রতার অঙ্কুর সামান্যভাবে দেখা দিলেও কিছু কিছু লোকের উপকার হওয়ার সম্ভব। অনর্থক বিবাহ নাম দিয়ে কতক গুলি নীচ শ্রেণীর মধ্যে পুত্র কন্যার উৎপন্ন নিবারণ হ'তে পারে। [illegible] হয়ে সন্তান সন্ততির সংখ্যা অনর্থক বৃদ্ধির জন্য দেশে দরিদ্রতার [illegible] [illegible], কারণ অভাব বৃদ্ধি হওয়ায়, প্রবৃত্তি নীচগামী হয়ে চৌর্য্য

কলহ হিংসা দ্বেষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানা অশান্তি দেশে প্রবেশ করেছে, নীচকে নীচের দিকে ও উচ্চকে অনেক সময় নীচের দিকে কলুষিতের স্রোতে নাবিয়ে নিয়ে কালের গতি যেতে চায়। 'সকল দেশের সেরা' শান্তিময়ী 'এমন সোনার দেশ' আমাদের এই যে—জন্মভূমির হীনতা দীনতায় ক্রমশঃ শান্তি হরণ করছে, পবিত্রতা হরণ করছে। এই মাতৃভূমি যদি কণামাত্র শান্তি লাভ করে তাহাও আমাদের করা উচিত। আরো একটা কথা এই যে নীচ নারীকে রক্ষা করে সর্ব্বসাধারণকে জ্বলন্ত প্রমাণ দেখান আবশ্যক, এই নীচ নারী কত আপদে, বিপদে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নিরাশ্রয় অবস্থায় কেমন পবিত্রতা বজায় রেখে চলে'ছে, ঈশ্বর ও তাকে রক্ষে করেছেন সকল সময়ই। সকলেই দেখুন শুনুন এবং যাঁরা উচ্চ, তাঁরা উচ্চ থেকে আরো উচ্চ হোন, পবিত্র থেকে আরো পবিত্র হউন, আমাদের বঙ্গ নারীর চির আদর্শ চিরদিন বজায় থাকে ইহাই আমার ইচ্ছা, ইহাই আমাদের দেশের গৌরব। আমি বিলেত গেলেও বঙ্গনারীর ছেলে, দেশের গৌরব যাহাতে বজায় থাকে সেদিকে চেষ্টা ও লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আমি ওদের উপকার অর্থে উঠে পড়ে লেগে একটা বিহিত করে দেবই এটা আমার খুব জেদ হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের শিক্ষা ও চৈতন্য হোক এ রকম উচ্চ স্বভাবের গুণে যে লোক সমাজে কত সমাদর লাভ করে এবং বিচারালয়ে ও জয়ী হলো। দরিদ্র কুটীরে যে উচ্চ গুণের আদর্শ সময় সময় দেখা যায় সেটী দেশে ও সমাজে তাহার আদর হওয়া উচিত। পরে সাহেব বুড়িদের দিকে দৃষ্টি করে বল্লেন—"তোমরা আমার কুঠীতে যাও। আমি [illegible] তোমাদের একটা সুব্যবস্থা করে দেব। আমার বাগানের [illegible] অনেক বাজে ঘর আছে, তোমাদের কোন ব্যবস্থা না হওয়া [illegible] অনায়াসে থাকতে পার। তথায় কোন প্রকার

তারপর সাহেব সর্ব্ব সমক্ষে নিম্নলিখিত বক্তৃতা কল্লেন "এই দরিদ্র নীচ বিধবার একটা স্থান সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ফলদাতা বিশ্বনিয়ন্তাই আপাততঃ করে দিলেন। যিনি ভাসান তিনিই তুলেন, যিনি ভাঙ্গেন তিনিই গড়েন! যথার্থই পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যেই কষ্টভোগ করুক সেই সময় স্থৈর্য্য ধৈর্য্যপূর্ব্বক চলে গেলে, কোন দিকে পদস্খলন না হলে তাঁর দেওয়া তুঃখ অবিচলিত ভাবে তাঁরই দেওয়া প্রাণে নীরবে সহ্য কল্লে অবশ্য তাঁর দয়া হবেই। মানুষকে বিনয়, ভক্তি কল্লে প্রাণ ভরে ভালবাসলে মানুষের জন্য মানুষ কাঁদলে, মানুষের জন্য মানুষ উপকার কল্লে, মনুষের হ'য়ে মানুষ তুটো কথা বল্লে, মানুষকে মানুষ একবেলা স্থান দিলে মানুষের মন টলে, আর ভগবান যিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজীবে সমভাব, সর্ব্ব গুণের আধার, সর্ব্ব জ্ঞানের আধার, দয়ার সাগর, পরম পবিত্র, পরম সুন্দর, সুন্দর অপেক্ষা সুন্দর, অতুলনীয়, মধুময়, শান্তিময়, অজয়, অমর, অক্ষয়, সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা। জীবের জন্য হাসেন, জীবের জন্য কাঁদেন, জীবের মধ্যে থাকেন, জীবের উপকারে জন্মান, জীব শিক্ষার জন্য লীলা করেন। যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি আলো, যিনি তেজ, যিনি বায়ু যিনি জল, যিনি অগ্নি, যিনি সূর্য্য যিনি চন্দ্র, যিনি দয়া, যিনি মায়া, যিনি স্নেহ, যিনি শ্রদ্ধা, যিনি ভক্তি, যিনি পাপ, যিনি পুণ্য, যিনি সত্য, যিনি মিথ্যা, যিনি বিদ্যা, যিনি অবিদ্যা, যিনি জন্মমৃত্যুর অধীশ্বর, যিনি চিন্তন, যিনি পুত্র, কন্যা, স্বামী, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে থেকে হৃদয়কে অংশরূপে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছেন। তাদেরই মায়াজালে ফেলে মোহ প্রাপ্ত করে আবার ক্ষণে ক্ষণে তামাসা দেখছেন, পুতুল খেলার মত খেলাচ্ছেন, সন্দেহ দোলায়, [illegible] একটু মজা দেখে পুতুল খেলা সাঙ্গ করছেন। যিনি কোমল, যিনি কঠিন, যিনি কোমল কঠিন, যিনি কোমল অপেক্ষাও কোমল যিনি আশুতোষ, যিনি দয়াময়, যিনি পতিতপাবন, যিনি দীনবন্ধু যিনি

অনাথের নাথ, যাঁর ছেলে মেয়ে আমরা, তাঁর চরণে অপরাধ কল্লে, আমরা কষ্ট পেলে, তাঁর শরণ নিলে তাঁর মন কি গলবে না? মা বাপে কি ছেলের অপরাধ ক্ষমা করেন না?

বিধবা যদি সত্যই আপন ব্রত পালন করতে পারে সে নিশ্চয় দেবী পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র, নীচ হ'লেও উচ্চ।

অস্পৃশ্য হ'লেও স্পৃশ্য ও পবিত্র, অশুচী হ'লে শুচী, মন যার অশুচী, তার বাহিরের শুচী অশুচীতে কিছু যায় আসে না। পানকৌড়ী ও মাছ জলের মধ্যে থাকে, বাদুড় ফল খেয়ে গাছের ডালে থাকে, তাদের শুচী ও ভগবান সেবী বলে না।

আমাদের হিন্দু বিধবার কষ্ট প্রকৃত কষ্ট নয়। সে কীর্ত্তি, সে দুঃখ, সে দয়া, তাঁরা জগতের অনেক কার্য্যে, অনেক উপকারে আসে, তাঁদের বাধা বিঘ্ন হীন জীবনে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন। শাস্ত্রকারকরা বৈধব্যের কঠোর ব্যবস্থা দিয়েছেন, এটা অবশ্য মনে হয় শাস্তি, কিন্তু এটা শাস্তি নয়, শান্তি, এটা তার গুণের প্রকাশ, পবিত্রতার প্রকাশ, সহ্য গুণের আদর্শ, ভগবানের সেটা দেখান মাত্র। কতটা সহ্য করতে পারে জগৎকে শেখা'তে পারে, দৃষ্টান্ত দেখা'তে পারে, নিজে না কল্লে—লোক কে কি শেখাবে? গৌরাঙ্গ নিজে গৃহ সুখ, ঐশর্য্য সুখ সব ত্যাগ করে ধূলায় পড়ে জগতের শিক্ষার জন্য প্রেম, ভক্তি, বিতরণ জন্য নিজে কষ্ট করেছিলেন, তাঁর নাম, তাঁর কীর্ত্তি, অমর হ'য়ে রয়েছে,—তাঁর চরিত্র গঠিত হইতেছে, মহৎকেই ভগবান কষ্ট দেন। মহৎ কাজ করবার ধৈর্য্য চাই, আদর্শ হ'তে হলে সহিষ্ণুতা চাই, কষ্ট সহ্য না কল্লে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাবে কি করে? আদর্শ হ'তে হলে, মহৎ হ'লে, কীর্ত্তি রাখতে হলে, কাজ করা চাই, ত্যাগ চাই, নতুবা পরীক্ষা কি হ'লো, বিলাসের ভিতর, [illegible] ভিতর নিজে সেবা নিয়ে কি সেবাব্রত নাম হ'তে পারে? পি; [illegible] [illegible]

প্রভৃতি আদর্শ মহোদয়গণ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়ে লোকের সেবা করে লোকের উপকার করেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, মানুষকেই ভগবান নানা ঝঞ্ঝায় ফেলে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা করেন, মানুষকেই মানুষ গড়েন, পশুকে নয়। মানব চরিত্র কষ্ট না ভোগ কল্লে পর গুণের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, স্বভাবরূপ পুষ্প ভাল বিকশিত হয় না। পৃথক পৃথক মানুষকে পৃথক পৃথক ভাবে গড়বার জন্য, পৃথক গুণের প্রকাশের জন্য নানা জনকে নানাবিধ ঝঞ্ঝায় ফেলে নানা আদর্শ কীর্ত্তি অমর রাখার উদ্দেশ্যই ভগবানের প্রধান বলেই আমার মনে হয়. তবে তৎসঙ্গে স্বকর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্মফলও থাকে।” আমার মনে হচ্ছে পেমার বউকে ভগবানের পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার তাই দেখতে পাচ্ছি। কতবার বিপদে পড়ছে, পরীক্ষা হচ্ছে, জয়ী হচ্ছে, এই দেখছি ওর যশঃ চিরগাঁথা হয়ে থাকছে, ইহা কি ভগবানের উদ্দেশ্য নয় ?”

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরতারণ বাবুর ১৯ বৎসর বয়সে একটি সাত বৎসরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। এখন শুন্‌লে একটু অবাক্ হবার কথা, কারণ আধুনিক যুগে বিবাহ রীতি একবারে বদ্‌লে গ্যাছে কিন্তু এ বিবাহটা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা; তখন ঐ ধরণের বিবাহের প্রচলন ছিল, গৌরী দান, গঙ্গা দান, পৃথিবী দান, কন্যা দান প্রভৃতি কন্যার বয়সে পার্থক্যের সঙ্গে ফলের পার্থক্য ছিল, ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাকাল ছিল, এর ঊর্দ্ধে বয়স কন্যার উঠলেই অরক্ষণীয়া কন্যা নামে অভিহিতা হ'তো। আত্মীয় স্বজন নিন্দা করতো এমন কি কন্যার পিতার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়েছে বলে অনেকে সে বাড়ীতে জলগ্রহণ করাও দোষ মনে করতেন। বড় মেয়ে বিবাহ হ'লেও কন্যার শ্বশুরালয়েও অনেক লাঞ্ছনা হ'তো।

যাই হোক, হরতারণ বাবুর পিতা, রামতারণ বাবু এই মেয়ের সঙ্গে ইচ্ছাপূর্ব্বক পুত্রের বিবাহ দেন, কন্যা সুন্দরী নয় এবং দরিদ্র বিধবার কন্যা, জাতি কুল উচ্চ ও সৎ দেখে দরিদ্র বিধবার কন্যাদায় থেকে মুক্ত করা হয় এই ভেবে তিনি ঐখানে পুত্রের বিবাহ দেন, ছেলের চেহারা বেশ সুন্দর এবং বধুর সঙ্গে বয়সের অনেক পার্থক্য থাকা সত্বেও, অনেকের অমতে এবং গিন্নীর অনিচ্ছায় এই বিবাহ হয়

গিন্নীকে বোঝা'লেন—"অনাথ কন্যাদায় থেকে অনাথা বিধবাকে মুক্ত করা অপেক্ষা দান, যজ্ঞ, তপঃ ব্রত কিছু বড় নয়, কন্যাদায়ের তুল্য দায় নেই, এ দায় থেকে তাকে উদ্ধার কল্লে তোমার যশঃ চিরদিন ঘোষণা করবে, বিশেষতঃ জানত আমাদের কুলীনের ঘরে বিয়ে বাধে না, না পছন্দ হয় পরে যা হয় দেখা যা'বে।" এখন এই বলে গিন্নীকে স্তোক বাক্য দিলেন, গিন্নী এই ভবিষ্যতের আশায় এবং উপস্থিত যশোলাভের জন্য পুত্রের বিবাহে মত দান করেন।

যথা দিনে খুব সমারোহের সহিত জমিদার পুত্রের বিবাহ হ'য়ে গে'ল। বউ কারো পছন্দ হ'লো না। পল্লীগ্রামে নিন্দা জটলাটীর খুব বেশী সুবিধা। হাটে, ঘাটে, পথে, পাড়ায় একটা মস্ত সাড়া পড়ে গ্যাল যে রামতারণ বাবুর এমন কার্ত্তিকের মত ছেলে, তার কপালে একটি পেত্নী জুটলো! আর কি ক'নে খুজে পে'লে না, কেউ বলে দাঁড় কাক, কেউ বলে রামছাগল, কেউ বলে ঘোমটার কাপড়ের ভিতর এক ভালুক, কেউ বলে চেলীর কাপড় গহনাতে ঢাকা যেন মা কালী এসে না'বলো, কেউ বলে দেখিস ঐ মা-কালীকে এর পর শিবের মত সুন্দর ছেলে বুক পে'তে দেবে, কেউ বলে বড় লোকের বউ সেজে গুজে উপরে বিবির মত বসে আছে, রাত দিন দাসী চাকরিনীতে সেবা করছে তাতেই ঐরূপ! যেন সেওড়া গাছ থেকে নে'বে এসেছে, আমরা যদি এত সুখে ভোগে থাকতাম আমাদের রূপ দেখে কে? এখনও যা আছে ওর চেয়ে ঢের ভাল। কেউ বলে বড় লোকের ছেলে, তার আদুরে, এবং খুব সৌখিন, ওর বোধ হয় পছন্দ হ'বে না। কেউ বলে রেখে দে—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর।" কালো কুৎসিতের ভাগ্যে বেশী সুখ হয়। বাবা তাহ'লে দেখুন এই নিরীহ বালিকা কনেটি কারো কিছু অনিষ্ট করেনি আর তার স্বামীকে পদতলে রাখা সাব্যস্থ হ'লেও সে বয়সও এখন তার

বহুদূরে পড়ে আছে তবু সকলে কনের ভাবী সুখের হিংসায় নানা তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করে দিলেন, ধন্য আমাদের রমণী জাতির হিংসা শক্তি।

বধুর চেহারা যাই হোক প্রকৃত অপেক্ষা সমালোচনায় ক্রমশঃ নেবে গিয়ে কুৎসিতের মধ্যে বিশেষণের তৃতীয় স্থান অধিকার কল্লে।

পল্লীগ্রামে সেকালে বউ জীবনে বড় সমালোচনার মধ্যে পড়্‌তে হ'তো। সমালোচনা শুন্‌তে শুন্‌তে বউ জীবন বড় দুর্ব্বহ ও অস্থির হ'য়ে উঠতো, এর ফল চিরস্থায়ী অশান্তিকর হয়ে কোন কোন সংসারে বড়ই অনিষ্টপাতও হ'তো। কারন স্বভাবতই পুত্রের মাতা পিতা, পুত্র সম্বন্ধে একটু দাম্ভিক থাকেন, কলিতে এ সংক্রামক রোগটা অল্প বিস্তর সকলেরই শরীরে আছে, কারো বিকার আসে, কারো সামান্য ব্যাধিতেই কাটে তাহাতে তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু এর উপর যদি ক্রমাগত ইন্ধন কেহ যোগায় তাহাতে মন ক্রমশঃ টলে যায় ও বধূর দিকে বিদ্বেষ এসে প'ড়ে, মনে হয় তাইতো সকলে যখন বলছে তখন আমার ছেলের উপযুক্ত কিছুতেই তবে হয়নি। নতুবা লোকে বলবে কেন? কিন্তু কেহ নাচা'বার জন্য, কেহ তোষামোদ করে, কেহ অশান্তি ঘটাবার জন্য কেহ হিংসা করে যে বলে সেটা তখন ভুলে যান। শরিক বা জ্ঞাতি কিম্বা প্রতিবেশীর সঙ্গে অনেক কারণে অনেক বিষয় নিয়ে পরস্পর মনোমালিন্য ও প্রতিযোগিতার কারণ সময় সময় হয়ে থাকে। এজন্য অনেকের মৌখিক ভাব থাকলেও যে আন্তরিক সদ্ভাব থাকে ও তার সুখ সম্পদে পরস্পর যে আন্তরিক সন্তুষ্ট হন তা সকল সময় দেখা যায় না। তখন এটা স্থির মনে বোঝা উচিত যে যাদের মধ্যে একটু বিদ্বেষ ভাব চিরকাল হয়ে এসে থাকে, যারা তোমার ভালয় মন খুলে সন্তুষ্ট হন নি বা প্রাণ খুলে তোমাকে ভাল বলতেও মুখে কতকটা আটকে গ্যাছে এমন লোক যে তোমার বধু

প্রকৃত ভাল হলেও তার কিছু খুঁৎ ধরত না সেটা বোঝা ভুল। কাজেই পাঁচজনের কথায় নির্ভর করে বা নেচে উঠে ঘরে অশান্তিকে নিমন্ত্রণ করা কারো উচিত নয়। কারো কথায় কর্ণপাত না করে যেমন সংসারের অন্য অশান্তি দুঃখ নীরবে সহ্য করে যাও তেমনি বধূ খারাপ হওয়া যদি প্রকৃত একটা দুঃখের মধ্যে গন্য করো সেটাও সেই ভাবেই সয়ে যাওয়া উচিত [illegible] মনে করি। আর এটা সকল কর্তা গিন্নীর মনে করে অচল থাকা উচিত যে আমার বধূ, জামাই খারাপ হ'লে অন্যের ক্ষতি কি? আমার ক্ষতি হতে পারে, বউ খারাপ হলে ছেলের ও জামাই খারাপ হলে মেয়ের ক্ষতি হতে পারে, অপরের কি? আমাদের জন্য মনে প্রাণে যথার্থ ব্যথিত কিম্বা দুঃখ বাড়া'র জন্য বলে? আরো একটা কথা এই যে আমাদের বধূর নিন্দা লোকে করে টলে যাই, ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে কিছু অপ্রীতিকর কথা বল্লে চটে যাই তা'হলেই বোধ হয় বধূর বেলায় এমন ভাবান্তর হবার কারণ যে ভাঙ্গা জিনিষই ভাঙ্গে, আস্ত জিনিষ সহজে ভাঙ্গে না।

যাই হোক্ এখনকার কালে এমন অতৃপ্তিকর ও অমূলক আলোচনা অনেক উঠে গ্যাছে, অবশ্য সহরে বরাবরই কম ছিল, এখন বাহিরেও সমাজের অনেকটা উন্নতি সাধন করছে, ইহা প্রার্থনীয় ও শান্তিপ্রদ, এর পর সমাজের ধারা আরো বদলাবে আশা করা যায়, তাহা হিতকর, কারণ গত অনুশোচনায় সমুদ্র মন্থনের ন্যায় গরল উৎপন্ন ছাড়া কোন ফল হয় না। এ-অমৃত বর্ধনের জন্য নারী জাতিই দায়ী, তাঁদের শিক্ষার উন্নতির দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাই হোক, একেই গিন্নীর বউ তত মনের মত হয়নি, তার ওপর এই সব সমালোচনায় বধূর প্রতি তাঁর সে রকম চিত্ত আকর্ষণ হ'লো না। মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে ছেলের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেবার কথা তোলেন এবং তাঁর পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেন। কর্ত্তা বলেন—"আহা! গরীবের মেয়েটি এনেচি, ওর একটা শত্রু এনে দেব? ওর তো কিছু দোষ দেখি না, তবে রূপের জন্য তো ও দায়ী নয়।"

গিন্নী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বল্লেন, "তুমি তবে আমায় মিথ্যা আশা দিয়েছিলে কেন? এতে কি তোমার ভাল হবে? স্ত্রীকে ঠকান? তুমি কম নও। আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী, পতি, পত্নী এক আত্মা, এই কি তার পরিচয়? কর্ত্তা একটু হেসে, গিন্নীর গর্জ্জনের পর কর্ত্তা বর্ষার শীতল ধারা বর্ষণ করে বল্লেন "আরে গিন্নি। রাগ কর কেন? তুমিত অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী, এক যুগ, এক আত্মা, বটেই, তোমার মোহে আমি ত মুগ্ধ হয়ে সেই ত রয়েছি, তা না হ'লে এত কথা আর কাকে বলতে পার? তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন আমার সব মিষ্টি লাগে, মনে করি অধিক গর্জ্জন হ'লেই বর্ষণ অলঙ্ঘনীয়। বর্ষালেই প্রকৃতি দেবী একেবারে শান্ত শীতলতাব ধারণ করবেন। এইটাই বিধাতার নিয়ম। আর তুমি যখন ক্ষণ, লম্ফ করতে করতে আমার কাছে এসো, তখন কত সুন্দর দেখি এবং প্রাণে কত সুখ পাই ও মনে পড়ে, এ অধিকার তো সকল স্ত্রীলোকেরই স্বামীর প্রতি আছে, তার মধ্যে ঐ কুৎসিৎ বউটাকে ও মনে পড়ে যায় বুঝলে।"

গি—এ্যা ও বুড়ো ও তিন দিনের বউ, ওতে আমাতে তুলনা? আমাকে কত রকম সহ্য করতে হয়। কত জ্বল্‌তে হয়, কত দেখ্‌তে হয়, আমার রাগ ও রাগে তুলনা? আমার ভালবাসা আর ভালবাসায় তুলনা? তুমি তো বেশ বল্লে?

ক—কে বলে তোমার ভালবাসা আর ও ভালবাসা সমান। তবে স্বামীর প্রতি ভবিষ্যতের দাবী সমান।

গি—তোমার মনে শেষ এই ছিল? মিথ্যা আশা তা'হলে দিয়েছিলে কেন?

ক—না, না, তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, ক্রমশঃ স্নেহেতে বন্দী হয়েছি আর আমার মেয়ে তারাকে সেই সঙ্গে মনে প'ড়ে যায়, আর দেখ গিন্নি রাগ কোরো না, ভাল কথাই বলি শোন, যদি গরীবের উপকারই কল্লে, ভাল করেই কর, একটা সতীন করে দিয়ে আর উপকার করা কি হবে? আর এতে যে শুধু ও ভুগ্‌বে তা নয়, এ অশান্তি সকলকেই ভোগ করতে হ'বে।

হরতারণ বাবুর বিয়ের পর কর্ত্তা গিন্নীর রাগারাগিটা একটু বেড়ে ছিল, ছেলের বিয়ে নিয়ে প্রায় এমনি চল্‌তো।

বউ ঘরে এসে, সদাই ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, খেলা করে, হাসে, দৌড়োয়, ঝি রাঁধুনীর কোলে বসে, গল্প শোনে, বামুন ঠাকুরাণীর কাছে বসে রান্না দেখে, আবার বলে ঠানদি, একটা গল্প করনা, আবার সন্ধ্যা হলেই ভূতের ভয়, হয় তখন ঝি রাঁধুনীর আঁচল ধ'রে ধ'রে বেড়ায়, কখনও শাশুড়ীর আঁচল ধ'রে বলে "মা আমার ভয় করছে, তোমায় ছাড়ব না" ব'লে শাশুড়ীর কখনও গলা জড়িয়ে ধরে, কখনও আঁচল ধরে। শাশুড়ী কখনও বলেন "এখন আমি ব্যস্ত, সন্ধ্যা বন্দনা করব এখন ক্ষেন্তির মার (বউর জন্য যে ঝি নিযুক্ত) কাছে যাও," আবার কখনও বা কাজের ভিড় যখন বেশী হয় তখন বলেন "এখন যাও বাছা,

রাত্ দিন জড়ান ভাল লাগে না।” আবার কখনও বেশ নরম হয়ে একটু কাছে নিয়ে বসেন। হাজার হোক, সন্তানের জননী, আর এই সরলা বালিকা তিরস্কার ও নিন্দার ধার তত ধারে না, যখন বকুনী খায় বা কোন অপ্রিয় ভাষা শোনে খানিকক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদে, তার কিছু পরে আবার সব ভুলে গিয়ে ছুটে এসে শাশুড়ীর কোমর জড়িয়ে ধরে ও আব্দার বায়না করে। শ্বশুর বাড়ীর ভেতর এলেই ছুটে তাঁর কাছে যায়, খাটে বসে, পাকা চুল তোলে, নানা গল্প করে ও শোনে।

কর্ত্তা খাবার সময় পাত থেকে খাদ্য সামগ্রী তুলে বউয়ের হাতে দেন, বউ টপ্ করে খে'য়ে ফেলে, এ ছাড়া শ্বশুরের মুখের পান চিবন চে'য়ে খায়, গিন্নী দেখ্লে সময় সময় রেগে বলেন “বউকে এমন করে নো'লা বাড়ান, বেহায়া কন্যা, মজা টের পাবে, এর পর লজ্জা করতে পারবে না, খাওয়ার নিয়ম করতে পারবে না।” কর্ত্তা বলেন “না না তা হবে কেন? বড় হলে এমন করে মুখে তুলে দেব কেন, ওই বা খাবে কেন?” গিন্নী বলেন “যা হয় কর। আমার কথাতো থাক্‌বে না।”

বড় লোকের ঘর, বধূর অন্য কোন অসুবিধা ছিল না, তবে শাশুড়ী নিজে বিশেষ যত্ন যে কর্‌তেন তা নয়, দাসী চাকরাণীর উপর বধূর যত্ন ও তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তা'রা যা করে তাই। বউর কিন্তু তত পাকা বুদ্ধি ছিল না, সে নির্লজ্জ, বেহায়া, বকে' ঝকে, আবার কেন্নোর মত গায়ে জড়িয়ে ধরে। একে শাশুড়ী কিছুতে এড়াতে পারে না, ক্রমে গিন্নীর হৃদয়ের এক কোনে অনুমাত্র স্থান অধিকার করে, এমনি কর্‌তে কর্‌তে বিয়ের কথাটা এক রকম চাপা পড়ে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছে

বালিকা বধূর হরতারণ বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ হ'লো দেখ্‌লে মাথায় কাপড়টি দেয়, বামুনদি শিখিয়ে দিয়েছে "ছিঃ বর যে, আমাদের সকলের সামনে দেখ্‌লে মাথায় কাপড় দেবে নতুবা নিন্দে হ'বে। আর তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর উপস্থিত কালে বর এলে সেখান থেকে একেবারে সরে যাবে, আমরা ডাকলেও এসো না।" ইনি বহুকালের রাঁধুনী, হরতারণ বাবুকে এক রকম মানুষ করে'ছেন, গ্রাম সম্বন্ধে ঠান্‌দি হয়। গিন্নীকে মা ও কর্ত্তাকে কর্ত্তা বলতেন।

বউ রাঁধুনীর কথামতই চলে, হরতারণ বাবুকে কারো সামনে আসতে দেখলেই পালায়। নতুবা ১।০ হাত ঘোম্‌টা এমনি টানে যে পিট অবধি ঘোম্‌টা টানার চোটে বেরিয়ে পড়ে, তথাপি বউগিরির চাল ছাড়ে না, কলা বউ সেজে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন কর্ত্তা গিন্নী কাজ উপলক্ষে পথের সামনে দীর্ঘকাল বসে সুতরাং সে স্থানে হরতারণ বাবু এলে বধূ ঘর থেকে বেরুলেই দেখা যায়, সুতরাং বধূ একবারে সে মহল ছাড়া হয়েছে, নতুবা লোকে যে নিন্দা করবে। বরকে ইচ্ছা ক'রে দেখা দেয় বলবে যে, কাজেই সে দিন হরতারণ বাবু বক্তৃতার বাড়ী আসেন বউকে আর দেখতে পান না। চুপি চুপি ঠান্‌দিকে জিজ্ঞেস কল্লে—"কি গো ঠান্‌দি! তোমাদের সে বন্য পশুটি কই? তিনি কি একেবারেই বনের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন নাকি?"

ঠা—আ কর্ত্তা গিন্নী আছেন বলে সরে গ্যাছে।

হ—ওঃ লজ্জা! লজ্জায় খাতায় নাম উঠেছে। লজ্জাই রমনীর অলঙ্কার, কিন্তু এ অলঙ্কার দিয়ে, এ ভূষণ দিয়ে এ আবরণ দিয়ে দেহ রক্ষা করা এখন ঢের দেরি ঠান্‌দি।

ঠা—না, না, মেয়ে মানুষের বাড় কলাগাছের বাড়।

হ—হ্যাঁ বীরভূম জেলায় কলাগাছও ঠান্‌দি হলুদগাছ হয়ে যায়, কলাগাছেরও বাড় থাকে না। বাবা যে কি বুঝলেন, জানি না, ঐ পাকা চুল তুলবে আর ন্যাকা ন্যাকা ছেলে মানুষী কথা ক'বে, বাবা হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে খিড়কীর পুকুর ধারে আমটি, জামটি, কুলটি, শশাটি তুলে হাতে দেবেন আর ও দৌড়ে দৌড়ে বেড়া'বে, তাঁর ঐ দেখতেই পরম সুখ, কি বল ঠান্‌দি? ঐ কোমরে কাপড় বেঁধে ঝুম্‌রি ঝুম্‌রি চুল ঝুলছে আর ছুটে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন ঐ ক্ষেন্তির মায়ের ক্ষেন্তির মত দেখায়, বউয়ের মত কিছু দেখায় না।

ঠা—ছিঃ ঝিয়ের মেয়ের মত কেন হ'বে? এমন সময় গিন্নী আসতে অন্য কথা পেড়ে এক গ্ল্যাস জল খে'য়ে বাইরে গেলেন। এই রকম তাদের যুবক বালিকা মিলনে দাম্পত্য জীবন কাটতে লাগলো।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরতারণ বাবু জমিদারের একমাত্র দুলাল। বড় মানুষের আয়েশী পুত্র, বাইরে অনেক সময় বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদ, স্ফূর্ত্তি, গান, বাজনা, তাস, পাশা এই সব নিয়ে সময় কাটান। পড়া শুনায় তত মন ছিল না। মাষ্টার পণ্ডিত এসে এসে ফিরে যায়। আবার পড়ার সময়ও কোন ধমক্ দিবারও ক্ষমতা ছিল না। পড়াতো বল্‌তে পারতো না। আবার মাষ্টার পণ্ডিত একটু জোরে কথা কইলে গিন্নীর কাছে ছেলে অভিযোগ করতেন, গিন্নী ছেলের অভিযোগে একেবারে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্যা হয়ে দাসীর দ্বারা কড়া কথা বলে পাঠা'তেন। স্কুলেও তাই পড়া না পাল্লে মাষ্টার পণ্ডিত কিছু বল্লে ছেলে তো স্কুল যাওয়া বন্ধ করতো এবং মায়ের কাছে ও নানা কথা শিক্ষকের বিরুদ্ধে বলায় গিন্নী তাতেও ক্রুদ্ধ হয়ে পেয়াদা কি দরবান দ্বারা তলব পাঠাতেন এবং দ্বিতীয় দিন এ রকম যেন না হয় এমন হুকুম চালা'তেন। আবার ক্লাশে না উঠতে পাল্লেও শিক্ষকদের উপর নানা দোষারোপ করতেন। কামাই কল্লে জরিমানা করবার অধিকার ছিল না। এত বড় লোকের ছেলেকে জরিমানা করে অপমান করা, ক্লাশে না উঠতে পাল্লেও উঠিয়ে দিতে হবে। নতুবা ছেলে কান্নাকাটি করবে, ছেলের কান্নায় মা নিয়মের বহির্ভূত কাজ করতে মাষ্টারদের বলবেন, তাঁরা সে কাজ না কল্লে নানারূপ অবৈধ রাগ প্রকাশ করে মাষ্টারদের নানা কথা বলবেন। কর্ত্তা এ বিষয় কিছু গিন্নীকে বল্লে, গিন্নী কর্ত্তার প্রতি রেগে গিয়ে বল্‌তেন—তোমার ছেলেকে সামান্য অর্থ উপার্জ্জনকারী মাষ্টার অপমান কল্লে তোমার অপমান হয় না? নেই বা পাল্লে, তুমি তো সামান্য পাঠশালায় পড়েছ, তোমার দিন কা'ট্‌ছে না? ওতো তোমার চেয়ে

ঢের পড়েছে', ইংরাজী বাঙ্গালা পড়া হয়, কত ইংরাজী বলে, হাতে হাতে মুখে অঙ্ক বলে। তুমি তো ইংরাজী জান না আর সেই তালপাতায় তো বড় বড় দেব অক্ষর লিখ্‌তে, তোমার চলছে আর ওর চলবে না। ওতো আর চাকুরী করবে না, জমিদারের ছেলে এত কষ্ট করে লেখা পড়া শেখার দরকার? কর্ত্তা বলেন যা ভাল বোঝ তাই কর। এই রকম করে গিন্নী ছেলেকে মাইনরটাও পাশ করতে দিলেন না। ছেলে ক্লাশে উঠ্‌তে না পাল্লে গৃহ শিক্ষকের পড়া'বার দোষ হ'তো, শিক্ষকরা অনেক সময় এসে ছাত্রের দেখা পেতেন না, ব'সে ব'সে ঘরে ফিরে যেতেন। ছাত্র তখন পশুশালায় কিম্বা বাগানে কিম্বা ঘুড়ি উড়াচ্ছেন। কিম্বা কোনোও হুজুকে বেরিয়েছেন। ক্রমে শিক্ষকরাও দেখেন মিছি মিছি দোষের ভাগী হওয়া, তাঁরাও বিরক্ত হয়ে পড়ান ছেড়ে দিলেন, অন্য শিক্ষকও কেউ নিযুক্ত হ'তে চায় না। সুতরাং ছেলে একবারে মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়ে "বিলাসী দুলাল বাংলা বাবু" হয়ে উঠলেন।

ধনীর সন্তান, কোন চিন্তা ভাবনা নেই, নিষ্কর্ম্মা জীবন, ও অলসভাবে দিন কাটে, সংযত শিক্ষা কখনও হয়নি, যা আব্‌দার ধরেছেন তাই পেয়েছেন, কাজেই মনের গতি রুদ্ধ করবার ধৈর্য্য কখনও হয়নি, মনের হুইল যতদূর ছেড়েছে অবাধ গতিতে গভীর জলের মধ্যে ছুটে তলদেশে অবলীলায় খেলিয়ে বেড়িয়েছে, মাছ পেলেই হুইল [illegible] করেছে। নানাজাতি জলচরের সঙ্গে বেড়িয়েছে, এখন জলে মাছে হুইলে রঙ্গে জলের মধ্যে খেলাচ্ছে, মাছ হুইলকে গিলেছে, এ রকম হুইল টান্‌লেই ছিঁড়ে যাবে। মনের বাঁধন একবার খুলে [illegible] গেরো দেওয়া শক্ত, মনের কবাট একবার খুলে দিলে নানা রঙের দৃশ্যের ও বাতাসের স্বাদ পেলে সে কবাট বন্ধ করা দুঃসাধ্য। স্বভাবের গতি ও বেগমান নদীর গতি প্রায় সমান, নদীর স্রোত

অপ্রতিহত প্রভাবে ছুট্‌লে তার প্রতিরোধ পরে দুষ্কর। যে রোধ করতে যায় সেই তলিয়ে যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য জমিদার পুত্রের সুখের জীবনস্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে চল্লো। এ রকম অবস্থায় অনেক মধুমক্ষিকা জোটে। পরের পয়সায় বাবুগিরীটা, অন্য আমোদ ফর্ত্তি বেশ হয়ে যায়। মন্দ কি? কাজেই এ রকম আমোদের পোষকতায় ও সহকারী অনেক জোটে। অন্দরে খবর আসে, 'দাদাবাবু' নৌকাযোগে অন্য গ্রামে দোলের আমোদে যাবেন। আজ ও বাগানে বনভোজনে যা'বেন। কাল কল্‌কাতায় বড়দিনের স্ফূর্ত্তি করতে বন্ধু বান্ধব নিয়ে গিয়ে ছুটী কাটিয়ে এলেন। আষাঢ় মাসে রথের সময় হয়তো খড়দার মায়েশের রথে এক দল নিয়ে মেলায় আমোদ কর্‌তে ছুটতেন। এইরূপ একটি একটানা একটা হুজুগ পেলেই হ'লো। না পেলেও হুজুক খুঁজে নিতেন। 'দাদাবাবুর' দেখা ক্রমশঃ পাওয়া ভার হয়ে দাঁড়া'লো। গিন্নী মধ্যে মধ্যে অমত করতেন, ছেলে বুঝিয়ে দিতেন, "মা! লোকে না গেলে তারা এতটা রোজগার করে কি করে? মেলায় বা ভিড় হয় কি করে? পাঁচ দেশে থেকে পাঁচটী লোক যায়, পাঁচটী জিনিষ কেনে তাই ভিড় হয়। তাই দোকান পাট বসে। ব্যবসাদারের উপায় না হ'লে বা তারা মেলায় দোকান বসায় কেন? কল্‌কাতার থিয়েটার পার্টিরা প্রতি

রাত্রে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে, মানুষ না দেখ্‌লে তারা কি করে মা? আর ভদ্রলোক ও বড় লোকরাই দেখে মা, নতুবা ১৬৲ টাকা ৮৲ ৪৲ টাকা দিয়ে টিকিট কেনা কি মা গরীবের ক্ষমতা? পাঁচ জায়গায় যাওয়া, পাঁচটা দেখা মা বড় লোকেরই অঙ্গ, টাকা না থাকলে কোথা থেকে খরচ করবে বল। আর একঘেয়ে জীবনে সুখ থাকে না, একটু আমোদ কল্লে মন ও শরীর ভাল থাকে, সাহেবেরা এই রকম করে ব'লে তাদের শরীর সবল ও সুস্থকায়। সাহেবেরা এমন স্ফূর্ত্তিতে টাকা খরচ করাকে অপব্যয় বলে না।" গিন্নিও ঠিক বুঝে যান। এই রকম করে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের বাজে আমোদে দিন কাটিয়ে দেয়।

কর্ত্তা সময় সময় রাগ করেন, কিন্তু গিন্নী ছেলের কথাগুলি ঠিক অবিকল নকল করে কর্ত্তাকে বুঝিয়ে দেন। লেখা পড়ার বিষয়ও তাই, কর্ত্তা কিছু বল্লে গিন্নী বিরক্ত ভাবে যা বলেন পূর্ব্বে তা বলা হয়েছে। কর্ত্তা গিন্নীর বক্তৃতায় সময় সময় নীরব হ'তেন আবার কখনও বলতেন "যা ভাল বোঝ কর, এরপর টের পাবে।" কর্ত্তা গৃহে অনর্থক বিবাদের আশঙ্কায় প্রায়ই কথা বল্‌তেন না। তিনি এক রকম প্রকৃতির লোক, জমিদার হ'লেও নির্ব্বিবাদী খাঁটী এবং বৈষ্ণব ধরণের লোক ছিলেন। সরিকদের সঙ্গে অনর্থক প্রতিযোগ ও অনর্থক প্রজাদের ব্যাপার নিয়ে মাম্‌লা মোকদ্দমায় বৃথা সময় নষ্ট করা অর্থব্যয় করা বড় ভালবাসতেন না। গৃহের ব্যাপারও তাই, গিন্নী যা'তে সন্তোষ থাক্‌তেন তাঁর কোন বিষয় বাধা দেওয়া বা তাঁর সঙ্গে কোন রকম তর্ক বিতর্ক করা তাঁর স্বভাব ছিল না। তাঁর কাজ ছিল প্রজাদের সুবিধা অসুবিধা দেখা, গরীব প্রজাদের অভাব নিজে তত্ত্বাবধান ক'রে তার কাছ থেকে সময় খাজনা না নেওয়া এবং কর্ম্ম-চারীরা অর্থলোভে অন্যায় অত্যাচার না ক'রে তাদের কাছ থেকে

খাজনা আদায় না করে। এই বিষয় তার বেশী দৃষ্টি ছিল, নিজে সময় মাহালে গিয়ে কার কি কর্ত্তব্য জেনে এসে সাধ্যমত তাদের অভাব মেটাতেন। পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপ, দেব সেবা, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেন, কখনও তীর্থ যাত্রা, পার্ব্বনে গঙ্গাস্নানে যাওয়া এই প্রকারেই বৎসরার্দ্ধ কেটে' যে'তো। তা ছাড়া নিজেও খুব শুচী ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। সন্ধ্যা বন্দনা, জপ তপ, স্তব স্তুতিতেও দিবসার্দ্ধ অতিবাহিত হ'তো। কাজেই গিন্নীর নথ নাড়া দেবার সুযোগ কমই হ'তো। পিতা পুত্রের পরস্পর সাক্ষাৎও দুর্লভ ছিল। ক্রমে কর্ত্তা পরলোক গমন কল্লেন সুতরাং এবার পুত্রের বিঘ্নর পথ একেবারে বার আনা উন্মুক্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যাই হোক বালিকা বধূ উপযুক্তা বয়স প্রাপ্ত হ'য়ে বুঝ্লেন, তাঁর সুখময় ভাণ্ডার অপূর্ণ। প্রাণ যারে চায় তার অভাব দিনে দিনে. দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অনুভব করতে লাগ্লো। আগে যাকে দেখে ছুটে পালাতো এখন তার জন্ত প্রাণ লালায়িত, তার পদ ধ্বনি শোন্বার জন্য কান সদা খাড়া থাকে, তার স্বর শোন্‌বার জন্য মন উদ্‌গ্রীব। তার দর্শন লালসায় নয়ন যে সদাই বাসনা পূর্ণ ভাবে তার অন্বেষণ কর্‌ছে। নয়ন সদাই অতৃপ্ত, লোলুপ ও চঞ্চল। আহা! সেই তো সে দিনের ছেলে মানুষ মেয়ে, তার এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কেন? তবে কি সেই বিশ্বনয়ন্তার নিয়ম এই -তাই

দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি। ১৩

গীতা ২য় অঃ।

কোন দিন গিন্নী বল্‌তেন ওরে ক্ষেন্তির মা (ক্ষেন্তির মা বধূর কার্য্যে নিযুক্তা দাসী) আজ বউমাকে ছেলের ঘরে শুইয়ে আসিস, যতক্ষণ হরতারণ না আসে, বউ আগলে থাকিস, সে বাড়ীর মধ্যে এলে চলে আসিস। ক্ষেন্তির মা তাই করে, 'দাদাবাবু' ঘরে এলেন, ক্ষেন্তির মা উঠে এলো, বউ ঘুম ভেঙ্গে দেখে ক্ষেন্তির মা কাছে নেই তার পরিবর্ত্তে 'বর' শুয়ে, বউ অমনি লাফ দিয়ে এসেই বামনির বিছানায় আশ্রয়। সারা রাত্রি একা বিছানায় থেকে ভোর বেলা দাদাবাবু উঠে গেলেন, বাইরে যাবার সময় বামনিকে বলে গেলেন, "ঠান্‌দি ও ফার্স আর কেন? ওর চেয়ে দীঘির পাড়ে কাছারী বাড়ী বেশ শুয়ে থাকি, কি ঠাণ্ডা হাওয়া, খোলা বাড়ী, শরীর জুড়িয়ে যায়।"

এ সব খবর গিন্নীর কিছু রাখা অভ্যাস ছিল না, মাথাও কখনও ঘামা'তেন না। লোক জনের উপর ভার থাকতো, তারা যা করত তাই হ'তো। কোন দিন বামনি হয়ত বল্লে, "তোমার বউতো সারা রাত্রি আমার বিছানায় শুয়েছিল।" গিন্নী হয়তো একটু হেসে চুপ করলেন নয়ত বল্লেন 'তা হোক পরে হবে।" এই অবধি এর ব্যবস্থা।

যাই হোক, 'দাদাবাবুর' আড্ডা ক্রমশঃই চকদীঘির বাগান বাড়ীতে ঘনীভূত হ'য়ে দাঁড়া'ল· কোন দিন বাড়ী ভিতর আসেন, কোন দিন আসেন না, রাত্রে খবর আসে, 'দাদাবাবুর' এত রাত্রে এত দূর থেকে আস্‌তে আলস্য হচ্ছে, খাবার পাঠিয়ে দেবেন। মা তাই করেন।

বধূর কিন্তু সব পরিবর্ত্তন। আগে, যে বিছানা থেকে পালিয়ে আস্‌তো এখন সেই শয্যা শূন্য দেখে শূন্য প্রাণটা হা হা করে—এখন যেন সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা, কণ্টক শয্যা কিম্বা ভীষ্মের শর শয্যার সমান দাঁড়িয়েছে বিছানায় শুয়ে আশে পাশে বুকে পিঠে পাঁজরে বানের ফলার ন্যায় সেই কমল শয্যা বিদ্ধ করছে, বিছানার উত্তাপে শরীর দগ্ধ কর্‌ছে, নিশ্বাস যেন অগ্নি শিখার ন্যায় উষ্ণ ভাবে বহিতেছে, হৃদয় জলে পুড়ে শেষে যেন নিস্তেজ অবস্থা ধারণ করছে, নিরস নিভন্ত ভষ্মরাশি অগ্নি নির্ব্বানের পর যেমন প'ড়ে থাকে দগ্ধ হৃদয়ও সেইরূপ দুঃখানলে দগ্ধ হয়ে অবসাদ প্রাপ্ত বিশুদ্ধ নিস্তেজ হয়ে অনাদৃত ভাবে এক পাশে পড়ে থাকে। "দাদাবাবু" আজ আস্‌বে না! এটা যেন এ কথাটা বধূর কর্ণে সকলের অগ্রে মেঘমন্ত্রের ন্যায় প্রবেশ করে। বিদ্যুতের শব্দে মানুষ যেমন চম্‌কে উঠে, সমস্ত শিরা, অস্থি, মজ্জা, কাঁপিয়ে হৃদয় আন্দোলিত করে দিয়ে যায়, 'দাদাবাবু' আসবে না শব্দও বধূর পক্ষে সেই বজ্রধ্বনি স্বরূপ। বজ্রাগ্নির সক্ লাগ্‌লে মানুষ যেমন মোহ প্রাপ্ত হয়ে ক্ষণিক নিজেকে হারিয়ে ফেলে, বধূরও অবস্থা সময় সময় তাই হয়। কখনও বা অজস্র অশ্রুধারা কিছুতেই

বাধা মানে না। ঝর্ ঝর্ ক'রে ব'য়ে পড়ে, হৃদয়ের বেগ তখন অপ্রতিহত অশ্রুধারায় একবারে বালিশ ভিজে যায়। ক্ষেন্তির মা বিছানা তুল্‌তে গিয়ে বলে "বাবা বউদি কি ঘেমেছে, বালিশ ভিজে ঢোল হয়েছে"—এই বলে রোদে ফেলে দেয়। কিন্তু শীতকালে বালিশ ভিজে দেখে একদিন সন্দেহ হ'লো এবং বল্লে "বউদি, শীতে সবাই কেঁপে মর্‌চি এখন কেন বালিশ ভেজে? তুমি কি কাঁদ? বউ উত্তর দিলে "তুই থাম, যেন জ্যোতিষী এসেছেন, হাত গুণে দেখেছেন।" ক্ষেন্তির মা বল্লে তা যাই বল, আমি সব বুঝিছি, কাঁদবারই কথা। দাদাবাবু প্রায় দেখি বাগানে রাত্ কাটান। আমরা দাসী বাঁদী আর কি বলব?—বউ যেন শুন্‌তে পেলেনা এমনি ভাব দেখিয়ে চলে গ্যাল। এমনি করে ক্ষেন্তির মা ও বামুনঠাকুরুণের কাছে বউ ধরা প্রায় পড়্‌তো। কিন্তু মাছ ধরা দিত না, জাল কেটে' পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌তো। বউ মনের ব্যথা প্রকাশ কাউকে করতো না, সে সার বুঝেছিল এ জগতে ব্যথার ব্যথী মেলা ভার। মিথ্যা সহানুভূতি দেখিয়ে অনেক সময় প্রাণের কথা অনেকের বে'র করে নিয়ে তারপর চারিদিকে প্রচার করে আমোদ করে, নানাবিধ মতামত প্রকাশ করে, কেহ বা মূর্খতাবশতঃ ও ভাল করতে গিয়ে অনিষ্ট করে ফেলে। মূল কথা বিধাতা বৈমুখ হ'লে মানুষে বিশেষ কিছু কর্‌তে পারে না। এস্থলে প্রাণের ব্যথা ঢিল কাঁকরের মত চারিদিকে না ছড়ানই মঙ্গল, "ঈশ্বরের দেওয়া দুঃখ তাঁর দেওয়া প্রাণে বহন করাই শ্রেয়" তাঁর দেওয়া জিনিষের অভ্যন্তরে নিশ্চয় মূল্য থাকে। তা আমরা কি বুঝব? সে জিনিষের ধুলায় মত অনাদর করে ছড়া'তে নেই। তিনি যা দেন তাই কুড়িয়ে নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে রাখ। তাঁর দয়া পাবে। মাতা যদি অতিরিক্ত শাসন করেন আমরা নীরবে সহ্য করে তাঁরই অনুগত থাকি, তাঁর মন বেশী

নরম হয়ে তাঁর আবার সন্তানের জন্য দুঃখ হয় ও আকর্ষণ বাড়ে দেখা যায়। আবার অনেক সময় অনেক বাপ মার মুখে এ কথাও শোনা যায়, "অমুক আমার কিছু চাইতে জানে না, বল্‌তে জানে না। যা দিই তাই নেয়, ভালমন্দ বিচার নেই, ওকে তোমরা একটু দেখো শুনো বাপু।" তাই মনে হয় আমাদের সাক্ষাৎ মাতৃপিতৃ মূর্ত্তি দেখ্‌লে বা তাঁদের ব্যবহারে মনে হয় জগত পিতামাতার ঐরূপ মনের ভাব হয়।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাই হোক, বধূর যাতনায় বুক ফেটে যায় তবু মুখ বন্ধ, একেবারে মূকের ন্যায় বাহিকে নীরব কিন্তু অসহ্য অন্তঃর্জ্জালায় অহঃরহঃ হৃদয় দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে গিন্নী ভাব গতিক লক্ষ্য করে এবং ক্ষেন্তির মা ও বামুনঠাক্‌রুণের কাছেও শুনে বলেন, কেন এমন করা আবার কি? পুরুষ মানুষে কোথায় কি করেছে, তাঁর খোঁজ করা কেন? সব বাড়াবাড়ি। কত লোকের কত জ্বালা থাকে, কত ঘরে পাঁচ সাত সতীন থাকে, তার বেশীও হয়, কুলীনের ঘরে স্বামীর দেখা পালায়, মাসে সে একবার পে'লে তার খুব ভাগ্যি, আবার কত পুরুষের কত জোর থাকে, পরিবারের গায়ের গহনা কাকে দিয়ে আসে তার ঠিকানা নেই, কখন বিক্রয় ক'রে আমোদ করছে, স্ত্রীকে ধরে ধরে মারে, অশ্রাব্য কথা বলে গালি দেয়, আহা! ও পাড়ার ঐ ফণী মিত্রের স্ত্রীর কি কষ্ট। সব তো উড়িয়ে দিয়েছে, গলার মাদুলী পরা হারটা

ছিল, তাও সে দিন মেরে ধরে কেড়ে নিয়ে গ্যাছে। তা বউটির মুখে কথা নেই, সদাই হাস্যময়ী, কাউকে নিজের অশান্তির কথা জান্‌তে দেয় না, এমন সোনার প্রতিমা বউ, তার কখনও মনে ধরেনি। চিরকালই বাইরে বাইরে বেড়ায়, একবার ফিরে চেয়ে দেখেনি তবু সে বাড়ী এলে কত সেবা যত্ন করে। হাতে হাতে যোগায় তবু অনুষ্ঠানে ত্রুটী হলেই মার, এখন তো কিছু নেই, ছেলে গুলোর খাওয়ার অভাব তা বউ কাউকে জানতে দেয় না, আর সে এলে তার কিন্তু পঞ্চ ব্যঞ্জন চাই। মেয়ে মানুষের সব সইতে হয়, মেয়ে জন্মই সইবার জন্য। এত অধৈর্য্য হ'লে কি চলে ? কত জনের সুন্দরী বউ কাঁদ্‌চে তা তো আবার·········এসব কথা শুনে ঝি বামনি সব চুপ থাকে; কথার প্রত্যুত্তর কল্লে একেবারে চিরদিনের মত এত বড় লোকের বাড়ীর অন্ন উঠ্‌বে। বধূর কথা তারা কিছু বল্লে বলে. "তোরা ত খুব দরদী দেখ্‌চি।" বধূর ব্যথায় শাশুড়ীর সহানুভূতি এইরূপ। আর ছেলের চরিত্র সম্বন্ধে অন্য অসচ্চরিত্রের—লোকের সঙ্গে তুলনা ক'রে মনকে প্রবোধ দিতেন, তাদের চে'য়ে আমার ছেলে কত ভালো, কিন্তু যদি কোন সৎ লোকের সঙ্গে গিন্নী ছেলের চরিত্রের তুলনা ক'রে দেখ্‌তেন, তা'হলে বুঝতেন যে ছেলে কত নেবে যাচ্ছেন। আর পরিণামে এর ফল কত বিষময় অবধি হ'তে পারে, কিন্তু পুত্র স্নেহে অন্ধ হ'য়ে সে দূর দৃষ্টি বা অন্তর দৃষ্টি তিনি করতেন না এবং ভাল করে বুঝেও দেখ্‌তেন না।

ইহার প্রথম কারণ, তিনি দেবতার ন্যায় স্বামী পেয়েছিলেন ও তাঁর প্রণয়ে তিনি একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন, কাজেই এর অভাব বুঝেন নি—"কি যাতনাবিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" দ্বিতীয় কারণ, ব্যথার সামগ্রী কষ্ট পেলে তার অন্ত প্রাণে ব্যথা লাগে, বধূর প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ আমরা বড় তাঁর দেখি

না, কাজেই ব্যথার ব্যথী হওয়ার আশা তাঁকে করাও ততটা সম্ভবপর নয়। তৃতীয় কারণ, পুত্রের প্রতি নির্ভরতার কারণ হ'লে তার ত্রুটীতে মায়ের ব্যথা বল্‌বার কারণ সময় সময় হ'য়ে পড়ে, এ তিনের কিছুই তার বাধাবিঘ্ন নেই, অতএব তাঁর একমাত্র বংশধরের প্রতি রাগ দুঃখের সে রকম কারণ দেখি না। তিনি সেকেলে মানুষ এত বাহ্যিক যশের ধারও ধার্‌তেন না যে তাহাতে ছেলের বিশেষ নিন্দার কারণ হবে ব'লে একটু ভাব্‌বেন বরং তাঁর ধারণা, পুরুষ পরেশ, পরশ রতন স্বরূপ পুরুষের জৌলস নষ্ট হয় না। মাটীর ভিতর থাকলেও সদাই বাঞ্ছনীয় এবং জৌলস প্রকাশ পায়, পরিষ্কার কর্‌লেই উজ্জ্বলতা হয় এবং সর্ব্বদা মূল্যবান্। তিনি মনে করেন "কেন সবাই এমন করে? আমোদের বয়স, দুদিন আমোদ কল্লে এমন কি দোষ, মাগো, যে বউ"—আবার অনেক সময় রামায়ণ, মহাভারতের কথাও ভাবতেন—পুরাকালে কত রাজার কত রাণী ছিল, দুয়া রাণী, সুয়া রাণীর গল্প, কোন ঋষির কোন্ অপ্সরাকে দেখে ধ্যান ভঙ্গ হ'লো ইত্যাদি ঘটনা তাঁর একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"তাই তো তোমার একা একা রাত্রে অনেক সময় কষ্ট হয় বুঝ্তে পারছি, কিন্তু কি করব? আস্‌ব আস্‌ব করি হতভাগাগুলো একটু পরে একটু পরে করে ছাড়ে না। ক্রমশঃ রাত হয়ে যায়, ঘুমে অঙ্গ অবশ হয়ে পড়ে—আর আস্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমাদের বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের বেশী সময় কাটান অভাব হয়। ইংরাজ রমণীরা কত প্রকার কাজে নিয়োজিতা থাকে। রাত্রে বসে' বসে' কত বই লিখে ফেল্‌ছে, কাজ উপলক্ষে তাহাদিগকে বাইরে অনেক সময় যেতে হয় তাদের এ সকল বিষয় ভাববার বা মন খারাপ করবার সময় থাকে না। তোমাকে কতকগুলো বই কিনে দেব, তুমি পোড়ো, তাহাতে তোমার বিদ্যাচর্চ্চাও বৃদ্ধি হ'বে আর কত রকম শিক্ষা হ'বে ও কত রকম চরিত্র দেখে মনে সান্ত্বনা পা'বে। তখন এ সকল বিষয় ভ্রূক্ষেপ আসবে না। কেমন বুঝলে? কাল কতকগুলা বই কিনে দেব" এই বলে হরতারণ বাবু কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা তার দুষ্ট ছেলের স্কুল থেকে 'প্রেজেন্ট স্যার' বলে পালিয়ে বাঁচার ন্যায়, যেন বাপ মার ভয়ে মাষ্টারের কাছে উপস্থিত হ'য়ে দু'টো বইয়ের পাতা উল্টে কি মাথা মুণ্ড মাষ্টার পড়ালে তা মাথায় প্রবেশ কল্লে না, মন তখন ঘুড়ীতে খেলাতে মাঠে মাঠে কি সহুরে ছেলের সহরের নানা দৃশ্য ও আমোদ কৌতুকের দিকে পড়ে থাকে, মাষ্টার চলে গেলে বই ফেলে পালা'তে পাল্লে বাঁচে। হরতারণ বাবুর মনের ভাবও সেইরূপ দাড়া'ল, তিনি সেইরূপ ভাবেই স্ত্রীর ঘরে অল্প সময় মাত্র বসে' কোন

ছুতা করে পালা'তেন। নতুবা বিরক্ত ভাব, কখনও অন্যমনস্ক ভাব, কখন চোখ বুজিয়ে ঘুম ঘোরে পড়ে থেকে পালা'লেন।

এইরূপ ভাবে তারিণী দেবীর কখনও কখনও স্বামী দর্শন ঘট্‌তো, সে পতি দর্শন যেন দেব দর্শনের ন্যায় দুর্লভ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ইনি প্রত্যক্ষ দেবতা হ'য়েও অপ্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ হ'লেন। কাজেই তারিণী দেবীর দর্শন লালসা, সেবার খেদ মিটতো না। পূর্ণচন্দ্রের সেবা রজনীর না হ'তেই নির্দ্দয় রবি পূর্ণচন্দ্রকে ঢেকে আপনার বল প্রকাশ কল্লেন।

হায়! যার প্রতীক্ষায় সারা নিশি জেগে বসে হয়তো তিনি এলেন কিন্তু শূন্য প্রাণে তাহাতে জীবন্ত প্রেমের মূর্ত্তি নেই, প্রণয় সরস ধারা বিহীন শুষ্ক ভাণ্ড মাত্র, তা না হ'লে হায়! পূর্ণ বয়স্ক যুবক, স্নেহের ও প্রেমের এবং ভোগ লালসার অংশ সমস্তই ষোলকলায় পূর্ণ এবং পবিত্র দাম্পত্য প্রেম সুগন্ধি কুসুমের পূর্ণ বিকাশের সময়, বর্ষার ভরা সমুদ্রের ন্যায় দুই কূল ছাপিয়ে প্রেম সাগর আনন্দে হাসির ঢেউ তুলে এসে নদীতে আপনার দেহ মিলিয়ে দিয়ে গভীর আনন্দ ভরে সঙ্গম সুখের স্বাদ অনুভব পূর্ব্বক নৃত্য করতে করতে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করে' আবার অতলে তুলিয়ে যাচ্ছে, সে গভীরতার সন্ধান অতি দুর্ভেদ্য। সেই ভরা সমুদ্র, সেই ভরা বরষায়, একেবারে শুষ্ক মরু! নদী কোথায় সাগর সঙ্গমে আনন্দে স্ফীত হ'য়ে উল্লাসে মাঠ, ঘাট ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, তা না হয়ে প্রেম সাগর শুষ্ক মাটীর সরসতা জন্য দুনী ক'রে জল সিঞ্চন করতে হচ্ছে! কি ভাগ্য! কি কষ্ট! পতির পবিত্র প্রেম আলাপনের স্থানে কৃত্রিমতা করে পূর্ণ করতে হবে? তারিণীকে বিধাতা কেন বাঁচিয়ে রেখেছেন? তার শিরে বজ্রাঘাত পড়্‌লে সে আর চে'য়ে শান্তি অনুভব করতো, তার জন্য কে কাঁদবে? সে গরীবের মেয়ে ছিল, তবু মাতৃ স্নেহরত্ন ভাণ্ডারের অধিকারিণী ছিল, সেই ধনে

ধনীর মেয়ে ছিল, মা দু'টা বেগুন তুলে এনে বাড়ী ঢুকতো আমার তারু ভালবাসে, দু'টো নারকোলের লাড়ু নিয়ে ধনীর গৃহে ঢুকতো আমার তারু ভালবাসে ব'লে, যা বিদুরে ক্ষুদ্ সেই দরিদ্রা বিধবার জুটতো আঁচলে করে মেয়ের জন্য আন্‌তো, শত অপমান, শত বাধা বিঘ্নতেও সে স্নেহের দান বাধা মানেনি। সেই কালো মেয়ের মুখ শুষ্ক দেখ্‌লে আঁচলে চোখ মুছেছে, আজ যে কাঙ্গালিনী মাতা চিরদিনের তরে বিদেয় নিয়েছে। শ্বশুর যিনি পরম সুহৃদ ও স্নেহময় ছিলেন, তিনিও স্বর্গে, শাশুড়ী এ কুৎসিতার দুঃখে দুঃখী নন, তবে এ পতি প্রেমে বঞ্চিতা ও সকলের লাঞ্ছিতাকে বাঁচিয়ে যন্ত্রণা দেবার দরকার কি? হায়! বিধি! তোমার উদ্দেশ্য তুমিই জান।



নবম পরিচ্ছেদ

দাও প্রভু! সেই পবিত্র প্রেম আমার হৃদয়ে জাগিয়ে, যে প্রেমের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, নিজেই অবাধ গতিতে বয়ে যা'বে। কারো মঙ্গল চাইবে না, যেখানে কামনা, সেখানে দুঃখ, সেখানে দগ্ধ, আমি অহঃরহঃ কামানলে দগ্ধ হচ্ছি, আমার কামানলে প্রেমরূপ শান্তি সুধার ধারায় শীতল কর, শান্ত কর, আশ্বস্ত কর। হে পতি! হে মদন মোহন! রাধা গোবিন্দ! রাধা মাধব! ভক্তের ভগবান! পতিত পাবন! বাঞ্ছা কল্পতরু! হৃদয়ের ধন! এস, আমার হৃদয়ে এসো, আমায় সান্ত্বনা দাও, পরমানন্দ দাও, আমি কিছু জানিনা, বুঝিনা, কেবল প্রস্ফুট জীবনে তোমার নাম শুনি, গুণ শুনি, পৃথিবীময় সৌরভ পাই, জগতে তোমার শোভা দেখি, পতিতে তোমার রূপ দেখি, হে পতি! হে বিশ্বপতি, হে পতির পতি, হে জগত পতি—হে প্রাণপতি, প্রাণ প্রাণের প্রাণ, হৃদয় নাথ, হৃদয়েশ্বর, হৃদয়স্বামি! আমার হৃদয় শীতল কর, পরিত্যক্ত স্থান পূর্ণ কর, হৃদয়ে বসো, আলো দেখাও, পথ দেখাও জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, প্রভু! বুদ্ধি দাও, ভক্তি দাও, ধৈর্য্য দাও, ধর্ম্ম দাও, সবই চাইছি বটে, কিন্তু তোমার কাছে যাবার জন্য, তোমাতে লয় হ'বার জন্য, ভোগের জন্য নয়, দেখলুম আমি ভোগের জন্য আসিনি, আমার তোমার যখন দরকার হয় না, দয়া হয় না, তখন আর দরকার হ'বে কার, কার দয়া হ'বে? আমি ফুটে ঝরে গিয়ে এই যে বিশ্ব, এই যে তোমার ভুবন, তুমিময় মৃণ্ময়ী ধরা তাহাতে মিলিয়ে যাই, একবারে লয়, একবারে ক্ষয়, তোমাতে মেশামিশি, তোমাতে কোলাকুলি, তুমি আমার, আমি তোমার হ'ব প্রভু! কেউ আমার জন্য কাঁদে না, কেউ আমার কান্না শোনে না, কেউ দুঃখ করে না, সবই স্বার্থপর, স্বার্থের

ধরা, থাকৃতে ইচ্ছা হয় না। কি সুখে, কি আশায়, বেঁচে থাকা? পঞ্চভূতের দেহ, পাঁচ দিকে মিশিয়ে যাক্, পাঁচ ভূতের মারামারি আর কত সয়?

অন্দরের সংলগ্ন মদন মোহনের মন্দির বাহিরের দিকে যা'বার পথ আছে, মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য অন্দরের দিকেও দরজা আছে। ৺ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত, চাকর, ঝি প্রভৃতি সন্ধ্যা আরতি, বৈকালী পূজা ভোগ, শয়ন, পুরোহিতের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ সারেন। চাকর, ঝি পূজা ও ভোগের বাসন মাজা, ঠাকুর বাড়ী ধোয়া, পূজার আয়োজন করা ইত্যাদি যে যার নিত্য কর্ম্ম সেরে বাড়ী যায়। পুরোহিত রাত্রে মধুসূদনের শয়ন দিয়ে, ও দিনে পূজা ও ভোগাদির পর ঠাকুর বাড়ী বন্ধ করে চিরপ্রথামত গিন্নীর ঘরের আলনায় চাবী রেখে যান।

গভীর নিশীথ, জ্যোৎস্নায় পৃথিবী আলোকিত, একেবারে নিস্তব্ধ ধবলারজনী যেন ধরাময় হাসির সমুদ্রের ঢেউ তুলে চলেছেন। চারিদিকে কাশ ফুল ফুটে যেন আরো জ্যোৎস্নার রাত্রে শোভা বৃদ্ধি করছে। মৃদু মৃদু বায়ু ভরে কাশ ফুলের দল যখন দুলে দুলে ঢেউ খেলে চলে' যাচ্ছে তখন যথার্থই মনে হয় মেদিনী নিস্তব্ধ রাত্রে প্রিয়জনের মিলনে হেসে হেসে ঢলে পড়ছেন।

নিদ্রা ভঙ্গের পর জানালা খুলে বধূ ক্ষণিক নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রে ধরণীর শোভা নিস্তব্ধভাবে দেখ্‌লে, তারপর মন্দিরে গিয়ে খট্ করে চাবি খুল্লে, অমনি জ্যোৎস্নার আলো, নেটের মশারীর মধ্য দিয়ে মদন মোহনের মুখের উপর পড়ে যেন মনে হ'লো যেন তিনি চমকে ঘাড় তুলে দেখ্‌লেন। বউ তখন মোহ প্রাপ্ত, বাহ্যজ্ঞানহীন, জেগে, কি ঘুমিয়ে, কি স্বপ্ন দেখচে? না ঘুমের ঘোর। সত্যই কি মদন মোহন বিরহিনী, পরিত্যক্তা দুঃখিনীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, না ভ্রম! না স্বপ্ন! তিনি তাকা'লে এ দুঃখ কেন?

যাই হোক্ দুঃখিনী শূন্য শয্যায় পড়ে থেকে মন হু হু করে উঠলো, তখন ভাব্‌লে এ শূন্য মনে শূন্য শয্যায় পড়ে থেকে আর কি করব? জগত্ত পতির কাছে নিস্তব্ধ রাত্রে নিস্তব্ধ মনে তাঁর চরণ তলে পড়ে থাকি, তাহাতে ঢের শান্তি আছে, তাহাতে ঢের ফল আছে, তাঁর মন কি গলবে না? তিনি ত মানুষ নন, ভগবানকে ডাকলে মন গলে বৈকি? নইলে কত শত মহাপুরুষ সিদ্ধ হ'লেন কি করে? বলে শয্যা ছেড়ে উঠে খানিক জানালা খুলে দাঁড়া'ল, তারপর কৌমুদী রাত্রের শোভা দেখে তন্ময় হ'লো। পরে গিন্নীর আল্‌না থেকে চাবী নিয়ে মন্দিরে গেল, মন উদাস হ'লে বা রাত্রে নিদ্রা না হ'লে বউ প্রায়ই এ রকম করতো।

দশম পরিচ্ছেদ

মালী মালা গেঁথে, ফুলের তোড়া বেঁধে প্রত্যহ চির নিয়মানুসারে বধূর ঘরে সাজি ভরে পাঠিয়ে দেয়। সেই সাজি ভরা ফুল যেমন দেয়, তেমনি থাকে, তাকে বউ স্পর্শও করে না। শুকা'লে ক্ষেন্তির মা ঝি জানালা দিয়ে ফেলে দেয় আর আপন মনে বক্ বক্ করে বলে "কেন যে মালী এ ফুলের কাঁড়ী পাঠিয়ে দেয় জানি না। যেখানকার যেমনই থাকে, রোজ এই ফুল ফেলা বেশীর ভাগ কাজ হয়েছে।" বউ বলে "তোর যদি অসহ্য হয়, থাক্, ফেলার দরকার কি? দেবতা পূজা নেন কি না নেন, তা কি কেউ দেখতে পায়? না তাই ভেবে পূজার আয়োজন করে? দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তেরা নানা উপচার দিয়ে রোজ পূজা অর্চ্চনা করেই সুখ পায়, তোর বাপু সব তাতে ফোড়ন। সবেতেই গিন্নীপনা।" ক্ষেন্তির মা বল্লে—"এত শত জানি না বাপু, জ্যান্ত মানুষ আবার দেবতা হয়, চাল কলা দিয়ে পূজা হয়, আমি জানি সোয়ামীর জন্য পরিবার সব গুছিয়ে রাখে, সোয়ামী এলে খায় দায় শোয়, তোমাদের ভদ্দরের কথা বল্‌তে পারি না।" এই কথা বলে টক্ টক্ করে সে চলে গ্যাল। বউ মনে মনে বল্লে—"প্রভু আমার শূন্য আসন রোজ সাজিয়েও সুখ আছে, এও কাজ, এও শান্তি, এও আশা! এতেও অন্য মন হওয়া যায়, আমি তোমার জন্য কুসুম শয্যা রচনা করে' বিরহ শয়নে পড়ে থাকব, তাতেও আশা, তাতেও চিন্তা, চিন্তাতে সময় কাটা'লে ভেবে ভেবে স্বপ্ন দেখি, ঐ এলেন, আমার প্রীতি কুসুম উপহার সাদরে গ্রহণ কল্লেন, তাতেও সুখ, সে যে আমার সুখ স্বপ্ন, সে স্বপ্ন যে আমার ক্ষণেকের তরে সুখ শান্তি রাজ্যে নিয়ে গিয়ে মন্দ মধুর বায়ু সঞ্চালনে যেমন শরীর স্নিগ্ধ হয়ে

নিদ্রা হয় তেমনি শান্তিপ্রদ' আমি সাধনা যদি ভক্তিভরে করতে পারি, এ নিস্ফল হবে না, বিধির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে, আমার জীবন সঙ্গী, আমার দেবতা, ইহকাল, পরকাল, পরপারে তো আমার সঞ্চিত পূজা গিয়ে নে'বে, এ সত্য সাধনার কি ক্ষয় আছে? ভগবান যদি সত্য হন, আমার পূজা ব্যর্থ হ'বে না, জীবনের প্রতিদিনের এই কুসুমরাশি পুঞ্জিভূত হ'য়ে সেই অনন্তধামে থাকবে, কেন আমি শূন্য ডালা রাখব? ছোট জাত ক্ষেন্তির মা কি জানে? এ লালসা, এ আন্তরিক ভক্তি নিয়ে মরতে পারি তো পরজন্মে পূর্ণ হবে। এ জন্মেও এক একদিন পূর্ণ হ'বে। যে দিন আসবেন সে দিন পূজা না পে'লে, ভক্তি ধূপ দীপের সুগন্ধ না পে'লে আরো দুর্লভ হ'বেন, আরো অপ্রিয় হ'বো, আরো সুযোগ পা'বেন, তাতে সুখ কি? তবে ঐ ফুলের সাজি, আর ঐ কুসুম শয্যা আরো আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু যাহাতে অশান্তি, পরে তাহাতেই শান্তি লাভের আশা, পৃথিবীতে আশাতেই বাঁচে, আমিও আশায় জীবন কাটা'ব। এই বলে চক্ষের জল মুছ্‌লে। এইরূপে কত রজনীই বধূর চক্ষের জলের সঙ্গে কাটতো তার সন্ধান কে রাখে? একমাত্র চির জাগ্রত, সর্ব্বত্র বিরাজমান, অন্তরে বাহিরে অধিষ্ঠিত, সেই জগত পতিই কেবল শোনেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"নির্জ্জন নিদ্রিত ভুবনে, কে জাগে কে জাগে"

রাত্রি ২টা ঢং করে জেলের ঘড়িতে বাজল, বউ আর কণ্টক সদৃশ শুন্য শয্যায় থাকতে পাল্লে না, ঘড়ীর ঘা দু'টো বুকের কলিজার উপর যেন সজোরে বেজে উঠলো, বউ শয্যা ত্যাগ করে মধুসূদনের দরজা খট্ করে খুলে মন্দিরে প্রবেশ কল্লে। চক্ষে জলধারা, হাতে ফুলের সেই সাজি, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প, পুষ্প, ফুলের মালা ফুলের তোড়া সৌরভে দিক আমোদিত করছে, বলে প্রভু! এলাম তো কিন্তু পরা'ব কি করে'? মশারী খাটান যে ব'লে সমস্ত জানালা গুলো খুলে দিলে, বলে মুখ খানি একবার দর্শন করে সকল জ্বালা জুড়াই, পতির অভাব তোমার সুখ, তোমায় পতিত্বে বরণ করে সাধ মিটাই, হে জগতপতি! আমার পতির প্রতীক্ষায় রোজ পূজার আয়োজন করেই সুখ, পূজার ডালা প্রভু আমি শূন্য রাখি না, প্রভু! আমি ভাবি ভক্তরা দেবের উদ্দেশ্যে পূজার আয়োজন করেই সুখ কিন্তু চর্ম্ম চক্ষেত দেব দর্শন ঘটে না কিন্তু একাগ্রমনে ভক্তি রাখ্‌লে তিনি হৃদয়ে আবির্ভাব হ'য়ে অমূল্য শান্তি দান করেন, এই কথা শুনি প্রভু! তাই আশা ক'রে ব'সে আছি যে আমার দেবতাকে এই ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদে লাভ করতে পাচ্ছি না, সেবার আশা পূরণ হ'লো না, ভোগ-লালসা মিট্‌ল না কিন্তু আমার রক্ত, মাংস, মেদ মজ্জায় গঠিত এই পঞ্চ ভৌতিক হৃদয় মন্দিরের মধ্যে অহঃরহঃ দেখচি বিরাজ করছেন, পতি কখনও সাধ্বীর দেহ মন ছাড়া নন, এজন্য স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। পণ্ডিতরা নির্দ্দেশ করেছেন, দেহী কখনও দেহ ছাড়া নয়, এ সম্বন্ধ ছাড়্‌বার নয়, এপারেও নয়, ওপারেও নয়, স্ত্রীলোকের স্বামীই ইহকাল, পরকাল, তবে কেন

ভেবে মরি, কেঁদে মরি প্রভু! ওপারেও কি বাসনা পুরবে না? কি দেখছ মদন মোহন! হে নিশ্চল নির্ব্বাক পাষাণ! আমার কথায় কেন উত্তর দিচ্ছ না? বল, বল, নাথ আমার একবার সান্ত্বনা দাও, যে যাকে আমি হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ দেখ্‌চি, চোখের জলে যার চরণ সর্ব্বক্ষণ ধোয়াচ্ছি,—ভক্তি পুষ্প, মন, প্রাণ সবই যাকে অর্পণ করিছি—যাকে স্ত্রীলোকের অদেয় কিছুই নেই, যার দুখে দুঃখী, মানে মানী, ধনে ধনী, সেই জগতে সার বস্তু কখন ও আমার দিকে ফিরে চাইবেন কি না? এ পারে কি ও পারে? তা'হলে আমি কর্ম্ম জীবনে ক্রমে চক্ষের জলের সঙ্গে বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে যাই, চিত্তকে বশ কর্ত্তে অভ্যাস করি, আশাকে জয় কর্‌তে চেষ্টা করি, বল অনাথের নাথ একবার আমায় বল? বধূ ক্রমশঃ তন্ময়, স্পন্দহীন, তখন বৈশাখী শুক্লা রজনী হু হু করে উদাস হাওয়া পাগোলের মত এলোমেলো ভাবে মশারী উড়িয়ে ব'য়ে যেতে লাগলো, জ্যোৎস্নার আলোকে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার রূপ যেন জীবন্ত ভাবে ফুটে উঠ্‌লো। আর সেই সময় বৈশাখী পূর্ণিমায় যত গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা গঙ্গাস্নান করে নৌকা করে পার হয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, আর কতক কতক দল গাইতে গাইতে পথ হাঁঠ্‌ছে "এ অমল ধবল কমল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু এমন তরনী বাওয়া—কোন সুদূরের ধন তুমি············" উদাস হাওয়া আর পথিকের গান আর মদন মোহনের সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে বউ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে উন্মত্ত ভাবে সেই ফুলের মালা, তোড়া মদন মোহনের গলায় ফেলে দিলে, পানের খিলি সব মদন মোহনের মুখের কাছে ফেলে দিলে, এইরূপে কত রাত্রি পর্য্যন্ত মদন মোহনের সঙ্গে খেলা করেছে, প্রভাত আগত প্রায় দেখে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে গিন্নীর ঘরে যথাস্থানে চাবী রেখে শু'তে গেল।

এইরূপে মধুসূদনের ঘরে প্রায়ই উপদ্রব হ'তে লাগ্‌লো, ক্ষেন্তির মা বলে "আর ফুল টুল দেখি না, কোথায় যায় ?" বউ বল্লে, "তোর সে খোঁজে দরকার কি ? তোর ফেল্‌তে ভার বোধ হয় তো ?" ক্ষেন্তির মা বুদ্ধিমতী, সে আর কিছু বল্লে না, বুঝ্‌লে "আমরা দেখ্‌লে লজ্জা হয় তাই কোথায় লুকায়। বাবা আমি ক্ষেন্তির মা, আমায় লুকান ?" এই অবধি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুরোহিত প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সায়াহ্নে চার বার আসেন ও পৈত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে পূজা কার্য্য সমাধা করে যান, বাঁড়ুয্যে বাড়ী তাঁর খুব প্রতিপত্তি, তিনি এই বাড়ী পূজা কর্‌তে কর্‌তে বৃদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁর পিতৃপিতামহও এঁদের নিষ্কর জমীতে বাস করে এঁদের পৌরহিত্য করে গ্যাছেন। এখন পুরোহিত মশা'য় বাতের জন্য একটু একটু আফিন খান।

প্রাতে এসে পুরুত ঠাকুর মধুসূদনকে গাত্রোত্থান করিয়ে স্নানান্তে পূজাদি করেন।

তিনি মশারী তুলেই অবাক্, দেখেন যে তাজা ফুলের মালা জোড়া ও ফুল বিছানাময় ছড়ান, তাজা পানের খিলি বিছানায় এ সব কে দিলে ? গিন্নীর ঘরে চাবী থাকে, কার সাধ্য যে চাবী পায় ? তবে

কি মধুসূদন এতদিন বাঁড়য্যে পরিবারের পূজা খে'য়ে এবং আমার সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়েছেন, দেখা'বার জন্য এরূপ খেলা খেলচেন! মশারী ওলোট পালোট, একি ব্যাপার? আরতির সময় মালা, তোড়া, পান কি বিছানায় রেখে গেছি, না এমন করেছি বলে মনে তো হচ্ছে না। যাই হোক্ সে দিন পুরুত ম'শায় কিছু স্থির করতে পাল্লেন না, আফিমের ঝোঁকে কি করেছেন আবার সে দিন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায়, তাঁর মেজাজের সে দিনও তেমন ঠিক ছিল না, এজন্য সে দিনের অস্থিত্যের উপর নির্ভর করতে পাল্লেন না, ভাব্লেন দু'দিন দেখা যাক্, এখন প্রকাশ করা হবে না।

এইরূপ উপদ্রপ মধুসূদনের ঘরে প্রায় হ'তে লাগ্ল তখন আর বৃদ্ধের মনে দ্বিধার কোন কারণ রইল না,—তিনি ভাব্লেন সত্যই মধুসূদন এইখানে সদয় হ'য়ে কলিতে মধু বৃন্দাবন স্থাপন কর্বার জন্য একটা পূর্ব্বে ইঙ্গিত দেখাচ্ছেন, রাধিকা ও অষ্ট গোপিনী এসে রাত্রে ওঁকে তাজা ফুল ও তোড়া দিয়ে সাজিয়ে রেখে যান, পান খাওয়ান, এই-রূপে রাত্রে ওঁরা আমোদ কৌতুক করেন, আশ্চর্য্য ত নয়, কলির প্রথমে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ধরে কত কীর্ত্তি রেখে গ্যাছেন, সে স্থান এখনও গুপ্ত বৃন্দাবন নামে অভিহিত, আর এই বীরভূমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন্দ্র স্থান, চণ্ডীদাস, জয়দেব, জ্ঞানদাস প্রভৃতি এইখানে বসেই ওঁর প্রেমের মধুর ছন্দ বেঁধে গ্যাছেন, জয়দেবের সঙ্গে কত খেলা করেছেন, পদ্মাবতীর সঙ্গে কত ছল করে তার হাতের রান্না খেয়ে গ্যাছেন, কেঁদুবিল্বে এখনও জয়দেবের মেলা হয়, মকরবাহিনী গঙ্গা এখনও অজয়ে এসে ঐ দিনে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর্বার জন্য শ্রীমুখের আদেশে কেন্দুবিল্ব পবিত্র করেন। আমিও ব্রাহ্মণ, বহু দিন থেকে মধুসূদনের সেবা করি; আমাকেও ছলনা করা বা আবির্ভাবের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ করা আর বিচিত্র কি? ভক্তেরা ত ভক্তি ভরে সেবা ক'রে শেষে

অনেকে সিদ্ধ হয়েছেন। কুমার ত সদাই অদৃশ্য, তাঁর প্রতি দয়া হ'লো নাকি? আর কিছু দিন পরে সব বোঝা যাইবে, এখন একথা গিন্নীকে বলা আবশ্যক।

একদিন ঠাকুর মশায় গিন্নিকে ডেকে নিয়ে দেখা'লেন এবং মাঝে মাঝে এরূপ হয় বল্লেন। গিন্নি বল্লেন—"আচ্ছা আমিও কিছুদিন লক্ষ্য করে দেখি, পরে যা' হয় করব।" গিন্নী মনে মনে ভাব্‌লেন, ভগবানের যদি আমার প্রতি এত দয়া, তা'হলে আমার সংসারে এত অশান্তি, এত বিশৃঙ্খলা কেন? যদি মদন মোহনের যথার্থ মধু বৃন্দাবন স্থাপন ক'রে এখানে তাঁর লীলাস্থল কিম্বা আনন্দধাম করবার বাসনা হয়, সে রকম চিরানন্দ হাস্যময়, শান্তিময়, সংসার আমার কই? বউ তো গোপনে গোপনে চক্ষের জল ফেলে মনের আগুনে পুড়ে' মর্‌ছে, একটা ছেলে, তাও সংসারী নয়, চর্‌নার হাতে বিষয় পড়ে' সব যেতে বসেছে, দেনা পত্র, মধুসূদনের পূজার আয়োজন ও ভক্তি ক্রমশঃই সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে। আমি যে ক'য়টা দিন আছি, এর পর হয়তো তাও জুটবে না। মধুসূদনের উপর ওই ঢিপী হ'য়ে গাছ বেরুবে কিম্বা শিলাখণ্ড ইঁদুর গর্ত্তে ঢুকবে। আর মদন মোহনের বস্ত্র ইন্দুরে কাটবে, মূর্ত্তির উপর আরসুল্লার নাদী, ইন্দুরের বিষ্ঠাতে ভর্ত্তি হ'য়ে থাকবে, ওর গায়ের উপর উঠবে এই তো দেখচি সংসারের পরিণাম, বংশ বৃদ্ধির ও সে রকম উপায় দেখচি না? একটা ছে'লে, তারই বা দু'টা ছেলে কই? ছেলে হ'লে বউও কিছু ব্যস্ত ও আশ্বস্ত থাকে। বাড়ীর ও শোভা বৃদ্ধি হয়, তা'হলে বুঝি, এক রকম আনন্দধ্বনি বাড়ীতে হচ্ছে, বালকের কলরবে গৃহের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে। বন্ধ্যার আবার কিসের সংসার?

যাই হোক গিন্নী কয়দিন খুব দৃষ্টি রাখ্‌লেন, গিন্নীর মেজো রাঁধুনি শোয়, উনি খাটে শোন। বউ পাশের ঘরের খাটে শোয়, রান্নাঘরের

দরজা খোলা থাকে, ক্ষেন্তির মার উপর গিন্নীর আদেশ বউর ঘরের মেঝে শু'তে, কিন্তু ক্ষেন্তি রাত্রে উঠে, বউর ঘুম হয় না এজন্য বউ বলে—"তুই সামনের দালানে শো, দরকার হ'লে ডাকব।" ক্ষেন্তির মা তাই করে। বউর দরকারও হয় না, ডাকেও না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।"

রাত্রি ২টা, গভীর রজনী, সবাই নিদ্রিত, কেবল বাঁড়ুয্যে জমিদার বাড়ীর দ্বিতল অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যাতলে তন্দ্রা ঘোরে কখনও আচ্ছন্ন, কখনও শুচ্ছে, কখনও উঠছে, ঐ সময় ভীমবেগে রাত্রি ২টার ট্রেনখানা পাঁচ মাইল অবধি কাঁপিয়ে হিসিল দিতে দিতে বেরিয়ে গেল, শয্যা শায়িনীর মনটা ও দেহের সমস্ত মেদ, মজ্জা, মাংস, শিরা গুলি অবধি কাঁপিয়ে ও দেহ মধ্যস্থিত রক্ত স্রোত গুলিকে উদ্বেলিত করে চলে গেল। ভগ্ন স্থানে আঘাত লাগলে আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, তাপ দগ্ধ দেহে সামান্য উত্তপ্ত বায়ু লাগলে আরো উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। যাই হোক গভীর রাত্রে ট্রেনের গম্ভীর শব্দে বিরহিনীর বিরহ সাগরকে উদ্বেলিত করে দিয়ে গেল, তারপর তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন, বলতে হ'বে না যে ইনি হরতারণ বাবুর পরিত্যক্তা ও সন্তপ্তা ভার্য্যা শ্রীমতী তারিনী দেবী। শয়ন ঘরের সংলগ্ন স্নান ঘর, উনি উঠে স্নানের

ঘরে প্রবেশ কল্লেন, পরে স্নান করে গরদ সাড়ী প'রে হাতে ফুলের সাজি নিয়ে গিন্নীর ঘর থেকে চাবী নিলেন। খট্ করে চাবীর শব্দ হ'লো, অন্ধকারে হাত বোধ হয় ঠিক পড়েনি, যাই যোক, গিন্নীর ঘুম ভাঙ্গলো। গিন্নী ডাক্‌লেন, "বামুন মেয়ে আলো জ্বালো", বামুন মেয়ে উঠে আলো জ্বাল্‌তেই দেখে সম্মুখে শ্যামাসুন্দরী রূপ, সদ্য স্নাতঃ এলো কেশ, লাল পাড় গরদের সাড়ী পরনে, সিমন্তে ও ললাটে সিন্দুর, আর গায়ে গিনী সোণার গহনাগুলি ঝক্ মক্ করছে, অন্য সময় এত জৌলস হয় না, বৌ ফুলের সাজি হস্তে নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে: প্রথমে ভাব্‌লে 'পালাই,' পরক্ষণে ভাবলে "কেন পালা'ব? তাহাতে অন্য কিছু মনে করতে পারে। আমিত কুকাজে আসিনি, চোর ত নই।" হঠাৎ আলো জেলে এই বেশে বউকে দেখে বাম্‌নী ও গিন্নী অবাক হ'লেন, কি বলবেন কিছু ঠিক করতে পাল্লেন না, বামনীর মনে কষ্ট হ'লো কিন্তু প্রকাশ করবার শক্তি কার আছে? সে একবারে নীরব। গিন্নীরও সে দিনের দৃশ্যে হঠাৎ মনের অবস্থা বায়স্কোপের ছবির মত উল্টে গেল। কেমন চক্ষে জল এলো। একই মানুষ, এক অবস্থা, একই বাক্য রোজ শোনা যায়, কিন্তু সময় বিশেষে সে কথায় দাম হয়, সময় বিশেষে হৃদয়ে ফটোগ্রাফের ছবির মত ছাপ প'ড়ে যায়, বহু পুরাতন বহু পরিচিত এমন একটা একটা বিষয় বা বাক্য আছে যে যাহা সময় বিশেষে মানবের মর্ম্ম স্পর্শ করে। নিদ্রিত কালে জীবের সর্ব্বাবয়ব নিঃশব্দে আপন আপন কাজ করে তখন প্রকৃতি পূর্ণ মাত্রায়, স্নিগ্ধ শান্ত ধীর ও সাম্য ভাবাপন্ন হয়। সেই অবস্থায় বউকে সন্তপ্তা ও দুঃখিনী বেশে দেখে গিন্নীর মন মমুগ্ধ হ'লো। তিনি বল্লেন—"এখন পাগলের মত সমস্ত বাড়ী বিচরণ কর কেন? মধুসূদনের মন্দিরে এত রাত্রে একা ছেলে মানুষ বউ যাওয়া কি উচিত? তুমি কি ঠাকুর ছোঁও?"

বউ—না।

গি—কি করে মালা পরাও? মশারী খাটান থাকে।

বউ—অনুকূল পবনে সমস্ত মশারী উড়িয়ে নিয়ে যায়, গিন্নী শুনে বল্লেন "এমনি দয়া করে উনি তোমার সমস্ত অশান্তি উড়িয়ে দেন তো বুঝি, আমার একটি ছেলে, তার দু'চারটে ছেলে পুলে হ'লেও তো হয়, আমি নাড়ি চাড়ি, তুমিও তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাক, তা'হলে এমন পাগলের মত সমস্ত রাত্রি বাড়ীর মধ্যে ছুটে বেড়ানর সময় হয় না। শো'বে চলো।" গিন্নী ফুলের সাজি নাবিয়ে নিলেন, পরে ঘরে শুইয়ে চুলগুলি ঝুলিয়ে দিলেন, গায়ে হাত বুলোলেন; বউ এত দিনে শাশুড়ীর প্রকৃত আন্তরিক স্নেহ পে'লে। বউ স্নেহ বারি ধারায় শীতলতা লাভ ক'রে আবেশে নিদ্রিত হয়ে পল্লো।

পরদিন হরতারণ বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে মাতা সকল বৃত্তান্ত পুত্রকে জানিয়ে বল্লেন—"বউ যে এ রকম করে সমস্ত রাত্রি বেড়ায় ইহাতে লোক জানাজানি ঠাকুর, চাকর, পুরুত, সবাই অন্দোলন ক'রে গ্রামে একটা সাড়া প'ড়ে' যা'বে, তুমি বাড়ী এসো না কেন? যেখানে থাক, বাড়ী এসো, রাত্রে বাড়ী না এলে লোকের ঘরে কত রকম বিপদ ঘটতে পারে, মন না মতিভ্রম।" হরতারণ বাবু হেঁট মুখ হ'য়ে বল্লেন—"আচ্ছা।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার কয় বৎসর পর তারিনী দেবীর কয়েকটী পুত্র কন্যা হয়। গিন্নী বধূর সন্তানের জন্য অনেক মানসিক করা, দেব আরাধনা, সস্ত্যান, শান্তি করান, কবচ, মাদুলীর রাশ বধূর গলায়, হাতে, কোমরে বাঁধা ছিল, এখন সে সকলের সার্থকতা লাভ হ'য়েছে। গিন্নী নাতী নাত্নী লাভ করে খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। তারিনী দেবীরও সংসারের বিশেষরূপে বন্ধন হ'লো, একটা দিন কাটিবার অবলম্বন হ'লো, সমস্ত দিন রাত্‌ ব্যস্ত ও ছেলেদের চিন্তা, রোগের ভাবনা, তাদের পীড়ায় অনিদ্রা ও পরিচর্য্যা, এই সকল ব্যাপারে নূতন নিয়োজিত হ'লো, পূর্ব্বকার মনকষ্ট ও উন্মত্ততার প্রাবল্য কমে এসে বাৎসল্যের ভাণ্ডারে মন পেবেশ কল্লে, এই চিন্তাতেই পতিবিরহ যন্ত্রণা কতকটা আচ্ছন্ন হ'লো। তবে একেবারে লয় হ'লো না, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন রই'লো মাত্র, অবসররূপ বাতাস পেলেই এ অনল জলে উঠ্‌তো। হরতারণ বাবুর কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু স্বভাবের পরিবর্ত্তন হ'লো। বাড়ী থেকে অনেক সময় সন্তানাদি নিয়ে আদর ইত্যাদি করতেন।

তারপর ক্রমে ক্রমে পুত্র কন্যা কেহ কেহ উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হ'লো। এমন সময় তারিনী দেবীর মৃত্যু হ'লো।

কর্ত্তার যে টুকু উন্নতি হচ্ছিল তার চতুর্গুণ বৃদ্ধি হ'লো। বাড়ী আসা এক রকম বন্ধ। কেবল দিনে মায়ের হাতের হবিষ্য রান্না খে'তে একবার বাড়ী আসেন। চিরকালই তাঁর এ অভ্যাসটি ছিল, যত রান্না হোক, মায়ের ঘরের নিরামিষ তরকারী না খে'লে তৃপ্তি হ'তো না, মাও শান্তি পে'তেন না।

গিন্নীও ক্রমে স্বর্গে গেলেন। সুতরাং তাঁর কু-প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তির লোক বা সামান্য বাধা দেবার লোক সংসারে কেহই রইলো না। বরং উত্তেজিত করবার লোক ও ইন্ধনকারীর সংখ্যাই বৃদ্ধি হ'লো।

বিষয় সম্পত্তির আয় কমে গেল। দেনা কেবল বাড়্‌তে লাগ্‌ল। আদায় আর হয় না। আমলা বর্গ লুট্‌তে লাগ্‌লো। প্রজার অভাব, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি বাড়্‌লো। আমলাদের তম্বি কল্লে তারা গরীব প্রজাদের উৎপীড়ন করে শোধ তোলে। নিজেরা যা লুট করে প্রজাদের উপর উসুল করে। প্রজারা হা হা কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু গরীব প্রজার কান্না কে শুন্‌বে? যেন অরাজকতায় ঘিরেছে। জমিদারের সঙ্গে দেখাই হয় না।

ঠাকুর সেবা প্রভৃতি সমস্তই সংক্ষেপে হ'তে লাগলো, পুরুত ম'শায় যদি দেখা পে'য়ে জমিদার মহাশয়কে ঠাকুরের কথা বলেন, তা রেগে উত্তর দেন "আমায় ঠাকুর দেনায় ডোবাচ্ছেন, সব উড়ে যাচ্ছে, তা নিজে পূজা পাবেন কোথা থেকে? আমায় ও সব বলে এখন বিরক্ত করো না।" পুরুত চুপে চুপে চলে যান।

লক্ষীদেবী যেন জমিদার বাড়ীর শ্রী নিয়ে পালা'লেন। বাড়ী ঘর কোন স্থান ভেঙ্গে পড়্‌ছে, সারাবার নাম নেই, কোন স্থান জঙ্গলে পূর্ণ, পুকুর সব বালি ও পানা পড়ে জল অব্যবহার্য্য, কোন্ পুকুরে কলমির দল। বাগানে আর ফল হয় না। গাছ পালা মরা শুক্‌না কাঠ দাঁড়িয়ে থাকে, ফুল বাগানে আর মনোরম পুষ্পোদ্যান নেই। কতক আগাছার জঙ্গল হ'য়েছে। ঠাকুর মন্দিরের কোন স্থান ভেঙ্গে পড়্‌ছে। কোন খানে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে। ঠাকুর বাড়ীর উঠানে এত জঙ্গল যে দিনে যেতে ভয় করে। ঠাকুরের বিছানার গন্ধে ভূত পালা'চ্ছে, ঠাকুরের ছিন্ন বস্ত্র পরণে, কলা বাতাসা ও মোটা আতপের নৈবিদ্য ক্রমশঃ জুট্‌ছে। ঘর দালান জোঞ্জালে পরিপূর্ণ। দালানের উপর

থামের মধ্যে কার্ণিসে সব পায়রা ও চামচিকার বাসা, ও ইঁদুরের বিষ্ঠা, চামচিকের, আরসুলার, পায়রার বিষ্ঠায় দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। ধুপ ধুনা চন্দনের সুগন্ধির পরিবর্ত্তে এখন পশু পক্ষী ও পতঙ্গের মলমুত্রের গন্ধে আমোদিত। সঙ্কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে, যাত্রা গানের পরিবর্ত্তে, কুকুর শিয়ালের নৃত্য দেখা যায়। হরিনামের পরিবর্ত্তে কাক চিলের কর্কশ ডাক শোনা যায়, এ রকম অবস্থা দেখলে চক্ষে জল আসে। গিন্নী যথার্থই অনুমান করেছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ প্রায় বৎসরাবধি হ'তে গেল বুড়ো ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে বাস করতে লাগ্‌লো। সাহেবের প্রকাণ্ড বাগান, মনোরম বাংলো। নির্ম্মল সলিল ও বেশ সুগভীর প্রশস্ত পুষ্করিণী। বাগানে মালির ঘর আরো অনেক সারি সারি ইষ্টক নির্ম্মিত বাজে ঘর আছে। তাহাতে সাহেবের বেহারা, বাবুর্চি, মালী, চাপরাসী, পাচক প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ ও গরু, হাঁস, মুরগী, ছাগল কুকুর প্রভৃতি সাহেবের প্রয়োজনীয় পশুপক্ষী সকের বস্তু থাকে। কোনটায় মোটর গ্যারেজ করেছেন। কতকগুলো কুঠুরী পড়েছিল। তার মধ্যে একটাতে বুড়ীদের থাক্‌তে দিলেন।

বুড়ীরা ক্রমশঃ ইঁহাদের বাগানের কাজে নিযুক্ত হলো। ইহারা নীচ শ্রেণীর লোক, এ সব কাজে বেশ অভ্যস্ত ছিল, কাজেই অল্পদিনের মধ্যে সাহেবকে কাজের দ্বারা বেশ সন্তুষ্ট কর্‌লে, ব্যবহারেতেও পূর্ব্ব ভাল ধারণার আরো বৃদ্ধি ও বিশ্বাস জন্মিল।

তরকারী ফল মূল ও নানাবিধ গাছ পালার বাগান অল্পদিনেই সুশোভিত হ'লো। ইহারা অবশ্য বাগানের কাজ করে সাহেবের কাছে কিছু মজুরী পেতো, আর বাগানের তরকারী পত্র ও সাহেবের অনুমতি ক্রমে নিতো, ইহা ব্যতীত মেম, বেবীদের পুরাণ জামা,

পোষাক বিছানা ইত্যাদি দিতেন, চাল, ডাল, তেল, নুন প্রভৃতি অভাব হ'লেও মধ্যে মধ্যে দিতেন, পুকুরের মাছ ধরা হলে দিতেন। কোন ভাল খাদ্য সামগ্রী এলেও পেমার ছেলেকে ডেকে দিতেন। মেম সাহেব রান্না করা খাদ্যও সময় সময় বুড়ীকে ডেকে দিতে চাইতেন কিন্তু বুড়ী বল্‌তো "না মেম সাহেব, রান্না করা জিনিষ দরকার নেই, গরীব মানুষ, জাতিই সম্বল, মা! তুমি আমার নাত্নীর মত, কিছু মনে কোরো না, তোমার ঢের করে হোক, তুমি এমনি করে লোকের উপকার কর, সাহেব বাবু ও তুমি আমার যা উপকার করেছ তার ঋণ কখনও শোধ কর্‌তে পারব না। মা বপের মত আশ্রয় দিয়ে, কোল দিয়ে, অভয় দিয়ে, সাহস দিয়ে, বাঁচিয়ে রেখেছ মা! তোমার এ বিশাল পুরীর মধ্যে কারো অত্যাচার ও প্রবেশের উপায় নেই। বাগানের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর বেড়া, চতুর্দ্দিকে শান্তি রক্ষক ঘুর্‌ছে দারোগা, ইন্‌স্‌পেক্টর, পুলিশ সাহেব প্রভৃতির বাড়ী পাশে পাশে. থানা, ফৌজদারী আদালত জেল, জেল দারোগা, সর্ব্বদাই পুরীটি বেষ্টিত করে আছে, তা ছাড়া সাহেবের চাপরাসীরা ত আছেই, বাবা এর মধ্যে যমও ঢুক্‌তে পারে না, পিঁপড়ে অবধি ফিরে যায়, এর মধ্যে আমরা যে কি নির্ভয়ে ও শান্তিতে আছি তা বল্‌তে জানি না। ইদানীং নানা বিপদে পড়ে ও মানুষের তাড়নায় বুকের মধ্যে একটা ভয় সর্ব্বদাই ছিল, তোমার শান্তিদায়িনী কোলে এসে আমরা শান্তি পেয়েছি, ঘুমিয়ে বেঁচেছি। মা লক্ষ্মী, বাবু সাহেবের জয় জয়কার হোক, আমার চুল যেমন পেকেছে তেমনি পাকুক, মা, গরীবের আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কি আছে? এত উপকার ও যত্নের চেয়ে আবার রাঁধা ভাতে কি শান্তি বেশী পাব মা? আর আমার শেষ কাল হয়েছে, এখন গঙ্গায় গেলেই বাঁচি।" অবশ্য বুড়ীর কথার ভাব আমরা একটু সংশোধন করেই লিপিবদ্ধ কল্লুম, কারণ গ্রাম্য ও নিম্ন

জাতির ভাষা বার বার পাঠক পাঠিকার ভাল না লাগতে পারে।

মেম সাহেব হেসে ঢলে পড়ে বল্লেন—"ও বুড়ি, আমার যে বামুনে রাঁধে, আমি ত ক্রীশ্চান নই।" বুড়ী তখন ভয়ে বলে "হ্যা বামুনে রাঁধবে বৈ কি তোমার? তোমার অভাব কিসের? তোমার চিরদিন রাঁধুক" এই বলে বুড়ী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালো। বুড়ীর ধারণা বাবা মুরগী না খেলে বড় লোক হয় না। বড় চাকরী কল্লেই 'কিশ্চেন্' হয়, তাদের চাকর বামুন সবাই মুরগী খায়, না মুরগী খেলে বড় লোকের বাড়ী চাকরী হয় না, এক গুঁয়ে বুড়ীর চিরদিনের মজ্জাগত দোষ ছিল, প্রথমে যা ধারণা করবে, সেটা কিছুতেই ছাড়বে না।

মেম সাহেব সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ, আধুনিক যুগের শিক্ষিতা ও অল্প বয়সী, সবে স্কুল ছেড়ে বিয়ের বৎসর চারেকের মধ্যে দুটী বেবী হলো। কোন অশান্তি, চিন্তা, ভাবনার ধার ধারতো না।

প্রস্ফুট কুসুম আপনার আনন্দে আপনি বিভোর, কখনও ঢুলুঢুলু আপনার সৌরভ আপনিই প্রফুল্লিত হয়ে সেই লোক সমাগম বিরহিত কুঠিতে একা একা ছড়া'তো, যেমন পুষ্পরাজি প্রাত সমীরণে সস্মিত বদনে ও স্নিগ্ধ শিশির মাখান গাত্রে, বাল সূর্য্যের দর্শনে আপনি আনন্দে অধীর হয়ে তাঁর অভ্যর্থনায় স্বতঃ উদ্‌গ্রীব হয়, আবার আপনি আনন্দ উচ্ছাস সম্বরণ করতে না পেরে আপনিই হেসে ঢলে' পড়ে, আবার পরক্ষণে আতপে কুঞ্চিত হয়, কখনও শুষ্ক ভাব। মেমের অবস্থা ও সেই রকম। কখনও অধীর, কখনও গম্ভীর, কখনও স্ফীত, কখনও কুঞ্চিত, কখনও আনন্দ, কখন নিরানন্দ, কখন আশা কখনও নিরাশ, এই সুরম্য ও স্নিগ্ধ উদ্যান গৃহে তাঁর ক্ষণে ক্ষণে নানা মানসিক অবস্থার নানা পরিবর্ত্তন। স্বভাবের ও মনের ভাবের স্থিরতা থাকে না।

সদাই ভরা নদীর তরঙ্গের মত উল্লাসে নেচে বেড়ায়, ও ফুলের মত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয়। সেই জন্যই কবিরা প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মনের সাদৃশ্য আছে বর্ণনা করে গ্যাছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেমের প্রকৃত নাম কি তা আমরা জানি না। মিসেস মিটার নামে এখানে তিনি অভিহিত। তিনি একজন কলিকাতা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। পিতা ব্যারিষ্টার, ৫৭টী ভাই বোন। ইনি ব্যারিষ্টার সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা, পূর্ব্বে লরেটোয় পড়তেন, স্বাস্থ্যের জন্য পরে দার্জ্জিলিংএ কয় বৎসর থেকে সেখানকার স্কুল থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেন, তথায় বোর্ডিংএ থাকতেন। পরে মিষ্টার মিটার আই সি এস, পাশ করে ফেরার পর ইহার সঙ্গে হিন্দুমতে বিবাহ হয়। মিষ্টার মিটার ও কলিকাতা নিবাসী উচ্চ কুল ও উচ্চ বংশীয়, পিতা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ও গোঁড়া হিন্দু, তাঁরও পুত্র ৬।৭টি। এ ছেলে বেশ কীর্ত্তিমান ছাত্র ছিল, বরাবর পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় এবং পুত্রের ও আই সি এস দেবার প্রবল বাসনা প্রকাশ করায় তাঁকে বিলেত পাঠান। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর বিবাহ হয় এবং সেই অবধি মেম সাহেবের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছুটীতে কি কোন দরকারে উভয়ে স্বদেশে আসেন।

মেমটি সাহেবের উপযুক্ত পত্নীই, বিধাতা যেন ইহাদের পূর্ব্ব থেকে মিলিয়ে রেখেছিলেন। সদাই হাস্যময়ী ও শান্ত প্রকৃতির লোক সুন্দরীও বেশ, কিন্তু এর রূপের একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে। এ রূপ যেন পূর্ণ চন্দ্রের আলোর ন্যায় স্নিগ্ধ ও মধুর, নয়নের অতৃপ্তকর। এ বিদ্যুতের আলোর ন্যায় চঞ্চল নয় ও চোখ ঝলসে যায় না। হৃদয় আলোড়ন করে। হৃদয় আকাশ ভেদ করে চমকে চমকে নয়নের অতৃপ্তি রেখে যায় না।

এ রবির তীব্র তেজের মত জগতকে আলোকিত ও উত্তপ্ত করে না। রবির দীপ্তির দিকে দৃষ্টির পর অন্য দিকে তাকা'লে যেমন জগতটাকে অন্ধকার দেখে এ, সে রূপের ছটা নয়। এ রূপ যেন চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনা আপনিই ঢলু ঢলু ভাব আসে, শুক্লা রজনীতে অতৃপ্ত নয়নে ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে চাঁদের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরামে ও শান্তিতে নিদ্রা এসে যেমন মনকে কোন সুখ স্বপ্ন রাজ্যে দিয়ে যায়, একে দেখেও মনভাব সেইরূপ শান্তিপ্রদ হয় এবং এর পবিত্র মাতৃরূপা মূর্ত্তি দেখে চোখ আপনা থেকে মুদ্রিত হয়ে' অন্য পবিত্র ও শান্তি পথে মনের গতি চলে যায়।

স্বামী যে পথে যান, ইনিও যেন জীবন সঙ্গিনীর ন্যায় স্বামীর পশ্চাৎ অনুশরণ করেন, কোন দ্বিধা নেই, প্রতিবাদ নেই, উভয়ে একমত, এক আত্মা, এক পরামর্শ, কি শান্তিময় সংসার! পবিত্র ও স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেম যেন ভগবান অযাচিত ভাবে দান করেছেন, ইহাদের রীতি নীতি দেখলে মনে হয় যথার্থ স্ত্রী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী, শান্তিদায়িনী জীবন সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী সহচরী বলে যে শাস্ত্র কারকরা নির্দ্দেশ করেছেন তাহা প্রকৃত।

এ প্রণয় হরতারণ বাবুদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পার্থক্য। এ প্রণয় অমৃত ধারার কোন গরল মিশ্রিত হ'য়ে মৃত সঞ্জীবনী গুণ নষ্ট করেনি। এ

লবণাক্ত ও বন্যার পঙ্কিল সলিল প্রবেশ করে' জল দূষিত করেনি। এ জল স্রোতের মধ্যে মৃত্তিকার আল দিয়ে ছেদন করেনি, এ প্রেমরূপ কৌমুদী আলোর উপর নীল বসন ঢেকে আলোর জ্যোতি আচ্ছাদিত করেনি। এ আলোর মাঝে মাঝে সাদা ধোঁয়ার মত মেঘ এসে আলোটাকে ঝাপসা করেনি, ও হঠাৎ কাল মেঘ আকাশে উঠে' আলোকে ঢেকে ফেলেনি ও বৈশাখী ঝঞ্ঝায় সমস্ত আলো শান্তিময় রাজ্য ছত্রভঙ্গ করে যায়নি। এ বিপুল জগতের সঙ্গে পূর্ণ চন্দ্রের আলোর মিলনের মধ্যখানে সূক্ষ্ম আবরণখানা দিয়ে জগতের সহিত ব্যবধান করেনি। একটী জলাশয়ের মধ্যখানে আল দিয়ে কেহই ভেদ করেনি—জল অতি নিকট অথচ উভয় জলে স্পর্শ মাত্রের সম্ভাবণা নেই। জলের ঘাত্ প্রতিঘাত্ মাটীর আলে লেগে আবার বাধা পেয়ে—জলের সঙ্গে জলের ঢেউ মিশে যায় না। এই দুই নদীর সমাবেশ তৃপ্তিকর ও দর্শন মধুর। সদাই সংসারের শত বাধা বিঘ্ন বুকে করে ব'য়ে গিয়ে হেসে হেসে উভয়ে উভয়ের শরীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ স্বচ্ছ প্রেম নদী হাস্‌ছে, নাচ্‌ছে, টল্‌ছে, দুল্‌ছে, চাঁদ বুকে করে কখনও পূর্ণিমা রাত্রে নানা খেলা বা লীলা কর্‌ছে। লৌহ-পাত দিয়ে ধরনীকে ঘিরে সূর্য্যের প্রখর আলো থেকে যেমন ধরণীকে বঞ্চিত করা আতপে মৃত্তিকা উত্তপ্ত হয় অথচ আলোয় পৃথিবী বঞ্চিত হয়। অন্ধকারে স্যাঁৎসেতে হয়, ফসলাদির অভাব হয়, পুষ্পের সৌরভ ছোটে না। সূর্য্য এত দূরে থেকেও মাটীর কিছু ক্ষতি করেনি, কিন্তু সামান্য লৌহ পাতের আবরণে এতটা ক্ষতি, এতটা ব্যবধান। কি আশ্চর্য্য? এ দম্পতি যুগল সেরূপ তৃষিত মরু নয়, এ স্নেহ ভক্তি মিশ্রিত উর্ব্বরা ও সরস শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, মনোরম পুষ্পোদ্যান। এ একটী দেখ্‌বার জিনিষ, বল্‌বার বস্তু। কবির লিপিবদ্ধ করবার জিনিষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খুড়ী ইহাদের ব্যবহার সর্ব্বদা অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌তো, তাহার যেন একটী নূতন জীবন এলো। মিসেস্ মিটার ও বুড়ীর সঙ্গে ও বুড়ীর বধূর সঙ্গে সময় সময় অনেক রকম কথা কইতেন, হাস্‌তেন তাঁরও একটা যেন সময় কাটাবার বস্তু এরা হ'লো।

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীদের সচরাচর কারো বাড়ী যাওয়া আসা, বা মেশা-মিশির রীতি কম্, কোনস্থানে একবারেই কেউ যাওয়া আসা করে না। কোন স্থানে কদাচিত কর্ম্ম উপলক্ষে কি সভা সমিতি হ'লে একখানা আমন্ত্রণ পত্র গেল, তথায় দু'জন উপস্থিত হ'লেন এই অবধি, অনেক সময় ইংরেজ ভাবাপন্ন লোক্‌দের সঙ্গে ও উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পল্লীবাসিনীরা মিশ্‌তে ভয় পায়—কেহ বা জাতির ভয় করে, আবার অনেক সময় এস ডি ও বা এস ডি ও পত্নীও গ্রামবাসীদের নানারূপ ধারণা শুনে তাঁরাও মেশা পছন্দ করেন না, কেহ কেহ ভাবেন মান যাবে, লোকের ভয় যা'বে বলেও ততটা মিশতেন না। এইরূপে তাঁরা প্রথমে সঙ্গীহীন প্রবাসীর মত থাক্‌তেন। নিত্য মেশামিশি আড্ডা গল্প গুজব করার সুযোগ তাঁহাদের ভাগ্যে কম ঘট্‌তো। পূর্ব্ববর্ত্তী পদস্থ মহোদয়গণ যে নিয়ম চলন করে যান সেটা বদলাতে সহজে পরবর্ত্তী পদস্থ মহোদয়রা সাহস করেন না কারণ ইহাদেরও অনেক সময় মেশামিশিতে অনেক ব্যাঘাত জন্মে।

যাই হোক, মিসেস্ মিটারকে সঙ্গীহীন একা একা বন্দিনী ভাবে এই সুরম্য বাগান বাটীতে বাস করায় যেন হৈম সদৃশ শৈত ভাব ও জড়তা আনতো, তার মধ্যে মাঝে মাঝে এই ছোট লোকের পরিবার গুলি আঁকা বাকা ও নীচ জাতীয় গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য ব্যবহারে এবং

নানা গল্প ক'রে ক্ষণে ক্ষণে মেমের মনে বসন্তের সরসতা এনে দিত।

মিসেস্ মিটারের জীবন, বায়োস্কোপের ছবির মত সম্পূর্ণ উল্টে গ্যাছে। ইনি বিদ্যালয়ে, ছাত্রী আবাসে, শিক্ষা দীক্ষায় নিয়োজিতা, সদা হাস্যময়ী, সঙ্গিনী দল ভুক্তা ছিলেন, সদা কলহাস্যপুর্ণ স্ফুর্ত্তির জীবন কাটিয়ে পরে নির্জ্জনে. নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে, সংসারীর মত নিয়মাবলীতে আবদ্ধ জীবন, সেটা'ও তার মধ্যে মধ্যে মনে বিষণ্ণতা এনে দিত, বিশেষ সাহেব যখন মফঃস্বলে যে'তেন তখন তিনি আরো একা পড়্‌তেন ; যে সময় সুবিধে হ'তো সাহেবের সঙ্গেও যে'তেন।

প্রত্যহ ঘড়ীর নিয়মের মত সমস্ত কাজ করা, কলের মত চলা, সময় মত স্নানাহার, নিদ্রা, গল্প, পড়া, গান, বাজনা, বৈকালে সাহেবের সঙ্গে বেড়ান, অবশ্য এ নিয়মের বশীভূত হয়ে বিদ্যালয়ে তাঁর চলা অভ্যাস ছিল, তবে বেবীদের লালন পালন, আয়ারা কেমন যত্ন করে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, সংসারের অন্যান্য তত্ত্বাবধান. আহারাদির ব্যবস্থা ও দেখা শুনা করা এ গুলা নূতন কাজ, এই গুলাই হাস্যময়ী, সংসার চিন্তা বিহীনা জীবনে নূতন পড়ায় অল্প বয়সী যুবতীদের কিছু বিরক্ত ভাব আসে. তাহাতে তিনি এ কাজ কখনও করেননি।

যখন মিসেস্ মিটারের মনটায় বিরক্ত বোধ হ'তো সে সময় তিনি বুড়ীদের ডেকে নানা গল্প করে' সময় কাটাতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বুড়ী মাঝে মাঝে নিজেদের ব্যবস্থার কথা সেই সময় জিজ্ঞাসা করতো। একদিন বুড়ী মেমকে কথা প্রসঙ্গে বল্লে—"হ্যাঁমা! আমি কবে আছি, কবে নেই। বউটার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? বাবা, সাহেব যে বলেছিলেন দয়া করে আমাদের চিরদিনের উপায় করে দেবেন?"

মে—হ্যাঁ বাছা তার চেষ্টা হচ্ছে, অনেক দূর এগিয়েছে, আমাদেরও আর বদ্‌লীর দেরি নেই, তার আগেই তোমাদের উপায় করে যা'ব।

এই শুনে বুড়ি কেঁদে ফেল্লে, বল্লে "মা, তোমাদের ছাড়্‌তে হ'বে মনে কল্লেও প্রাণটা কেমন করে, তোমরা আমার পরজন্মে কে ছিলে মা?"

মে—কেন কাঁদ মা? আসা যাওয়া করবে, তার আর ভাবনা কি? আমাকে ত মধ্যে মধ্যে কল্‌কাতায় যে'তেই হয় সেখানে মা, বাপ, ভাই, বোন, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ, যা প্রভৃতি আপনার লোকেরা থাকেন, একবার করে বৎসরান্তর অন্ততঃ না গেলে চলে না। তার ওপর কোন কর্ম্ম কাজে ও উৎসবাদি উপলক্ষেও যে'তে হয়, কোথাও না সন্ধান পাও, কল্‌কাতায় আমার দেখা পাওয়া সোজা, তোমরা যখন দেখ্‌তে ইচ্ছা করবে এবং যখনি কোন কোন মুস্কিলে পড়্‌বে আমাদের লিখো, নিশ্চয় আমরা তার যথাসাধ্য বিহিত করব। যাওয়ার খরচ পাঠা'ব; ঠিকানা দিয়ে যাব।

বু—তুমি দয়া কল্লেই নিশ্চয় চরণ দর্শন পা'ব কিন্তু এমন আর হ'বে না। আপদে বিপদে তোমায় না জানা'লে আর কে আমাদের আছে? তোমার চরণ ছাড়্‌তে ত ইচ্ছে করে না, দেশে ফিরতেও ইচ্ছে নেই, তবে ওর বয়স আছে ছেলেটা আছে, ওদের একটী ব্যবস্থা হয়েছে

শুনে যেন তোমার দোর থেকে গঙ্গায় যাই, আশীর্ব্বাদ করো যেন আর এ বয়সে সাত জায়গা ভেসে ভেসে বেড়া'তে না হয়। সারা জীবন এত কষ্ট ভোগ করে' মানুষের দ্বারা এত কষ্ট পে'য়ে যমের জ্বালায় জ্বলে আরও কি বাঁচতে সাধ হয়? বাছাকে বিদেয় দিয়ে যখন সেখানে থাক্‌তে পাল্লাম না তখন আর সেখানে যে'তে না হয় তাই বল মা।

মে—দূর ক্ষেপি, তুমি যা বলছ তাকি মানুষের হাত? আর এখন যদি মর বউকে দেখবে কে? আবার ত বউ একা পড়ছে, সন্তোষ একটু বড় হলে মৃত্যু চেও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে হরতারণ বাবুর কাছে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের এক গুপ্ত পত্র এলো। তাহাতে হরতারণ বাবু বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন।

পত্রের ভাবার্থ এই :—তাঁর বন্দুকের পাশের খাজনা বৎসর বৎসর যা দেবার কথা তা দেওয়া হয়নি, এজন্য তার বাকী খাজনা ও জরিমানা স্বরূপ ১০,০০০ হাজার টাকা দিতে হ'বে, আর একটী বিষয় দিলেন, আপনি ত অনেক অন্যায় কার্য্যে চিরদিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, প্রজার প্রতি এবং অনেক স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করেছেন শুনিছি কিন্তু সৎকাজের জন্যও সাধারণ লোকের উপকার অর্থে কি ব্যয় করেছেন? আমরা কিছু টাকা চাঁদা তুলিছি এবং আপনাকে অর্দ্ধাংশ দেবার জন্য অনুরোধ করছি—অবিলম্বে এই টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। তাহাতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনা করব স্থির করিছি, দেরি কল্লে ক্ষতি হ'বে। আর একটী কথা এই যে স্কুল হ'বে, তাহাতে গরীব ছেলেরাও ফ্রি পড়বে।" এই নিয়ম ধার্য্য হ'বে ও স্কুল তোমার নামেই হ'বে। শুনলাম আপনার পীড়নে একটী বাগদীর মেয়ে, শিশু পুত্র নিয়ে দেশ ত্যাগিনী হয়েছিল ঐ স্কুলে তার ছেলেও বিনা বেতনে পড়বে। সেই স্ত্রীলোক আবার ফিরে এসে দেশে বাস করবে। তাহার প্রতি আর কেহ অন্যায় অত্যাচার করতে না পারে আর তার ছেলে বড় হ'লে রাজকীয় কোন কাজ পাবে। এ বিষয়ে রেকর্ড রেখে যা'ব। আর সম্প্রতি আপনাকে যা বল্লাম সেই মত কাজ করতে চেষ্টা করবেন। আপনি জানেন যে কাজগুলি, এ পর্য্যন্ত হয়েছে তা প্রমাণ হ'লে রাজার আইনে তার প্রতিবিধান কি? মিছি মিছি আর কেন মামলা মোকদ্দমা করে কতক গুলো টাকা ব্যয়

হ'বে অথচ তার ফল কি শেষে হ'বে তা বলা যায় না, কারণ সে অনাথা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনেক পদস্থ লোক সহায় আছেন, কাজেই এ বিষয় আর কোন দ্বিরুক্তি না করে' অবিলম্বে পত্র মত কার্য্য করবেন। স্কুল ও ডিস্‌পেন্‌সারী অবশ্য আপনার নামে হ'বে।"

বলা বাহুল্য যে বুড়ীর আশ্রয় দাতা মিষ্টার মিটারই ইহার মূল। তিনি গোপনে এই সব চেষ্টা করেছেন। বিলেতে বীরভূমের কালেক্টার মিষ্টার জনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাঁকে এ বিষয় লিখে এবং সমস্ত পন্থা বলে দিয়েছিলেন। বিলেতে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, উনি এক বাসের তলায় হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাবার উপক্রম হয়েছিল, মিষ্টার মিটার পথে যাচ্ছিলেন তাঁকে এরূপ বিপন্ন দেখে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। সাহেব প্রাণ পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভারতবাসী বাঙ্গালী দেখে তাঁর পরিচয় নিলেন এবং বল্লেন দরকার হ'লে জানাবেন আমি উপায় করব। সেই অবধি তার সঙ্গে বিলেতে যাতায়াত, খাওয়া দাওয়া, আমোদ প্রমোদ চল্‌তো।

দেশে ফিরেও উভয়ে উভয়ের কাজ উপলক্ষ্যে ঘুরে বেড়ান। মধ্যে মধ্যে চিঠি পত্র চলে। কলকাতায় এলে দেখা শুনাও হয়। বুড়ীদের ভাগ্যদেবী এখন সুপ্রসন্না তাই এখন সুবর্ণ সুযোগ মিলল, বীরভূমেই তিনি উপস্থিত কালেক্টার। সুতরাং তাঁকে দিয়ে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করা সহজেই হ'লো: মিষ্টার জন ও স্বয়ং আরো অনেক চেষ্টা করেন তাঁর ও প্রাণে ইহাদের দুঃখের কথা শুনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল। জমিদারের উপর তিনি অনেক কারণে চটা ছিলেন। তিনিও স্কুল ও ডিস্‌পেন্‌সারী খোলার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ওখানে ঐ দুটির অভাব ছিল! তারপর মিষ্টার মিটার অবধি যোগদান করায় খুব সুযোগ হ'লো। ভগবানের ইচ্ছে হ'লে এ রকম সকল বিষয়ই সুবিধে হয়ে যায়। তিনি বৈমুখ হ'লে বা

তাঁর তখন ইচ্ছে না হ'লে যা ধরা যায় তাই ফস্‌কায়। কোনটা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি সদয় হ'লে সব দিকে সুবিধে তিনি করিয়ে দেন।

জমিদার বাবু পত্র পড়ে' কাহাকেও কিছু প্রকাশ কল্লেন না। বৃদ্ধ ভীত হ'য়ে নায়েব চরণ বাবুকে ডাকিয়ে বল্লেন "শীঘ্র মাহালে গিয়ে যেমন করে পার হাজার ১০০০০্‌ টাকার যোগাড় কর, প্রজার নিকট থেকে না পাও কোন তালুক বন্ধক দিয়ে টাকার যোগাড় করার উপায় কর, কোন মহাজনের চেষ্টা দেখ। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ লিখেছে দিতেই হ'বে, আবার দেরি কল্লে চল্‌বে না। আমার মাথার ঠিক নেই, আবার ছেলেদের বল্লেও রেগে যা'বে, কোন কাজও তাদের দ্বারা হ'বে না।

নায়েব 'যে আজ্ঞে' বলে টাকার উদ্দেশ্যে তালুকে গমন কল্লেন এবং তথায় গরীব প্রজাদের প্রতি জুলুম করে' কতক টাকা যোগাড় হ'লো। পরে কতক গুলো তালুক বন্ধক নেবার মহাজন ঠিক কল্লেন, পরে জমিদার সই করে মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মোট ১০,০০০ হাজার টাকা যোগাড় করে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে লিখ্‌লেন—"স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় আমার নামে না করে আমার স্বর্গীয়া পত্নী শ্রীমতী তারিণী দেবীর নামে করবেন। এবং তাঁর একটী তৈলচিত্র ও প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি করে আমি শীঘ্র পাঠাইতেছি। তন্মধ্যে একটী বিদ্যালয় গৃহে ও একটী ঔষধালয়ে রেখে দেবেন।"



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পেমার মা আজ ৩ বৎসর দেশ ত্যাগিনী হ'য়েছে। কেউ আর তার কথা বড় বলে না খোঁজেও না।

এদিকে জমিদার হরতারণ বাবুর আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবনতি হ'তে লাগ্‌ল। দেনা মামলা মোকদ্দমার জ্বালায় অস্থির, জমা তালুক লাট বাগান পুকুর ক্রমশঃ আধা কড়িতে ঋণের দায়ে নিলামে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপে এবং তাঁর ভয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুলে টাকা দেওয়া এই সকল কারণে তিনি কিছু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। ছেলেরাও এই সকল ব্যাপারের জন্য পিতার উপর বিরক্ত। ঋণের জ্বালা, মহাজনের তাড়না, সংসারে গৃহিনী অভাবে বিশৃঙ্খলা, পিতা উদাসী, ভালরূপ ছেলেদের দিকে কখন দৃষ্টি দেননি, লেখা পড়ার ভাল ব্যবস্থা করেন নি, কেবল সারা জীবন আপনার আমোদ ফূর্ত্তি নিয়েই কাল কাটিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাও বাহিরের অভিজ্ঞতাও ছেলেদের হয়নি। পিতা সেজন্য কখনও চেষ্টাও করেননি। সুতরাং গ্রামে ব'সে গ্রাম্য লোক ও প্রজা খাতক, কৃষক গোয়ালা এদের সঙ্গেই সারা জীবন বেড়িয়ে ও খেলিয়ে মেনা দেনা সেই রকমই কতকটা ভাবগতিকও দাঁড়িয়েছে। তাহাদের কখনও বাধা দেবার লোক ছিলনা সুতরাং তাহাদের অবাধ গতি।

ছেলেদের নানাবিধ কারণে কতকটা শিক্ষার অভাব এবং পিতার ও কর্ত্তব্যের ক্রটী কিছু থাকায় ছেলেরাও পিতার প্রতি ততটা শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শেখেনি। অভাব হ'লে বা কোন অসুবিধে হ'লেই বলতো, আমাদের পিতাই দায়ী সেইজন্য আমাদের কত কষ্ট, আমাদের লেখা পড়া শেখা'লেন না, আবার বিষয় সম্পত্তি সব খোয়া'তে বসে'ছেন,

আমদের আর চলবেই বা কি করে?

বুড়া শেষ কালটায় নানা অশান্তিতে নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে বাস করে হরিনাম করেই শেষ জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পুত্রদিগের হস্তে বিষয়ের ভার দিলেন।

পুত্রদিগের হস্তে বিষয় পড়তেই তারা চরণ বাবুকে বরখাস্ত করলে। চরণ বাবুর উপর ইহারা কোন কালেই সন্তুষ্ট ছিল না। কেবল পিতার খাতিরে কেহ কিছু বলতে সাহস করত না। চরণ বাবুই যেন হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সংসারে, মাহালে, আবাদে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, সকলের কাছে ইঁহার আধিপত্য ও প্রবল প্রতাপ। ইনিই হরতারণ বাবুর দক্ষিণ হস্ত কিন্তু ইনি জমিদার বাবুর বহুল অর্থ চিরদিন শোষণ করেছেন। ইনিই একটী ক্ষুদ্র জমিদার, ইনি নিজের স্বার্থের জন্য বাঁড়ুয্যে পরিবারের চিরদিন বিশেষ অনিষ্ট করে এসেছেন, অথচ বাহিরে অতি সুন্দর ব্যবহার, দেখলে বোঝা যায় না। অতি নম্র, ধর্ম্ম প্রাণ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কায়স্থ বাড়ী জল অবধি গ্রহণ করেন না। সন্ধ্যা বন্দনা না করেও পানীয় জল খান না। এমন কি কায়স্থের নিকট দাস্যভাব স্বীকার করা, কায়স্থের দান গ্রহণ করা পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণের গৌরবের হানি মনে করে কখনও সে কাজ করেননি।

চরণ বাবুর পূর্ব্বে বাসস্থান ও জন্মস্থান ছিল ঢাকা জেলার কোন পল্লী গ্রামে। তিনি চাকরীর জন্য দেশের বাহিরে আসেন কিন্তু আপনার সমাজের রীতি নীতির কখনও ব্যতিক্রম করেননি। লোক পরম্পরা হরতারণ বাবুর সরকারে চাকরী খালি আছে শুনে তাঁর ঐ গ্রামে যান এবং বাবুর সঙ্গে দেখা করতেই তাঁর সুনজরে পড়লেন। স্বজাতি জমিদার তাঁর প্রভু হলেন, কাজেই চরণ বাবু যা চান তাই পে'লেন সুতরাং তাঁর আনন্দের সীমা রহিল না।

ভাগ্যক্রমে চরণ বাবুর অবস্থা ক্রমশঃই ফিরতে লাগল, এখানেই

বাড়ী ঘর জমী বাগান পুকুর সমস্তই কল্লে। পরিবারবর্গও আন্‌লেন. ক্রমেঃ ক্রমেঃ বাড়ী যাওয়া বন্ধ হ'লো কারণ চরণ বাবু ব্যতীত জমিদার বাবুর একদণ্ড চলেনা, এইরূপে তিনি ঐ গ্রামেই বসতি করলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার (চরণ বাবুর) প্রভুভক্তির গুণে সতীলক্ষী জমিদার পত্নী চিরদিন চক্ষের জল ফেলেচেন, এবং মৃত্যুকালে ছেলেদের বলে যান, বাবা, চিরদিন এই চরণের জ্বালায় জ্বলে' মরলাম। আমি কিছু প্রতীকার করতে পারিনি, তোমাদের গর্ভধারিণী বলে যদি আমার প্রতি তোমাদের কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে এবং আমার দুঃখে দুঃখী হ'য়ে থাক তা'হলে সারা জীবন যে আমার চক্ষের জলের স্রোত ব'য়ে নদীর ন্যায় গ্রামটা ভেসে গ্যাছে, সেই স্রোত মধ্যে ঐ চরণের দর্প চূর্ণকণা যদি নিক্ষেপ কর তাহাতেই আমার শ্রেষ্ঠ তর্পণ হ'বে, তাহাতেই আমি মুক্তি পাব, এই ভীষণ প্রতিহিংসা নিয়ে শান্তি পাব, এবং সংসারের প্রবল আশক্তি নিয়ে চল্লাম, এবং প্রতীকার না হ'লে আমার উদ্ধার নেই।

চরণ বাবুর কর্ত্তা সাধনা কর্ত্তে শুধু বৃন্দাবন বাস ব্যবস্থা করতে লাগ্‌লেন এখন সংসারত্যাগী হ'য়ে কেবল তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। ছেলেরা দিলে জবাব। চরণ বাবুর এইবার ভাগ্য সূর্য্য অস্ত গেল। অর্থের অভাবে প্রবল কষ্ট, ইহাতে যত অশান্তি, আত্মজনের বিষাদ ও অসন্তোষের কারণ হয় এত আর কিছুতে নয়।

চরণ বাবুর দ্বিতীয় বারের পত্নীর গর্ভে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে অনেক গুলি, প্রথম পক্ষেরও বড় বড় ছেলে মেয়ে অনেকগুলি সুতরাং তাঁর সংসার বিশাল। কর্ত্তার সংসারে কর্ম্ম ক'রে এতদিন যা করেছিলেন চাক্‌রী যাওয়াতে তাই বেচে কিনে দেনা পত্র করে সংসার চল্‌তে লাগ্‌ল। কারণ তাঁর উপর এত বড় সংসারের ব্যয় ভার সমস্তই ছিল, প্রথম পক্ষের ছেলেরা কিছুই কর্‌ত না, বড় বড় ছেলে মেয়েরা পিতাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা নিষেধ সত্বেও বিবাহ করায় তাহারা পিতার উপর বিরক্ত ছিল এবং পিতার ঘাড়ে ব'সে ব'সে খেতো, কেহ কোন উপার্জ্জনের চেষ্টাও কর্‌ত না। ক্রমে পিতার চাকরী গেল, সংসারে আরো অভাব এলো সুতরাং সদাই ঝগড়া গণ্ডোগোল, অশান্তি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হতে লাগ্‌ল। ক্রমে সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি গিয়ে দেনা হ'তে লাগ্‌লো। চরণ বাবুর সংসারে বড় কষ্ট, নানা অশান্তি, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, আবার বয়সও হয়েছিল।

এই সকল নানা কারণে তাহার মস্তিস্ক ও দুর্ব্বল হ'তে লাগ্‌ল। বৃদ্ধকালে শান্তি, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্যের জোরে দেহের ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি হয়। বৃদ্ধকালে যার দরকার সেই গুলির তাঁর পুরামাত্রায় অভাব হ'লো এজন্য তাঁহার মস্তিস্ক একটু বিকৃত ভাব ধারণ কল্লে, কেউ বলে উন্মাদ, কেউ বলে মস্তিস্কের দুর্ব্বলতা, তার উপর নানারূপ অশান্তিতে ঐরূপ হচ্ছে। ভালরূপ যত্ন শুশ্রূষা কল্লে, সমোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য পেলে, মনে শান্তি থাকলে এ ভাব সে'রে যাবে। কিন্তু সে নিয়ম যত্ন এখন আর কি করে হবে?

চরণ বাবুর মানসিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'লো। রাস্তায় রাস্তায় নানা এলোমেলো কথা বলে ছুটে ছুটে বেড়া'তেন, খাওয়া দাওয়া সব গ্যালো। তারপর কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন কেউ খুঁজে পেলে না।

কিছুদিন পর চরণ বাবুর স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি নিয়ে

পিত্রালয়ে গেল। তাহার পিতা ছিল না, মাতার অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি দেবর, ভাই, কাকা, ও মামার বাড়ী মাঝে মাঝে গিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। কন্যা যাওয়ায় ছেলে মেয়েগুলি নিয়ে আর কারো বাড়ী থাকা অসম্ভব হ'লো। কাজেই নিজের ভিটেয় থেকে মাতা কন্যা জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন পন্থার ব্যবস্থা করলেন। নইলে চলেনা. বার মাস এতগুলি প্রাণ কে পোষে?

মাতা কন্যা পৈতা তোলে, চরকা কাটে, জামা, সেমিজ, পেনী, সায়া, মোজা, টুপী, গলাবন্ধ, পশমের জামা প্রভৃতি করে' বিক্রয় করে। পুঁতির খেলনা বুনে বিক্রয় করে। ক্ষিপোষ কার্পেটের আসন বুনে বিক্রয় করে তা ছাড়া নিজের বাড়ীতে নানাবিধ তরকারী দিয়ে নিজেরা যত্ন করে তরকারী অনেক হ'লে নিজেরা খায়, বাকী বিক্রয় করে। গুটি দুই বক্‌না ছিল, মা তাকে পোষানি দিয়ে হেথা হোথা যেতো। মেয়ে গিয়ে তাদের বাড়ী আনিয়ে যত্ন করতে লাগল, বক্‌নাগুলি ক্রমশঃ বড় হয়ে দুধ দিতে লাগল। তারা দুধ ঘরে খেতো এবং পাড়ায় বিক্রয় করতো, নানাবিধ খাবার করে ঘরেও খেতো পাড়ায় বিক্রয় করতো। ব্রাহ্মণের মেয়ে কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাবার অনেকে ঠাকুর দেবতা বিধবা প্রভৃতির জন্য কিনিত। ঘুঁটে দিত, ঘরে চলিত বিক্রয় করিত। তা ছাড়া গ্রামে কারো বাড়ী পূজা পার্ব্বনের সময় কয়দিন গিয়ে তারা ঠাকুর দেবতার কাজ করে আসতো। ইহাতে কয়দিন তাহাদের আহারাদির জন্য সিদে পেত। ছেলেরা খেত, কর্ম্ম কাজ মিটে গেলে কাপড় চোপড় বকশিস্ পেতো। এইরূপ নানাপ্রকারে মাতা কন্যা সংমিলিত হয়ে নিজেদের দিনপাতের উপায় করতো। মোটের উপর তাদের চলে যেতো মন্দ নয়।

চরণ বাবুর ছেলেরাও অবশেষে নানারূপ কষ্টে পড়ে, অর্থের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গেল শেষে বাড়ী চাবী বন্ধ রইল।

তারপর জঙ্গলে পরিপূর্ণ হ'লো। বাড়ীর কোনদিক ভেঙ্গে পড়ছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ ও কত আগাছা কু-গাছায় বেরিয়ে বাড়ী ক্রমশঃই ভূমিসাৎ হতে লাগ্‌লো। তথায় যে কখনও কলহাস্যপূর্ণ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল, এত লোকের বাস ছিল তাহা দেখে কেউ অনুমান করতে পারতো না।

নিধের অবস্থা শেষ শোন্‌তে পাওয়া যায়। কখনও মাটী কাটে, কখনও ধান কাটে, কখনও কারো গরুর কাজ করতো, কখনও কারো বাগানের কাজ করতো। তারপর এক গৃহস্থ বাড়ী চুরি করার অপরাধে ৩ মাস জেল হয় এবং জেলে জ্বর অতিসারে মৃত্যু হয়।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

ম্যাজিষ্ট্রেট টাকা পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হয়ে' অবশ্য জমীদার মহাশয়কে ভদ্রোচিত ব্যবহার করে এবং ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখ্‌লেন। তাঁর মৃতা পত্নীর নামে বিদ্যালয় ও ঔষধালয় হ'বে তাও জানা'লেন।

ইংরাজের অদম্য পুরুষকার ও অধ্যবসায়, তাঁহারা যে কাজে লাগেন সে কাজ শেষ না করে ছাড়েন না, আবার শেষ করতে বেশী দিনও লাগে না।

শীঘ্রই বিদ্যালয় ও ঔষধালয় স্থাপিত হয়ে গ্যাল এবং জমীদার বাবুর ইচ্ছানুক্রমে হাই স্কুলের নাম হ'লো 'তারিণী শিক্ষালয়', আর ঔষধালয়ের নাম হ'লো 'তারিণী ভেষজ ভাণ্ডার' আর যথাস্থানে জমীদার বাবুর প্রেরিত তাঁর স্ত্রীর তৈলচিত্র ও প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপনা করলেন। এটা ইংরাজ জাতি বেশ পারেন, স্ত্রীলোকের সমাদর ও মর্য্যাদা রক্ষা করতে চিরদিনই ইংরাজ সমাজ উন্নত।

একটা দিন স্থির হ'লো, সেই নির্দ্ধারিত দিনে গৃহদ্বয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন হ'বে এবং গৃহ উন্মুক্ত দিনে ঐ গৃহে সভায় ঐ জেলার ভদ্র মহোদয়-গণের অধিবেশন হবে, ম্যাজিষ্ট্রেটই সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন, তাঁর নামে সমস্ত নিমন্ত্রণ পত্র ছাপান ও যথাস্থানে প্রেরণ করা হ'লো।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার আফিসের কর্ম্মচারীবর্গ ও পিয়নের দল, ঝাড়ুদার, জমাদার, পাখা টানা প্রভৃতি নিয়ে কয়েক দিন খুব পরিশ্রম করতে লাগ্‌লেন। বাড়ী পরিষ্কার করা, ঝাঁটান, ঝাড়া, নানা প্রকার ফুল দিয়ে ফুলের তোড়া, ফুলের মালা কলকাতা থেকে ফরমাস্ দিয়ে আনিয়ে টেবিলে টেবিলে অসংখ্য ও নানারকম ফুলদানীতে সাজানো হ'লো। সুন্দর সুন্দর নানাপ্রকার আস্‌বাব্ পত্র কতক

কিনে, কতক জোগাড় করে, অতি মনোরম ভাবে গৃহ সুসজ্জিত করা হ'লো। আর স্বর্গীয়া জমীদার পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র খানিকে নানাপ্রকার ফুল ফলের নানা গহনা, ফুলের মুকুট, ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে ও বেশ লাল চওড়া পাড় বীরভূম সাড়ী পরান হ'লো। প্রস্তর মূর্ত্তিকে একটী পাথরের বেদী গেঁথে তার উপর ভেল্‌ভেট জরির কাজ করা চাদর পেতে তার উপর সেই মূর্ত্তিকে বসা'লে। নানা কুসুম পল্লব লতা পত্র প্রস্তুত এক ছত্র মস্তকের উপর স্থাপিত। আর চিত্র খানিকে একটী কুসন চেয়ারে স্থাপিত করে তাকেও নানাপ্রকার ফুলের দ্বারা ও ফুলের মালা দ্বারা সাজান হলো। আশে পাশে ডে লাইটে যেন যথার্থ ই দিনের মত সভাস্থল আলোকিত হয়ে গিয়েছে।

কলকাতা থেকে নানাপ্রকার ফল, কেক, ফার্পোর পাঁউরুটী, বিস্কুট, চা প্রভৃতি সান্ধ্য ভোজনের প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আনিয়েছেন। তা ছাড়া বড়বাজারের নানাপ্রকার মিষ্টান্ন আনা হয়েছে। ক্রমাগত কয়েক দিন কল্‌কাতায় লোক আনাগোনা করছে। আবার স্থানীয় মিষ্টান্নর দোকানে ও নানাপ্রকার খাদ্যের অর্ডার হয়েছে। ব্যাচারী ময়রার দল সমস্ত রাত্রি দিন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অবিশ্রান্ত ভেন চালাচ্ছে। ব্যাচারীরা ভাব্‌ছে বড় বড় লোকের ও সভাসমিতির ব্যাপার একচোট খুব দাঁওয়া লোটা যাবে। পাঁচ জনের পয়সা বৈত নয়? আর সাহেব ও আর আমাদের দেশী খাবারে দর দাম কি জানে? নিম্ন কর্ম্মচারী-দের হাতেই পদগুলো চলে, ওদের সন্তুষ্ট করতে পারেই আমাদের লাভ বাস, ডবল দাম লুটব এখন যোগাতে পারেই হ'লো। আহা! ময়রা ব্যাচারীরা সহরের মত এত বায়না রোজ পায় না। তারা মধ্যে মধ্যে এরূপ দাঁও খোঁজে বৈকি? নতুবা তাঁদের চলে কি করে?

নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী ভারে ভারে আসছে, সে সব সামগ্রি ওজন করে নেওয়া, দাম লেখা, চাবী বন্ধ করা এ সব তার হেড ক্লার্ক

বাবুর উপর ছিল। কল্‌কাতা থেকে আনা নেয়া, হিসাব করা এ সব একাউণ্টেণ্ড বাবুর হাতে ও অন্যান্য তত্ত্বাবধান পিয়নদের খাটান মোক্তার বাবু ও অন্যান্য কাজ এক এক কাজ এক এক আম্‌লা বাবুদের উপর ন্যস্ত ছিল।

টেবিলের উপর সরায় সরায় কোন স্থানে ডিসে ডিসে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী সাজান হ'লো। সোডা লেমনেড বোতল বোতল বরফ জল ঘোলের সরবৎ কেউ কেউ খাচ্ছে, কোন স্থানে চায়ের বিপুল আয়োজন। কমপাউণ্ডে প্রকাণ্ড পাল খাটান, তার নীচে একটা মস্ত বড় গর্ত্ত খনন করে বড় বড় গুঁড়ি জ্বেলে তার উপর এক মণ জল ধরে একটী ডেক্ চড়ান আছে। চুল্লীর নিকটে আর একটা ডেক্ রয়েছে আর প্রায় ৴৪ সেরি এ্যালিউমিনামের প্যানে করে কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে নীচের ডেকে ঢাল্‌ছে, আর তার মধ্যে এক৲ পাউণ্ড আন্দাজ 'চা' আর এক পোঁটলা চিনি (৴২৷৹ সের) সের দুই দুধ সেই ডেকে অনবরত ঢাল্‌চে আর চা সেই অপর ডেকে তিনটি উপাদান একত্র হয়ে চা প্রস্তুত হ'লে এনোমেলের ৴৫ সেরি মগে তুলে অনবরত চায়ের বাটী গুলিতে কোন চাপরাসী চাল্‌ছে, কেহ বড় বড় ট্রেতে করে বাটীগুলি সাজাচ্ছে, কেউ ট্রে ধরে বহন করছে, আবার চা প্রস্তুতের জায়গাতে চাপরাসীগুলি মণ্ডলাকার হ'য়ে বসে দু-চার বাটী আপনারাও পান করে কাপগুলি বাবুদের অজ্ঞাতসারে কত প্রসাদী করেও ফেলছে, চাপরাসীদের বাটী কাড়াকাড়ি, তুই খেলি আমি খেলাম, বাঃ বেশত এই সব কোলাহল তাদের মধ্যে হতে লাগ্‌ল। আবার বাবুদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞেস কল্লে বলে "না না কিছু নয়।" এইতো চায়ের জায়গার ব্যাপার! চায়ের জায়গায় পিয়নদের চিলের মত ছোঁ মারা দেখ্‌লে আর সভা সমিতির চা খেতে রুচী হয় না তবে খেতে হয় যদি একজন চতুর লোক পাহারা দেওয়া ভাল। নতুবা উহারা

এ মৌতাতের লোভ সম্বরণ কিছুতেই কর্‌তে পারে না, পরে আবার ও ধৈর্য্য থাকে না, মনে করে বাবা শেষে যদি না কুলায় এই গরীব লোকগুলির জন্য ওরা কি আবার চা আনাবেন। বাবুদের টান পল্লে আবার আসবে অতএব নে বাবা বাবুদের বাটীতেই ভাগ বসান ভাল।

কল্‌কাতা থেকে বায়না দিয়ে এক সুগায়িকা আনা হয়েছে, এদিকে অন্য স্থানে তার গান, বাজনা, আমোদ, স্ফূর্ত্তি ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, হাসির ফোয়ারা ছুট্‌ছে, গগনভেদী পুরুষের কথা বার্ত্তায় আওয়াজে গৃহ এবং বনস্থলী শুধু কেঁপে উঠ্‌ছে। একে আমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়-গণ ও উচ্চ পদস্থ নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারী, গ্রামবাসী, ভিন্ন গ্রামবাসীগণের উপস্থিত হ'লেন, সাহেব স্বয়ং সকলের অভ্যর্থনা করে বসালেন, মিষ্টার মিটারও এসেছিলেন, অবশ্য বলা বাহুল্য যে ঘর বন্ধ। গেটের সম্মুখের কমপাউণ্ডে ত্রিপল খাটিয়ে এই সব স্ফূর্ত্তি চল্‌ছে।

জমীদার বাবুকে ও সপরিবার আসার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁর দ্বারা দুই গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন হ'বে এবং সভার অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছিল।

জমীদার বাবু সপুত্র ও পৌত্র সহ যথাসময়ে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে এসে উপস্থিত হ'লেন। ভদ্র মহোদয়গণ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দ্বয় স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করে এবং একটী সুন্দর মালা তার গলায় পরিয়ে তুলে আন্‌লেন এবং রূপার চাবীটি তাঁর হাতে দিলেন।

জমীদার বাবু রূপার তালাটি খুলে গৃহে প্রবেশ করতেই সম্মুখে তাঁর স্ত্রীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ফুল সাজে ভূষিতা ও পট্টবস্ত্র পরিহিতা সেই সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত গৃহ মধ্যে দেখে হঠাৎ কেমন ভাবান্তর এলো, সেই সময় গায়িকাও গানের সুর ধরেছে—
"আজু রজনী—হাম্ ভাগে পোহায়িনু পেখিনু পিয়া মুখ চন্দ্রা"

তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লেন "এই যে

সাজিয়েছেন তো বেশ? ব'লে মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হ'লেন, পরে খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নীরিক্ষণ করতে লাগ্‌লেন এবং মনে মনে পত্নীর উদ্দেশ্যে বল্লেন "তুমিত বহুদিন স্বর্গে গ্যাছ কিন্তু তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম চলে যায়নি। তোমার পার্থিব এবং ক্ষণস্থায়ী নশ্বর সুখের বিঘ্ন হ'লেও তুমি সময় সময় নিজেকে অসুখী মনে কল্লে এবং অশান্তির কারণ থাক্‌লেও সেটা অলীক, সেটা পার্থিব, তাহার স্থায়িত্ব অতি অল্প। তুমি নারী জীবনের মহত্ত্ব, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, ও পতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছ, সে পুণ্য রূপ রত্ন বিধির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে গ্যাছে। তা ধ্বংস হ'বার নয়, ক্ষয় হ'বার নয়, তা চিরদিনের স্থায়ী ধন রত্ন, আর সৎ কাজের সৎ পরিণাম আপনি করে নিয়ে অমর পুরীতে গ্যাছ, আবার তথা হ'তে বাকী টুকু যাহা তোমার সাধ হয়ত মনে ছিল তাহাও আপনি অমর ধামে বসে করিয়ে নিলে। নতুবা এ কার্য্যের এ উদ্যোগ কোথা থেকে এলো? আমার মনেই বা হঠাৎ এ বাসনা উদয় হলো কেন? তোমার গৌরব চির স্মরণীয় রাখ্‌বার জন্য এটা বিধির চক্রও হ'তে পারে। তুমি একবার অমর মূর্ত্তিতে দেখ, তোমার নাম উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হয়ে দীর্ঘ দিনের পর সর্ব্ব সমক্ষে জ্বলে উঠ্‌লো, এতগুলি মহৎ সদ্‌ব্যক্তির সমক্ষে তোমার সমাদর হ'বে, মর্য্যাদা হ'বে, তোমার গুণের আবৃত্তি হ'বে, তোমার পতি পুত্র বসে শুনবে এবং তারাও তোমার বিষয় বক্তৃতা করবে, এর চেয়ে কি আর তোমার ভোগ বিলাস সুখ বেশী? যে ত্যাগী সেই সুখী, যার আকাঙ্ক্ষা আছে সেই দুঃখী। আজ দেখ তোমার মত ভাগ্যবতী কয়জন?

তোমার ছেলেরা লেখা পড়া না শেখায় তুমি দুঃখ করতে, আজ দেখ তোমার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এক দিক দিয়ে পূর্ণ হচ্ছে, তুমি অমরধামে ব'সে দেখ, কত অভাবী, বিদ্যার্থী, শত শত পল্লীসন্তান

শিক্ষালাভ করে তোমার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করবে, আর এই ভেষজ ভাণ্ডারেও তুমি অমর মূর্ত্তিতে বসে সর্ব্ব রোগের ঔষধ করে মৃতসঞ্জিবনী দ্বারা মানুষের জীবন দান কর। তোমার নামের তা'হলেই সার্থকতা হ'বে এবং আমার অর্থ ব্যয়টা সার্থক মনে কর্ব।" এই বলে আপনার গলার মালাটি খুলে সেই মূর্ত্তির গলায় দিয়ে নিজের নির্ব্বাচিত আসনে বস্‌লেন।

জমীদারের ভাবটা সমবেত সকলই লক্ষ্য কর্‌লেন। তন্মধ্যে কেহ হাস্‌লেন, কেহ ব্যথিত হ'লেন। তারপর বক্তৃতা আরম্ভ হ'লো।

তারপর খাওয়া দাওয়া, তারপর আবার নানা প্রকার আমোদ কৌতুকে কয়েক ঘণ্টা অতীত হলো, পরে সভা ভঙ্গ করে সকলে আপন আপন ঘরে গেলেন। বলা বাহুল্য যে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে গান বন্ধ ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

এদিকে মুর্শিদাবাদের সব ডিভিসেনাল অফিসার মিষ্টার ডি, এন মিটার বুড়ীদের বাড়ীর ও তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের এক ফণ্ড করিবার জন্য কিছু টাকা চাঁদা তুল্‌লেন্‌ এবং তাহাদের পৈত্রিক ভিটায় ঘর তৈয়ার করতে লোক পাঠা'লেন।

বাড়ী যথা সময়ে প্রস্তুত হ'য়ে গেল। পুয়োর ফণ্ডে থেকে কিছু টাকা মাসিক পাবার এই ব্যবস্থা করলেন যে তার ছেলে যতদিন উপযুক্ত না হয় ততদিন অবধি ২৲ টাকা করে মাসিক পাবে আর চাদা তুলে যে টাকা জমা করেছিলেন তা বীরভূমে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পাঠা'লেন সেই টাকার সুদ থেকে কিছু পা'বে। এই তো কোন রকম তাহাদের চল্‌বে। ম্যাজিষ্ট্রেট পরম্পরা ঐ টাকার অভিভাবক হ'বেন ও তাঁহারা এদের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন, পুলিশদের দারোগা কনষ্টেবল প্রভৃতি এদের দিকে দৃষ্টি রাখেন, সে বিষয় যেন ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুলিশে একটু আদেশ করেন, এবং পুলিশের পদস্থ কর্ম্মচারী ও পুলিশ সাহেবকে এ বিষয় একটু অনুরোধ করেন যেন, ইহাও লিখে দিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় এবং বাসস্থান ও পুলিশের লক্ষ্য এই অনাথাদের উপর না থাকলে আবার পদে পদে এরা বিপদে পড়্‌বে এই জন্য সাহেব তাহাদের পাকা বন্দোবস্তের জন্য এত ব্যস্ত, এত উদ্যোগী হয়ে ইহাদের জীবন-যাপনের উপায় কল্লেন।

বুড়ীদের গ্রামের মধ্যে হাই স্কুল হ'য়েছে এবং সেই স্কুলে পেমার ছেলে সন্তোষ কুমার বিনা বেতনে পড়্‌বার ব্যবস্থা হয়েছে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও যাহা হ'য়েছে তাহাও ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বুড়ীকে শুনিয়ে দিলেন, শুনিয়া বুড়ীর চক্ষে আনন্দাশ্রু বইতে লাগ্‌লো ও সাহেব মেম এবং

বীরভূমের কালেক্টারের উদ্দেশ্যে হাত তুলে বল্‌তে লাগ্‌লো, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, আমার মত পাকা চুল হোক্। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক্, এতদিনে ভগবান প্রকৃত উপকারী, কাঙালের বাপ মা মিলিয়ে দিয়েছেন। এইবারে আমি যদি মরি তাহ'লে শান্তিতে মরতে পারব।

বুড়ী ২॥০ বৎসরের সন্তোষ কুমারকে নিয়ে গ্রামে ছেড়েছিল তারপর মুর্শিদাবাদে ৩ বৎসর অতীত হ'লো, তন্মধ্যে সাহেবের কুঠিতে ২॥০ বৎসর বাস করায় এদের মধ্যে পরস্পরের বেশ একটি স্নেহ আকর্ষণ পড়ে' গেছ লো যে তাহা আর বল্‌বার আবশ্যক নেই।

বুড়ীদের বাড়ী যা'বার সমস্ত ব্যবস্থা হ'য়ে গ্যাছে। মেম বল্লেন এই ভাদ্র মাসটা থাক্, আশ্বিনে আমরা যা'ব, তোমরাও যেও, এতদিন রয়েছ তোমরা যাবে মনে কল্লে, মনটা খারাপ হয়, তোমাদের ঘরের দিকে তাকালেই মনে হয়, তোমরা গেলে তোমাদের ঘরের দিকে কি করে তাকা'ব? বিশেষ তোমাদের এই ছেলেটি বড় নেটি পেটি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এর উপর বেশী মায়া পড়ে'ছে।"

এই কথা শুনে পেমার ছেলে বল্লে "আমি যা'ব না, আমি রাণীমার কাছে থাকব, বেবী দাদা, বেবী দিদির সঙ্গে খেলা করব, এই বাড়ীটা বেশ, আমি আর কোথাও যা'ব না। সাহেব আমায় ডিম্‌ থেকে কেক দেন্, বিস্কুট দেন, আমার নেই হোক বাড়ী থাকা বাবাঃ, রাত্রে ভয় করে, তোমরা মাটী কাট্‌বে আর আমি ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ব, আবার রাত্রে মার্‌বে, রক্ত পড়্‌বে, বাবাঃ ভয় করে।'

মে—না, তোমায় যে'তে হ'বে না, আর গেলেও ভয় নেই।

বউ—চক্ষু মু'ছে বল্লে—"তোমার চরণ ছাড়্‌তে তো আমার ইচ্ছে হয় না। তোমার কাছে থেকে স্বর্গ সুখ ভোগ্‌ কল্লাম, তোমার ঋণ কি শোধ দিতে পারব? তবে আমার উপায় নেই, আমাদের তিনটী প্রাণীকে নিয়ে বিশেষ এই বৃদ্ধ মানুষকে নিয়ে কোথায় আপনি ঘুরে

ঘুরে বেড়া'বেন, পথে ঘাটে কখন কি বিপদ ঘট্‌বে তাই ভাবি, সাহেব আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে জীবনে কখনও কষ্ট পা'ব না, আমাদের মত দীন দুঃখিনীকে দেখে কষ্ট হয় এমন লোকও আছে, আমরা কুকুর বেড়ালের সমান, মা! আমাদের স্থান থাকলে আমরা এমন করে বেড়াই? মা! তোমার ঠিকানা দিও, যেমন করে পারি সেখানে যাব, একবার গিয়ে চরণ দর্শন করে আস্‌ব।"

ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা, বেলা ৬টা আন্দাজ, সন্ধ্যা আগত প্রায়, লাল বর্ণ হ'য়ে রবি গঙ্গায় মেশে যাচ্ছেন, তখন গঙ্গাদেবী দু'কুল ছাপিয়ে কল্‌ কল্‌ রবে চলেছেন, গঙ্গার শোভা একেবারে কুঠির বারাণ্ডা থেকে দেখা যাচ্ছে, গঙ্গাবক্ষ দিয়ে ছোট ছোট পান্‌সি ব'য়ে যা'চ্ছে আর মাঝিরা 'বেলা বয়ে যায়' এই গানটি মনের উল্লাসে গাইতে গাইতে যাচ্ছে। বাঁধান ঘাটে বসে যুবকরা সান্ধ্য বায়ু সেবন করছেন, আর গাইছেন "মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হ'বেগো এইবার, সান্ধ্য বায়ের কুসুম তুলে গাঁথতে হ'বে হার।..."আর বালকের দল গাইতে গাইতে গঙ্গার ধার দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। যে "ডুব্‌লো রবি সোণার ছবি আরতো বেলা নাই।"...গঙ্গা নৃত্য নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে অবাধ গতিতে চলে যাচ্ছেন, তা'দেখে বুড়ীর মনটা যেন টলে গেল, সে বলে "আহা! কি গঙ্গার শোভা! এমন গঙ্গার জল, আর মায়ের মত পবিত্র স্নেহ ফেলে কি আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে? পেমা যখন নেই, তখন আমার সব জায়গা সমান। পেমার জন্মের মাটী বলেই এতদিন মাটী কাম্‌ড়ে পড়েছিলাম, অতি যন্ত্রণায় সে মাটী ছেড়ে আসার পর সে টান চলে গ্যাছে। এখন আর কোথাও যে'তে ইচ্ছে নেই, সদাই মনে হয় আবার কি বিপদে পড়্‌ব, আর বুড়ো হয়েছি কত দিনই বা বাঁচব? এখন তোমার চরণ থেকে গঙ্গায় গেলেই বাঁচি।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে বুড়ীর চোখে জল এলো, মেমের চক্ষুও জলে ভরে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাদ্র গেল, আশ্বিন এলো, ম্যাজিষ্ট্রেটের বদলীর হুকুম এসেছে, তাঁহাদের সমস্ত জিনিষ পত্র বাঁধা গুছোন ইত্যাদি হচ্ছে, সর্ব্বদা চাপরাসীরা আনা গোনা করছে, মাল পাঠাচ্ছে, চট্ দিয়ে সেলাই হচ্ছে। স্ক্রুপ্ আঁট্‌ছে, সর্ব্বদাই হুলুস্থূল ব্যাপার, তার ওপর আবার বিদায় ভোজের ধূম। আম্‌লারা, উকীলরা, অফিসাররা, রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা পৃথক্ পৃথক্ পার্টি দিচ্ছেন, ফটো নিচ্ছেন, সাহেবের গুণ বর্ণনা করে এবং বিদায় জনিত বেদনা প্রকাশ করে গান রচনা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে যিনি সুগায়ক তাঁকে আসরে গাইতে নির্ব্বাচন করা হচ্ছে। তা ছাড়া সভায় কি কি বক্তৃতা হ'বে এ সব বিষয় আপনারা স্থির করে লিখ্‌ছেন। স্থানীয় রাজা ও জমীদার সম্প্রদায় থেকেও নিমন্ত্রণ করছেন, তাঁদের বাগান বাড়ীতেও বিদায় ভোজের বিপুল আয়োজন করে সুগায়িকার দ্বারা নৃত্য গীতের ব্যবস্থা করে সাহেবকে নিজেদের জরীর ঝাঁপা কল্‌কা লাগান ভেলভেটের পোষাক পরা বরকনদাজ ও নিজের মটর পাঠিয়ে সম্বর্দ্ধনা করে আনিয়ে আবার সভা ভঙ্গের পর স-সম্মানে নিজেদের লোক দ্বারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বদলীতে যে শুধু তাঁহারা ব্যস্ত তা নয়, ওখানকার সর্ব্ব সম্প্রদায় লোক ব্যস্ত, কারণ এ সাহেব লোক বেশ ভাল ছিলেন এবং ঐ স্থানের অনেক উন্নতি ও অনেক অভাব মোচন করেছেন, তা ছাড়া ব্যবহার ও খুব নম্র, সকলের প্রতি সমান। গরীবের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্যও যথেষ্ট ছিল, এজন্য সর্ব্ব সাধারণই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, তাই সকলের বদলীর জন্য এত বিরাট আয়োজন পরিশ্রম বেশী। সুতরাং প্রত্যেকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের বদলীতে এক এক কাজের ভার

নিয়ে প্রায় এক মাস ব্যস্ত, ছোট, বড় সকলের কাছে চাঁদা তোলা ও লেখা, কারো প্রতি ভার। এক এক জায়গায় বা গ্রামে একজন যায়, এইরূপে সর্ব্বদাই বিদায় বিদায় করে সরগরম, সবডিভিসনে চল্‌ছে বিদায় সঙ্গীত, বিদায় আবৃত্তি, বিদায় ভোজ, বিদায় সভা, বিদায় উচ্ছ্বাস, বিদায় বাজনা, বিদায় ঘোষণার ঢেউ অনবরত চলছে, বিদায় মালা, বিদায় তোড়া, সন্দেশে বিদায় ছাপ, সভার সাইনবোর্ডে বিদায় সভা বড় বড় অক্ষরে বড় বড় কাগজে কাল কালিতে লেখা, বিদায় গাছে পালায়, ডালে ডালে, রাজপথে, দোকানের মাথায়, ফৌজদারী আদালতের গেটে, কমপাউণ্ডে, এজলাসে সর্ব্ব স্থানে বিদায় বিদায় চারি দিকে বিদায়, বিদায়, অপরাহ্নে ৬ ঘটিকার সময় বিদায় সভার অধিবেশন এই কার্ড হাতে বিতরণ চলছে—বিদায় ভোজের দিনে কেবল বিদায় বিদায়। বিদায় বাজনা বাজে, বিদায় গান গায়, বিদায় বক্তৃতা হয়, এদিকে বেলাও যায়, আর সকলের মুখে কেবল বিদায় ধ্বনিতে ঐ দেশবাসীরা সকলেই ম্রিয়মান, পাখীগুলি ও গাই বাছুর গুলি বেলাশেষে ঘরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, কৃষকেরা পাঁচনী হাতে গরু চরিয়ে ঘরে ফেরবার মুখে বিদায় বিদায় মর্ম্মভেদী স্বর শুনে স্থির হয়ে দাঁড়াল, পশু পক্ষী সব গৃহাভিমুখে যা'বার সময় স্তব্ধ নেত্রে দাঁড়িয়ে যেন বিদায় বাজনা শোনে, বিদায় ঘোষনা শোনে, আর নিজ ভাষায় কি ব্যথা পরস্পরকে জানায়। মনুষ্যের রোমাঞ্চের ন্যায় তাদের যেন পক্ষ গুলি ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, গরু বাছুর গুলির লোম খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল, তাই বল্‌ছি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ পরিবারবর্গ নিজেরা শুধু ব্যস্ত নয়, ঐ অঞ্চলের সকল লোক ব্যস্ত ও ব্যথিত। সন্ধ্যা বায়ুও যেন সর্ব্ব-জীবের ঈষদুষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস বয়ে নিয়ে সঞ্চরণ করছে, সন্ধ্যাকালের ফুলগুলি হঠাৎ চোখ খুলে বিদায় ঘোষণা শুন্‌তে লাগ্‌লো, বিদায় সভা নিরীক্ষণ করে মুখ নত কর্‌তে লাগ্‌লো। পক্ক পত্র গুলি অবধি

বায়ুভরে ঝরে পড়তে লাগলো। উপর দিকে বিদায় বিদায় মর্ম্ম স্পর্শী ও গগনভেদী স্বরে নীলাকাশের ঘোম্‌টা খুলে সন্ধ্যা তারা উঁকি দিয়ে টুক্ টুক্ করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

যাই হোক্ সাহেব জল ব্যবহার করায় ও গ্রামের অনেক অভাব দূর করার জন্য বিদায় ভোজটী অন্যের অপেক্ষা বেশী জাঁকাল হয়েছিল। মেমের নামেও কার্ড এসেছিল, তিনিও সাহেবের সঙ্গে নিমন্ত্রণে যে'তেন। চাপরাসী, বেহারা, বাবুর্জ্জি, পাচক আয়া প্রভৃতি কুঠির লোকদের সবারই নিমন্ত্রণ, সকলেরই মুরস্থম, তার মধ্যে ৺প্রেমতোষের পুত্র শ্রীমান সন্তোষ কুমারের বেশী, সাহেব মেম যেখানে যা'বেন সে তার মধ্যে গাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেবেই, স্থান না থাকলে গুটী গুটী হয়ে নীচে অথবা ড্রাইভারের কাছে বসবেই। তাকে কেউ কিছু বলে না। সে যেন যুধিষ্টিরের স্বর্গের পথের সারমেয়র ন্যায় তাঁদের পিছন পিছন সর্ব্বদাই থাক্‌তো। সাহেব মেমের সঙ্গে গিয়ে সন্তোষ কুমার খুব খেয়ে এবং সন্দেশ, মোণ্ডা, মেওয়া ও নানাপ্রকার ফল মূল বুড়ী ও নিজের মায়ের জন্য পকেটে করে নিয়ে আসে। সন্তোষের পেট সর্ব্বদাই বুক্ ছাড়িয়ে উঠে থাকে। মেম বলে "বুড়ি, ভাদ্র আশ্বিন মাস, সময় ভাল নয়, সন্তোষের পেটের অসুখ যেন করে না, আমরা থাক্‌ব না, তুমি বিপদে পড়্‌বে।" বুড়ী বলে "না না রাণী মা! ও বেশী খেতে পারে না ও সব পকেটে করে এনে আমাদের দেয় তাই বলি কত ভাগ্যে এত বড় লোকের আশ্রয় পেয়েছি—তাই পেট পুরে খাচ্ছে, তা ওর কি পেট আছে? তা না হ'লে এমন দশা হয়? ভাত খায়ত পাঁচ গণ্ডা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসে এক এক বৎসর এমন বাদ্‌লা হয় যে শ্রাবণের ধারার হার মানায়, তাহা বোধ হয় কারো অবিদিত নেই। শোনা যায় মা দুর্গা নাকি নৌকা করে ধরণীতে নে'মে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করেন সেইজন্য বাদল হয়, আমার বিশ্বাস যে সে বারে বাহুলে হাকিমরা বদলী হন, সে বার তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বরষা সুন্দরী মর্ত্ত্যে পুনরাগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের বিছানা ও অন্যান্য মাল পত্রের উপর স্নেহবারি বর্ষণ করেন, কিন্তু তাহাতে দীর্ঘ প্রবাসী হাকিমরা মহা বিব্রত হয়ে, পড়েন সেইজন্য প্রকৃতি দেবীর নিকট আমার প্রার্থনা যে তাঁর স্নেহধারাটা ও সময় না বর্ষণ করে যে সময় তাঁহারা বহু জনতাপূর্ণ গৃহমধ্যে বিচার আসনে বসে সত্যাসত্য বিচারের জণ্য নিগুঢ় তত্ত্ব ভাব্‌তে ভাব্‌তে মস্তিষ্ক গরম হ'য়ে যায়, সেই সময় তাঁহাদের ললাট উদ্ভাসিত করে বিদ্যুতের ন্যায় মস্তিষ্ক উদ্দীপ্ত করে ন্যায় বিচার যাহাতে শীঘ্র মস্তিস্ক থেকে বেরোয় সেই সময় ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রৌদ্রে ঐ স্নেহবারি বর্ষণ কল্লে তাঁহারা শীতলতা অনুভব করেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধ, আশ্বিনে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময়, তাহার উপর বাদলাই হ'লো বুড়ার কাল, সাহেব হুকুম দিয়েছেন আমরা যা'ব, তো'দের যার যা ইচ্ছে এই সময় তরকারি পত্র ফল মূল তুলে নে, এবং তিনি নিজেও পাড়ার লোককে কতক পাঠা'লেন, মেমের অনুরোধে সঙ্গে নেবার জন্য কিছু বাঁধ্‌তে চাপরাসীদের হুকুম দিলেন। মেম্‌ বলেছিলেন নিজের হা'তের ও নিজের বাগানের জিনিষ আত্মীয় লোককে দু'টো দিয়েও তৃপ্তি আছে।

সাহেবের অনুমতিক্রমে লোক জন চাপরাসীবর্গ দেদার তরকারি

পত্র আপন আপন গৃহে নিয়ে যায়, বুড়ীও ছাড়্বার পাত্র নয়, সেও দিন রাত ভিজে ভিজে প্রচুর তরকারি শাক্, সবজি, ফল, মূল, যা পাচ্ছে তাই তুলে সঞ্চয় করছে। কতক বিক্রয় করবে, কতক খাবে, কিন্তু বুড়ো হাড়ে চিরদিন কি এত অত্যাচার সহ্য হয়? বুড়ীর হঠাৎ বুকে পিঠে ব্যথা হ'য়ে জ্বর হ'লো। সেই জ্বর রাত্রের মধ্যে ভীষণ হ'য়ে দাঁড়া'ল। বুড়ী সমস্ত রাত্রি ছট্ ফট্ কর্ছে, ভুল বক্ছে, বুড়ীর বউ প্রাতে উঠে কুঠিতে শাশুড়ীর ব্যারামের বিষয় জানা'লে, তাহাকে বুড়ীর ঘরে গিয়ে দেখে এলেন এবং বুড়ীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ তাঁহাদের মনে হ'লো, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনা'লেন। ডাক্তার এসে রোগী দেখে বল্লেন "এ খারাপ জাতের ম্যালেরিয়া, মস্তিষ্ক আক্রমণ করেছে মনে হয়।" যাই হোক্ ডাক্তার দু'দিন দেখে ঔষধ পত্র দিলেন, সাহেব মেমও বুড়ীর খুব তত্ত্বাবধান ও বুড়ীর জন্য খরচ পত্র কল্লেন। বুড়ীর বউ ও শাশুড়ীর সাধ্য মত শেষ সেবা কল্লে, কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হ'লো। বুড়ী বিকারের ঘোরে, সমস্ত রাত্রি 'পেমা' 'পেমা' করে বকেছে, "পেমা এলি, আয় আমি যা'ব, অনেক দিন দেখিনি। বড় উঁচু, কি করে উঠ্‌বো—আয় পেমা, ধর ধর, ধান বনে বড় জল পা পিছ্‌লে পড়্‌বো. পেমা ধর, পেমা ধান কাটা হ'লো, এই নে ভাত এনেছি খা ইত্যাদি" প্রলাপ বকছে আর বউ বুড়ীর মাথার শিয়রে বসে এই কথা শুন্ছে, আর চোখের জল মু'ছ্ছে।

তারপর বুড়ীর চির সন্তাপিত, নানা শোকে জর্জ্জরিত আত্মা, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে' পেমার উদ্দেশ্যে প্রস্থান কল্লে। এতদিনে পেমার মৃত্যু শেল বিদ্ধ দগ্ধ হৃদয়কে গঙ্গাজলে শীতল কল্লে, পবিত্র কল্লে, মলিনতা ধৌত কল্লে, এখন মাতা পুত্রে অবিচ্ছিন্ন মিলিত হ'তে গেল, এই মিলনে বিচ্ছেদ নেই, আশাঙ্কা নেই, অশান্তি নেই, ক্ষয় নেই, এ মিলন অক্ষয়, অমর, চির শান্তিময়!

পেমার মা পুত্র হারা হ'য়ে হা হা করে সারা জীবনটা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, এখন পেমার মা পেমার কাছে অমর ধামে গেল, আমরাও নিশ্চিন্ত এখন হলুম।

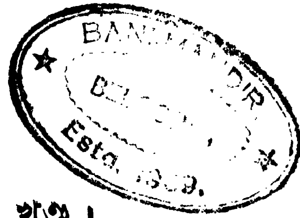
বলা বাহুল্য যে পেমার বউ শাশুড়ীর শেষ কাজ কল্লে। বুড়ীকে দাহ করবার পর তার চির আকাঙ্ক্ষিত বাসনার পূর্ণ কল্লে। তার শোকানলে দগ্ধ ঝাঁঝরা অস্থি ক'খানা ও নাভী কুণ্ডল ভরা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে মা গঙ্গাকে প্রণাম করে পেমার উদ্দেশ্যে বল্লে 'যেমন করে মাকে ডেকে নিলে এমন করে আমার কাজ ফুরোলে আমায় নিও। কিন্তু এখন নয়, তা'হ'লে সন্তোষের ইহ সংসারে কেউ থাকবে না।" সেই সময় ভাদ্র মাসের উথলিত গঙ্গা একেবারে চল্ চল্ করে বুড়ীর অস্থি ও নাভী কুণ্ডলকে স্নেহের আহ্বান করে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। বউ এক দৃষ্টে তা'কিয়ে দেখ্‌লে চারিদিক শূন্য, চারিদিক অন্ধকার, এ সংসারে সে এইবারে একা, বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন, রক্ষকহীন, কেবল দেখ্‌ছে বাহিরে সন্তোষ, অন্তরে প্রেমতোষ, আর উপরে অনন্ত অসীম গগন আর নীচে ভাদ্রের অগাধ সলিল রাশি চারিদিক প্লাবিত করে ছুট্‌ছে, তার মাঝে সে অনুমাত্র জীব দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ পরের দয়ার ভিখারী ও পরের উপর নির্ভরশীল। সে ভাব্‌চে কত কি তা আমরা সব বলতে পারি না, এ অবস্থায় যে পড়েছে তার অনুভূতি হ'তে পারে, সেই সময় গঙ্গাদেবীও মহা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরে যেন সেই অতল, গভীর বরষার তরঙ্গ যেন কাকে ধ্বংশ কর্‌তে কল কল করে ডাক্‌চেন, হুঙ্কার রবে ছুট্‌ছেন্, সঙ্গে সঙ্গে পেমার বউর মনও হু হু করে যেন গঙ্গার প্রবল স্রোতের সঙ্গে ভেসে চল্‌ল। উদ্বেলিত মনের বেগ আর সম্বরণ কর্‌তে পাল্লে না। ভিতর থেকে ফুক্‌রে ফুক্‌রে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গিরীদরী তলের ন্যায় চক্ষের জল উথ্‌লে উঠলো। ভাবলে গঙ্গাগর্ভে আমিও পড়্‌ব না কি? বিবেক

বলে—না না, তখন দেখে বাহিরে সন্তোষ অন্তরে প্রেমতোষ, অন্তরে প্রেমতোষ আকর্ষণ করে, বাহিরে সন্তোষের মায়া আকর্ষণ করে, তখন ভাবে না না সন্তোষের কেউ নেই। সংসারের কাজ সেরে শু'তে পাল্লেই বিশ্রাম পা'ব, নতুবা উৎকণ্ঠায় সুখ নিদ্রা আসবে না। ছট ফট করে ঘুম ভেঙ্গে যা'বে আবার কাজে লাগ্‌তে হ'বে। এখন থাক থাক, একদিন নিশ্চয় মৃত্যু আছে, কেহ অমর নয়। আবার বাঁচবার সাধ হ'লো, ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হ'লো, তখন পেমার বউ সন্তোষের হাত ধরে বল্লে—"চলো সন্তোষ বাড়ী যাই। মাতৃস্নেহের আকর্ষণই জয়ী হ'লো। বুড়ার বউ হাতের দু'গাছা কাচের বালা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে কাপড়ের সরু পাড়টা ছিঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে স্নান করে ঘরে গ্যাল।

যথার্থই ত মরিলেই সব চুকে গেল, মিটে গেল, বিধাতার দান যা দেবেন তিনি, হাত পে'তে লও। সুখ নাও, দুঃখ নাও, সম্পদ নাও, বিপদ নাও, শাসন নাও, আদর নাও, নতুবা তুমি ভাল ছেলে হ'লে কি ক'রে? যে ছেলে মার দেওয়া মুড়ী গুড় হাত পেতে লয়, আবার লুচী, সন্দেশও লয় তাকেই মা বাধ্য ও শান্ত ছেলে বলে। সুখ দুঃখ তাঁরই দান, তাঁর এর মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য আছে, আমরা বধির, আমরা মূঢ়, আমরা অন্ধ, আমরা কিছুই জান্‌তে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পাচ্ছি না। তাই সদাই সন্দেহ, সদাই ভয়, এই আহ্লাদ, এই বিষাদ, এই সুখ অনুভব করি আবার পরেই দুঃখ, এই আকর্ষণ এই বিকর্ষণ, এই রাগ, এই শান্তি, এই মিলন, এই বিচ্ছেদ, এইরূপ সন্দেহ পূর্ণ জীবনকে ঘুর্ণমান চক্রের ভিতর দিয়ে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দ্বিধার আর দোষ কি? সবই তাঁর দেওয়া।

তবে অতি ক্ষুদ্র ও অতি সামান্য জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা এই টুকু মাত্র

বোধ হয়, যে আত্মহত্যা মহাপাপ, এটা থেকে নিবৃত্তি থাকাই ভাল, এক দিন তো মরতে হ'বে, কর্ম্মময় জীবনে কর্ম্মই বড়, কর্ম্ম পথ ধরে চলা যাক, পথের শেষ ত আছেই, চলতে এসেছি চলেই যা'ব, ক্লান্ত হ'লে আপনিই পড়ব, মরি তো তাও কর্ম্মান্তে যেখানে যায় সবাই আমিও যাব, পথের শেষে যেখানে আত্মা যায় সেই বাসস্থানে আবার পুনরাগমন পূর্ব্বক আপন স্থান অধিকার করবে। ভয় কি? যেথান থেকে এসেছি সেখানে যা'ব, জলের বিম্ব জলে মিলবে, তখন নূতনে পুরাতনে অবশ্য মিলবে মিশবে সংযোগ হ'বে, তখন নূতন দেশের পুরান চিন্ময় মূর্ত্তির সঙ্গে কোলাকুলী হ'বে, চিরপরিচিত অথচ অপ্রত্যক্ষ একজনকে দেখবে চিনবে বুঝবে। আপনার হইতে আপনার যিনি তাকেও দেখা যায় ভয় কি? চিন্তা কি? স্থির হও, সময় সাপেক্ষ কর।



চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সপ্তম বৎসরের বৈশাখ মাস, চকদীঘি গ্রামের নূতন হাই-স্কুলে প্রাইজ হ'য়ে গ্রীষ্মাবকাশ হ'লো।

একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক একটি সুন্দর বাঁধাই একখানি বই এনে তার মা'র হাতে হাসতে হাসতে দিয়ে বল্লে—'মা আমি প্রথম প্রাইজ পে'য়েছি এই নে, আজ বুড়ো মা বেঁচে থাকৃলে আর রাণী মা দেখ্‌লে কি আনন্দ করতো মা? আজ রাণী মাকে একখানা চিঠি লিখি।"

মাতা এই বইখানি উল্টে পাল্টে দেখে ও চক্ষের জল আঁচলে মুছে বল্লে, হ্যাঁ রাণী মাকে লেখ, তাঁদের জন্যই আমাদের সব। তাঁকে না লিখে কাকে জানা'ব? আমাদের আর কে আছে? " আর তোমার বুড়ো মা'রা মাতা পুত্রে স্বর্গ থেকে দেখে আশীর্ব্বাদ করছেন, তাঁদের আশীর্ব্বাদের জোরেই আমরা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আসছি বাবা! তোমার স্বর্গীয় পিতার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ যেন এখনও আমায় প্রহরী স্বরূপ সদাই আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর সেই রক্ত বর্ণ চক্ষু যেন এখনও দেখি আমার দিকে ঘূর্ণমান, মাঠ থেকে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে এসে যখন ভাত জল তামাক চাইতো, আমার প্রাণ উড়ে যে'তো, একটু দেরী সইতো না, আবার তোমার বুড়ো মা ও সেই সঙ্গে চটে গিয়ে বল্‌তো, মাঠ থেকে এসে আর দাঁড়াতে পা'রে?

তুই গোচ্ করে রাখিস না কেন? সেই সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার যেন আমার স্মরণ হ'য়ে এখনও হঠাৎ চমকে উঠি আবার উপর পানে চেয়ে দেখি যেন যথার্থই ধান্য ক্ষেত্রের পশ্চিমে বৈকালে অস্তগামী লাল রবি লাল মেঘে মেশে যায় সেই উত্তপ্ত বালুকায় উড়ে গগন ছেয়ে যাচ্ছে, নাকে মুখে গায়ে লাগছে, সেই সময় পুকুর ঘাটে জল আন্তে গিয়ে যেন উত্তপ্ত বালিগুলি তার ক্রোধ বর্ষণের মত গায়ে ছড়িয়ে যায়, পুকুরে কলসী ডুবিয়ে শস্য ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখি যে লাল রবির পাশ থেকে লাল চক্ষু আমার পানে রোষভরে তাকিয়ে ছুটে আসছে। আহা! এত রাগ, মাঠের এত খাটুনী তবু তোকে এসে বুকে তুলে নিয়ে চুমো খে'য়ে আদর ক'রে তবে ভাত জল খে'তো। শেষ সময়ও বলে "আমার বুকের উপর দে।" মাকে বলে "মা! ছেলে ছাড়িসনি, পরকালে জল পিণ্ডি পা'ব।" আজ সব কোথায়!

আপনারা সকলেই বুঝেছেন, এই বালক সন্তোষ কুমার, স্ত্রীলোকটী তার মাতা।

পেমার বউ এখন দেশে ফিরে এসে তার স্বামীর পৈত্রিক জমীর উপর বাস করছে। গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্র লোক তাকে দেখে সন্তুষ্ট হ'লেন ও গ্রাম ত্যাগের কারণ শুনে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করলেন। কেবল বুড়ীর মনিব বাড়ীর আর কেহ নেই। গিন্নী বিদেশে গিয়ে আর ফেরেননি, তার মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে ওখানকার বাস উঠিয়ে নানাস্থানে নানাজন বাস করছেন। বাড়ী বিক্রয় হ'য়েছে অন্য লোক বাস করছে। চরণ বাবুর ভদ্রাসন ভূমিসাৎ ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রামের অনেকে মরেছে, অনেকে পালিয়েছে, কতক নূতন এসেছে, অচেনা অজানা লোক বাস করছে। কত পুরান ব্যথার ব্যথী, জল আনার সাথী, না'বার সাথী, ধান ভানার সাথী, মাঠে যাবার সাথী, কে কোথায় গ্যাছে, কেহ মরেছে, কেহ অন্য গ্রামে গিয়ে সুখে বাস

করছে, কেহ আগের চেয়ে দুঃখী, কেহ আছে, কেহ নেই, কেহ সুখ পেয়েছে, কেহ সুখ হারিয়েছে। কেহ ভাগ্য লক্ষ্মী গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, ক্ষেত ভরা শস্য হারিয়ে ঋণে দৈন্যে জর্জ্জরিত হ'য়ে অকাল বার্দ্ধক্যে জরা ব্যাধি প্রপীড়িত হ'য়ে ভগ্ন গৃহে ছিন্ন মলিন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে, লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসে আছে। কারো ভাগ্য লক্ষ্মী সদয়া, কেহ বা ধনপতি সওদাগর হ'য়ে ধন বিতরণ করছেন, হয়তো আগে কুটির ছিল, এখন তাঁর সৌধ অট্টালিকায় সুখে আমোদ হাস্য কৌতুকে ধনে পুত্রেও মুখরিত। ভাগ্য লক্ষীর কথা কে বলতে পারে? চঞ্চল কাল স্রোত ব'য়ে যায়, এর মধ্যে কত ভাঙ্গে কত গ'ড়ে তার গতিরোধ সাধ্যাতীত। যেমনটি দেখে গ্যাছে তেমনটি আবার এসে দেখা ভাগ্যে ঘটে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন।

পুকুর ঘাট দীঘি রাস্তা বাগান সেই দিগন্তব্যাপী ময়দান আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তার মধ্যে খুঁজ্‌লে অনেক জিনিস নেই, সেই দোকান পসার, হাট, বাজার সবই আছে, কিন্তু তার মধ্যে যেন মনে হয় এবং যথার্থই অনেক জিনিস নেই, পূর্ব্বের সঙ্গে অনেক পার্থক্য, যারা বাজারে আস্‌তো, তারা অনেকেই আসেনা, সব নূতন নূতন, মুখ, নূতন নূতন চড়া চড়া কথার আমদানী, হাটও তাই, বাজারও তাই, হাটের আটচালা অন্যভাবে প্রস্তুত, দোকান সব নানা প্রকার ধরণের নির্ম্মাণ এবং নূতন নূতন জিনিষের আমদানী, নুতন নুতন মানুষের আমদানী, হাট বাজারে পেমার বউকে অনেকে জানতো না, তবে ঘাটে পথে অনেকে চিনেছিল ৫১০ ৫ এক পয়সার জিনিস পথে কিন্‌লে বল্‌তো "আহা! পেমার বউ তা নে নে বলে, বাবা দু'টী বেগুনের জায়গায় ৪টে দিতো সে সব লোক, সে সব স্নেহ-মাখা কথার লোক কোথায় অনন্তের কোলে মিলিয়ে গেছে। এখন সেই পুরান দেশ পুরান স্মৃতি, কিন্তু অনেক নুতন আমদানী, সে স্নেহের

পরিচয় সকলের মুখে আর নেই। য'ারা আগে জান্‌তেন তারাই সুখী হ'লেন, পেমার বউর মর্ম্ম বুঝ্‌লেন, প্রশংসা কল্লেন, পেমার বউকে অনেকে ভালবাসেন এবং অনেক কাজে ডাকেন, বিয়ে, পৈতে, অন্ন-প্রাশন, দোল, দুর্গোৎসব, প্রভৃতি নানা উৎসবাদিতে ও পীড়াদিতে সেবার জন্য পেমার বউকে ডাক্‌লেই যে'তো এবং নীরবে ও আনন্দ-মনে কার্য্য সম্পাদন করে আস্‌তো। এই সকল কারণে পেমার বউ সকলের নিকট আদরনীয় তবে জমিদার বাড়ীর দিকে কখনও যায়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে প্রায় বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। জমীদার বাবুকে হঠাৎ এই পীড়ায় আক্রমণ কল্লে, সে সময় বাড়ীতে বড় কেহ ছিল না, বউদের মধ্যে কেহ বাপের বাড়ী গ্যাছে, নাত্নীদের মধ্যে কেউ শ্বশুর বাড়ী গ্যাছে, ছেলেরা নিজ নিজ প্রয়োজন বশতঃ প্রায়ই এক এক জন এক এক স্থানে গ্যাছে। নাতীরাও গ্রীষ্মের ছুটীতে মামার বাড়ী কেউ আম খেতে গ্যাছে, কেউ পাহাড় দেখ্‌তে গ্যাছে, কেউ সমুদ্রের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করতে গ্যাছে, কেহ কলিকাতা মহানগরী দেখে চোখের সার্থক কর্‌তে গ্যাছে, যাঁহারা বাড়ী আছেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ, সুতরাং বৃদ্ধের সেবা যত্নের বিশেষ অভাব হতে লাগ্‌লো। কলেরা রোগে বাহিরের লোক বেশী সেবা যত্নের জন্য আসেনা, অথচ এ রোগে লোকের দরকার বেশী, আপন

জনকে খবর দিতে দেরিও সয় না। কি করে? জমিদার পরিবারবর্গ সকলেই বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়ে'ছেন। কর্ত্তার অসুখ, বাড়ীতে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গ্যাছে। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসছে, বরফ আসছে, ইন্‌জেকসান্ যন্ত্র আসছে, ঔষধ আসছে, ডাক্তারের ভিড় বাড়ীতে পড়ে গ্যাছে, টেলিগ্রাম চারিদিকে হচ্ছে, পেয়দা, পাক, বরকন্দাজ সর্ব্বদাই আনাগোনা করছে। ছেলেরা ও নাতী নাত্নীরা যারা সময় মত খবর পাচ্ছে তারা এসে পড়ছে, স্থানীয় ডাক্তার বৈদ্য যাঁরা আছেন তাঁহারাও সাধ্যমত চিকিৎসা করছেন।

গ্রামে এত বড় একটা হৈ চৈ পড়ে গ্যাছে, অনেকে জমিদার বাবুকে দেখ্‌তে যাচ্ছে, পেমার বউরও এ কথা শুন্‌তে বাকী রইল না, এখন বাগ্দিনী বিষম সমস্যায় পড়্‌লো। শেষে ভেবে এই স্থির কল্লে, যদি মরে যায়, তখন মনে হ'তে পারে আমার ছেলে ওঁরই সাহায্যে পড়ছে উপকারতো পাচ্ছি। আশ্রয়দাতা, পিতার সমান সকলে বলে, এখন এ বিপদে যে'তে দোষ কি? শুন্‌চি সেবার লোকের অভাব, আমিত সেবাব্রত নিয়েছি তখন আর ভাল মন্দ লোকের বিচার কি? এ জীবনে ঢের ভুগলুম এখন পরকালে যাতে শান্তি পাই তারই চেষ্টায় যে ব্রত গ্রহণ করেছি সেই কাজই করব? তাঁর কর্ম্মের ফল তিনি অনেক ভুগেছেন, আমার প্রতি অন্যায় আচরণের শোধ বিধাতা দেবেন, এখন আবার আমি গ্রামে স্থান পেয়েছি, স্বামীর আসনে স্থান পেয়েছি, আমার যাঁর দয়ায় আমার দুঃখের দিন গ্যাছে তাঁর আদেশ এখন কখনও শুনিনি যে অনিষ্টকারীর উপকার করা দোষ অতএব যেতে দোষ কি? তাঁর কাজ তিনি করেছেন, আমার কাজ আমি করব, একজন খারাপ যদি হয়, তার সঙ্গে আমারও সেই রকম হ'তে হ'বে? তবে ত আমি বাগ্দিনীরই উপযোগী কাজ কল্লুম, উচ্চ কুলের সঙ্গে বাস করা ও তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা দীক্ষার যে সারা জীবন অনুকরণ

করব এই সঙ্কল্প করেছি এবং সেইমত কাজও করে আস্‌চি, আজ কেন তার ব্যতিক্রম করি ?

পেমার বউ অবশ্য অনেকটা ভদ্র লোকের মেয়ের মত থাক্‌তো, তার পরিচয় আগে পেয়েছেন, বিধবা হ'য়ে অবধি মাছ খেতো না, দু'বেলা ভাত খেতো না, একাদশীতে ছাতু খেতো। বুড়ী বউকে এজন্য বলতো, তোর সব বাড়াবাড়ি, আমাদের ঘরে এত কল্লে চলে ? বাবুদের বাড়ী যা দে'খবে তাই নকল করবে। পেমার মা অবশ্য মাছ, ছোট ছোট কাঁকড়া, গেঁড়ী বা গুগ্‌লী পিঁয়াজ দিয়ে, পিঁয়াজ পোস্ত, পিঁয়াজ মুড়ী, পচা মাছে পিঁয়াজ লঙ্কা বেটে চচ্চড়ী খুব ভালবাস্‌তো, বউর জন্য অসুবিধে হ'তো, বউ শাশুড়ীকে আলাদা করে দিতো বটে, তবে শাশুড়ী তাতে সন্তুষ্ট হ'তো না। "বুড়ী বল্‌তো দু'টো মানুষের আবার দু'রকম।" বুড়ী প্রায়ই গেঁড়ী গুগ্‌লী, কাঁকড়া ধরে আন্‌তো আর বউ অশান্তি বাঁধাতো এ কথা রাণী মার কাছে বুড়ী প্রায় নালিশ করতো।

পেমার বউ শেষ যাওয়াই সাব্যস্থ করে জমীদার বাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ কল্লে।

আমিও বলি পেমার বউ ভাল কাজ করেছে "যদি কেহ করে চন্দন ছেদন, চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ।" দেবতার মেঘ ও কণ্টক ক্ষেত্র দেখে বৃষ্টি সম্বরণ করেন না।"

জমিদার বাবু রোগের অসহ্য যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ কর্‌ছেন, বাহ্যে ও বমীর বিরাম নেই, এমন সময় পেমার বউকে দরজায় দাঁড়িয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে পেমার বউ বুঝতে পারায় জমিদার বাবু কেঁদে ফেল্লেন এবং তাকে সম্বোধন করে বল্লেন হ্যাঁ মা! এসেছিস্‌? আয় মা! পেমার বউ আমার মা আয়, পেমা, স্বর্গ থেকে আমার ক্ষমা কর, তোর জিনিসকে আমি নিতে গেছলুম, সন্তোষের মা, তুই আমারও

মা, আমায় ক্ষমা কর, আমি নিরাশ্রয় ও গরীবের উপর বল প্রয়োগ করতে গেছলুম, আমি বাগ্দিনী মনে করে ভেবেছিলুম নীচ লোকের মন সুখের কথায় ভুলে যাবে। কিন্তু দেখলুম ফণীর মধ্যে ও সময় সময় মনি থাকে। তা কুড়িয়ে লওয়া যায় না। তুই বাগ্দিনী হয়ে যা কাজ কল্লি, বামনীতেও সকল সময় পারে না, তবে আমার ব্রাহ্মণী অতি সাধ্বী লক্ষীরূপা ছিলেন। আমি তাঁরও মর্ম্ম কখনও বুঝিনি, তাকে প্রপীড়িত করেছি, তোকেও উৎপীড়িত করেছি, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমি মহাপাপ করেছি, না না, আমি এখন নিষ্পাপ, আমি এখন হরিনাম করছি, অধম তারণ পতিত পাবন, এখন সব বুঝে'ছি, যদি ভাল হই এখানে আর থাক্‌বনা, মা গঙ্গে! পতিতোদ্ধারিনী, তোমার কুলে বসে তোমার নাম করে শেষ ক'টা দিন কাটা'ব মা!

পেমার বউ ধীরে ধীরে, প্রৌঢ়ের নিকট অগ্রসর হ'লো এবং সেবার লোকের অভাব দেখে একাসনে বসে নীরবে তাঁহার সেবা করতে লাগ্‌ল, অনবরত দিন রাত্রি মল মূত্র বমী ইত্যাদি পরিস্কার করতে লাগ্‌ল।

জমিদার বাবু ক্রমশঃ আরাম হ'য়ে উঠ্‌লেন কিন্তু আর দেশে রইলেন না। আগে থেকেই নবদ্বীপে যা'বার ব্যবস্থা করেছিলেন, বাড়ী ঘর তথায় প্রস্তুত হচ্ছিল, তথাকার বাসস্থান হ'য়ে গেল, তিনি ভাল হ'য়ে ছেলেদের হাতে বিষয়ের ভার দিয়ে সম্পত্তির যা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে তথায় গেলেন, যা'বার আগে, একটা জমী সন্তোষের নামে নিষ্কর দান করে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্তোষ ক্রমে ঐ বিদ্যালয়ে পড়ে ম্যাট্রিক পাশ করলে, তবে সে আর পড়্‌তে চাইলে না। পূর্ব্বকার রেকর্ড দেখে উপস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব সন্তোষের খোঁজ করে ডাকিয়েছিলেন এবং আদালতে আম্‌লার পদে নিযুক্ত কর্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু পেমার ব্যাটা তাহাতে সম্মত হলো না। সে আবার বাপের মত এক রোকা গোছের ছিল, সে বল্লে "এ কাজে আমার ইচ্ছে নেই, আমরা চাষা বাগ্‌দীর ছেলে আমার নিজের ব্যবসাই আমার লক্ষ্মী, বাপ পিতামহ যা করে গ্যাছেন সেই ভাল, স্বাধীন কাজ করে যে দিন পারব খা'ব, দু'পয়সা উপার্জ্জন করব, যে দিন না পারব খা'ব না, কিন্তু পরাধীনে গিয়ে সদাই ভয় ভয় করে দিন কাটান, উপর অলার চোখ রাঙান, অপমান সহ্য করা দরকার নেই। চাষা বাগ্‌দীর ঘরে জন্ম, কখনও সহ্য গুণ বা কাকে ভয়, কখনও আমাদের বংশগত ও জাতিগত স্বভাব নয়, কলিতে আমাদেরই প্রতাপ বেশী, ভদ্রের সে রকম একতা ও সহানুভূতি নেই, আমরা জাত জ্ঞাতের মধ্যে মারধর মুখ খারাপও করি আবার দরকার হ'লে একত্রিভূত হ'য়ে হুঁকা, নাপিত, ধোপা বন্ধ করি, নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ করি, মেয়ে ছেলের বিয়ে বন্ধ করি। আবার বাবুদের বাড়ী মাছ বন্ধ করতে পারি, সবাই দল বেঁধে বলি "যে এদর নইলে দেব না।"

বাবুদের বাড়ী মজুর খাটা জিনিস বিক্রয় যা করব আমরা সকলে একমত হ'য়ে করি। যদি আমরা ।৹ রোজে কাজ করি আমাদের জাতি ভাই বলে ৷৹ আনা নইলে করিস না, আমাদের সাধ্য নেই যে আর ।৹ আনায় কাজ করি, সে স্থলে আমরা এমন একতার বন্ধন হারিয়ে এমন স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে আর অধীনতা স্বীকার করতে সাধ

নেই, আমরা জলে, বনে জঙ্গলে, মাঠে, চরে বেড়াই, কারো বাঁধাবাঁধির ধার ধারিনা, এমন অবারিত দ্বার ছেড়ে আর শৃঙ্খল প'রে সৌখীন জীবনে বেশী সুখ প্রদ মনে করি না। আর এক নিবেদন সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আর একটি নিবেদন এই যে সবাই যদি চাকরী কর্‌বে তা'হলে চাষ করবে কে? সবাই নিজ জাতি ব্যবসা ছে'ড়ে ঐ চাকরীর পথে গিয়েই দেশে অভাব এসেছে। শুধু ইংরাজকে দোষ দিলে কি হ'বে? তাঁদের দেখে বরং শেখা উচিত যে তাঁরা নিজের দেশের উন্নতির জন্য কত কষ্ট স্বীকার করে এদেশে এসে কত মহামূল্য বস্তু দেশে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের দেশের মঙ্গলের জন্য কত কাজ করছেন, আর আমরা নিজের দেশের নিজের সুখের জিনিষের যত্ন জানি না। হেলায় হারাচ্ছি।

আমরা শুদ্র, আমরা হীন জাতি, আমাদের বৃত্তি হ'লো গো ব্রাহ্মণ সেবা আর চাষ করা, মাছ ধরা. গো ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ইংরেজের সেবা, আমাদের ধর্ম্ম নয়, সে বাবুরা পারেন। আমি যা শিক্ষা করি'ছি তার দ্বারা আমার নিজের কর্ম্মের বেশ উন্নতি করতে পার্‌ব বলে বিশ্বাস, তবে আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করে ডেকেছেন ইহাতে আপনাকে শত ধন্যবাদ, সাহেব শুনে আনন্দ প্রকাশ করে বল্লেন "বেশ তোমার ব্যবসাই কর। একটা কাজ খালি হয়েছে, তাই তোমার পূর্ব্বেকার রেকর্ড দেখে তোমায় ডাকিয়ে ছিলুম। তুমি যে কাজ নিলে না সেটাও লিখে রেখে যাও।" সন্তোষ তাই কল্লে, আর বল্লে "হুজুর এ কাজের প্রার্থী অজস্র আছেন। আপনি বিজ্ঞাপন দিলেই অসংখ্য মধুমক্ষিকা জুট্‌বে।" সাহেব বল্লেন 'নিশ্চয়।' সন্তোষ সাহেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান কল্লে।

সন্তোষ নিজের ব্যবসাই ধল্লে এবং ক্রমশঃ বেশ অবস্থা ফিরিয়ে ফেল্লে, গোয়াল ভরা গরু, ধানের মরাই, জমী বাড়ালে, চাষের

কল্লে। জমিদার বাবু যে জমী দিয়েছিলেন, তাহাতে একটা ডোবা ছিল সেইটী একটু কাটিয়ে ঝালিয়ে মাছের পোনা ফেলে প্রথমে মাছ বিক্রয় ব্যবসা আরম্ভ কল্লে, তারপর ক্রমশঃই তাই থেকে উন্নতি হ'তে লাগ্‌লো, ক্রমে বড় বড় দীঘি পুষ্করিণী জমা নিয়ে মাছ ধরিয়ে বিক্রয় করতে লাগ্‌লো। নিজে বরাবর যে দুখে মানুষ হয়েছে, সুতরাং নিজে আর স্বহস্তে পারে না, লোক রেখে কাজ করা'তো এবং নিজে তদারক করতো, জমিদার বাবুর দেওয়া জমীতে প্রথমে চাষ আরম্ভ কল্লে তারপর ক্রমশঃ জমী, জমা, বাগান, পুকুর, বাড়াতে লাগ্‌লো। বিস্তর চাষা খাটা'তে লাগ্‌লো, বলদ, গরু, গাড়ী সবই কিন্‌লে, এখন গ্রামের মধ্যে সন্তোষ কুমার একজন অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে গণ্য হ'লো। বাড়ীটা কোঠা করে ফেল্লে, কেবল সন্তোষের মা পেমার মৃত্যুর স্থানটা কোন ঘর দোর না করে বাঁধিয়ে দিতে বল্লে। তথায় সন্তোষের মা সন্ধ্যা পূজা করে ধুনা সন্ধ্যা গঙ্গাজল দেয়—একটী তুলসী গাছ পুঁতে তাতে জল দেয়। ইতিপূর্ব্বে সন্তোষের মা সন্তোষের বিবাহ দিয়েছিল; বাগ্‌দীর ঘরে যে ছোট বয়সে বিবাহ দেয় এটী বোধ হয় বলবার আবশুক হ'বে না। সন্তোষের কয়েকটী ছেলে মেয়ে হ'লো, তার মা সাধ মিটিয়ে নাতী নাত্নী নিয়ে ঘর করতে লাগ্‌লো। সন্তোষ এখন কাজ করবার লোক রেখেছে এবং বউকেও বলে, "আমার মা সংসারে অনেক কষ্ট পে'য়েছে, তাঁকে কিছু করতে দিও না।" সন্তোষের মা আর কিছু করেও না। শুধু নাতী নাত্নী নিয়েই বেড়ায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চরণ বাবুর ভগ্ন গৃহ ক্রমশঃ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সন্তোষের মা বৈকালে নাতী নাত্নী নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিল, চরণ বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখ্‌লে চরণ বাবুর ভগ্ন গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে একটি বয়স্থ ব্রাহ্মণ তাঁর পেট একবারে চ্যাপ্‌টা হয়ে কুঁকড়ে গ্যাছে, কঙ্কালসার অন্নক্লিষ্ট চেহারা, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, হাতে লাঠি, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করেছে, দেখ্‌লে মনে হয় বয়স অপেক্ষা দুঃখে কষ্টে অন্নাভাবে বার্দ্ধক্য লক্ষণ বেশী অগ্রসর ও দেহেতে প্রকাশ। সন্ধ্যার আবছায়ায় মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না, অথচ চেনা চেনা মনে হচ্ছে—সন্তোষের মা একটু থাম্‌ল, দেখ্‌লে কথিত ব্যক্তি বাড়ীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, ও চোখের জল মুছ্চে আর বল্‌ছে, এই গৃহ আমি কত কষ্টেই করেছি তার পরিণাম এই যেমন আমার পরিণাম, তেমন আমার গৃহের পরিণাম, এই সম্পত্তির জন্য ঢের অন্যায় কাজ করেছি, তাই ভগ্ন অট্টালিকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে শূন্য গৃহ আমার কর্ম্মের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যা হোক, তারা এখন কোথায়? এখন কোথায় যাই? অনেক ভুগলুম ভগবান তোমার কি দয়া হয় না? বোধ হয় পাঠক পাঠিকা বুঝলেন ইনি চরণ বাবু।

সন্তোষের মা অনুমানে বুঝে চরণ বাবুর কাছে অগ্রসর হ'য়ে দাঁড়াল। চরণ বাবু জিজ্ঞেস কল্লেন বাছা তুমি কে? পেমার বউ বল্লে—আমি বাগ্‌দিনী, বুড়ীর বউ, রাত্রে পালিয়েছিলুম। এখন গ্রামে ফিরে এসে বাস করছি। ও তুই পেমার বউ?

বউ—আজ্ঞে হ্যাঁ। চরণ বাবু একবারে বাগ্‌দিনীর পায়ে পড়ে আর কি? পেমার বউ বল্লে, করেন কি? আপনি ব্রাহ্মণ আমার পায়ে

পড়া? আমার অপরাধ হ'বে।

তারপর চরণ বাবু সমস্ত ঘটনা বুড়ীর বউকে জিজ্ঞেস করে জান্‌লেন এবং তাঁর খুব প্রশংসা কল্লেন।

আপনার স্ত্রী পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় পেমার বউ বল্লে তাঁরা ত আপনি যা'বার পর একে একে রোজগারের চেষ্টায় গেলেন, আর এলেন না, শুনি আপনার স্ত্রীও খে'তে না পেয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছেন।

চ—তার বাপের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয় জানি, তার কি করে চলে? খবর জান?

বউ—হ্যাঁ শুনিচি, তিনি সেখানে বেশ জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করেছেন। চরকা কাটেন, সুতা তোলেন আরো অনেক উপায় করেন।

চ—কে বল্লে?

বউ—সন্তোষ ওদেশে পোনা কিন্‌তে গেছ্‌লো। ওর সঙ্গে নদীর ঘাটে দেখা হ'য়েছে, তাঁদের বাড়ীও দু'দিন ছিল. গ্রামে তাঁর খুব সুনাম আছে, সকলে তাঁর প্রশংসা করেছে। আগেকার ছেলেরাও বেঁচে আছেন তিনি বলেছেন।

চ—একবার ছেলে পুলে মেয়েগুলোকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

বউ—যান না কেন?

চ—যে অবস্থায় তা'কে ফেলে গেছি, সে কি আর এই অকর্ম্মণ্য বুড়োকে স্থান দেবে?

বউ—সাধ্বী স্ত্রীলোক কখনও স্বামীর অসময় ফেলেনা, তবে প্রকৃতি সবার সমান নয়, রুক্ষ হলে খানিক ঝগড়া বা রাগ করতে পারে কিন্তু কষ্ট দেয় না। পরিত্যাগ করে না।

চ—কি জানি কি করবে? আমিত নানা আশায় গৃহ ছেড়ে পালিয়েছিলুম, মস্তিষ্ক সত্যই বিকৃতি হয়েছিল, দেশে দেশে ফিরলুম, রাস্তায় পড়ে থাকি, কখনও উপোস থাকি, কখনও ভিক্ষা করে খাই,

কখনও অতিথিশালায় যাই, কখনও দেবালয়ে খেয়ে পড়ে থাকি তাঁর দুয়ারে কখনও গাছতলায় পড়ে থাকি, কখন গাছের ফল পেড়ে ও কুড়িয়ে খেয়েই দু'দিন কাটালুম, কখন ষ্টেশনে মাল গুদামের ধারে যেখানে পেয়েছি পড়ে থেকেছি, কখনও লোকের মার খেয়েছি, অনাহারেই দিন কেটে গ্যাছে। তারপর রোগ হয়ে অজ্ঞান হ'য়ে রাস্তায় পড়ে থাকি, সবাই হাঁসপাতালে দেয়। তিন মাস পর ভাল হ'য়ে মনে কল্লুম দেশে ফিরি, বিকার আরামের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের রোগটাও ভাল মনে হয় তাই পদব্রজে কয় মাসে এসেছি, এখন মলেই বাঁচি। একবার মনে হ'তো সকলের খবর কি করে পা'ব? চিঠি লিখি আবার ভাবি কে কোথায় আছে, কাকে চিঠি দেব? আর আমার প্রতি সহানুভূতি কেউ করবে কিনা জানি না। যাই হোক্ একবার দেশের দিকে টান ধল্লো শেষ দশায়, তাই শেষ ভেবে চিন্তে অতি কষ্টে ১২ বছরের পর হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে এলুম। এসে দেখি সব ছত্র ভঙ্গ, কেবল আমার ভগ্ন গৃহোপরি অভ্রভেদী অশ্বত্থ বৃক্ষ আমার কর্ম্ম ফলের স্তম্ভ স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। স্তূপাকৃত ভগ্ন ইষ্টক আমার দুঃখের পাপের বোঝা জড় করে বসে আছে, তাই আমি দেখ্‌চি আর কিছু দেখ্‌চি না। ব'লে আর তিনি কথা কইতে পাল্লেন না, শুয়ে পড়্‌লেন। সন্তোষের মা সম্মুখস্থ পুকুর থেকে জল এনে তাঁর মুখে দিয়ে তাঁকে একটু ঠাণ্ডা কল্লে। তারপর তিনি সুস্থ হ'লে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল, তার রান্নার আয়োজন করে দিলে তিনি বহু দিনের পর পেট ভরে ভাত খে'লেন। অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডাতে পারে? এত দিনে বাগ্‌দীর ঘরে ভাত খেলেন, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো। পেটের দায়ে বাগ্দিনীর ঘরে খেলেন অবশ্য স্বপাকে খেলেন। আহারাদির পর তাকে বেশ সুকোমল শয্যায় শুতে দিলে। সে রাত্রি বহুদিনের পর চরণ বাবু সুখ নিদ্রায় পোহালেন। তারপর দু'দিন একটু শরীরে বল পেলে, কয়দিন সেবা যত্নের পর সন্তোষের মা ভাড়া দিয়ে তার স্ত্রীর

কাছে পাঠিয়ে দিলেন, চরণ বাবু যা'বার সময় তাকে প্রাণ ভরে ও হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন।

চরণ চাবু পূর্ব্ববঙ্গেরই লোক ছিলেন। শেষকালে নিজ জন্মভূমিতে গিয়ে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ঘর সংসার করতে লাগ্‌লেন, তার আর এ বয়সে কি শক্তি আছে? তিনি নানা জ্বালায় কেমন জড় ভাবাপন্ন হয়েই দিন কাটা'তে লাগ্‌লেন, তার স্ত্রীই পুরুষের ন্যায় তার প্রতিপালন করতে লাগ্‌লেন। রক্ষক হীনের জন্য ক্রমশঃই তার সাহস ও কার্য্য দক্ষতার বৃদ্ধি হয়েছিল, সুতরাং তিনি কোন অবস্থাতে আর ভয় পেতেন না। তার প্রথম স্ত্রীর পুত্রেরা জীবিত ছিলেন, তাদের কোন রকমে কষ্টে শ্রেষ্ঠে দিনপাত হতো, তারা আর পিতা মাতার সন্ধান রাখতেন না। এখন তার স্ত্রীই সকলের অভাব পুরণ করতে লাগ্‌লেন।

অনেক কষ্টের পর পেমার স্ত্রীর জীবনের শেষ ভাগে 'শুকতারা' ফুট্‌লো, কিন্তু অতি শীঘ্রই প্রভাত হ'লো, বেশীক্ষণ আর ভোগ হ'লো না। সন্তোষের মার হঠাৎ জ্বর হ'লো, তারপর বিকার, তারপর সব শেষ। নাবালক সন্তোষের জন্য তার মা'র চিন্তা ছিল, সেই সন্তোষকে সংসারী করে রেখে পতিহীনা আজ পতির উদ্দেশে অমরদেশে প্রস্থান করে, এতদিনে তার তৃষিত প্রাণ শীতল হ'লো। পেমার মৃত্যুর মাটীর সঙ্গে তার মাটী মিশিয়ে দিয়ে অবিনাশ আত্মায় আত্মায় দম্পতী যুগলের অবিচ্ছিন্ন মিলন হলো। সূক্ষ্ম দেহে দেহে কোলাকুলী হ'লো। আমরা তাদের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করে' 'শুকতারা' নামে অভিহিত করলুম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এখন মিষ্টার মিটার চিফ্ সেক্রেটারী পদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুখ সম্পদ ও ভোগের মাত্রা এখন উচ্চ থেকে উচ্চতর দিকে ধাবমান। সুরম্য অভ্রভেদী অট্টালিকা, মনোরম পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত সুখ সৌন্দর্য্যে, হাস্য কৌতুকে ও পুত্র কন্যার কলহাস্যে মুখরিত। অবশ্য বেবীরা এখন বড় হ'য়ে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত।

সেই ধনীর সৌধ শিখরে ও এই নীচ জাতির একত্রে বাসের কথা মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হ'তো। ভোগের চরম সীমায় উঠেও ইহাদের স্মৃতি একেবারে হৃদয় পট থেকে মুছে যায়নি। প্রকৃত আন্তরিক স্নেহের কাছে এবং উচ্চ ও উদার হৃদয়ের কাছে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকে না।

উচ্চ প্রাসাদ কক্ষে মিষ্টার ও মিসেস মিটার সঙ্গীত স্রোতে ভাসমান। এমন সময় হাফ্প্যাণ্ট ও পাঞ্জাবী পরা একটী বালক ভৃত্য সেলাম দিয়ে মিসেস মিটারকে বল্লে "একটী লোক খালি পা ও খালি গায়ে এসে বল্ছে "আমি রাণীমার কাছে যাব।"

তখনি সুর থেমে গেল, গান বন্ধ হ'লো। বহুদিনের শ্রবণ মুগ্ধ বালকের কম্প্রকণ্ঠ উচ্চারিত 'রাণীমা' বুলী হৃদয় তন্ত্রে নব ভাবে বেজে উঠ্লো। বল্লে "তাকে নিয়ে এসো।" তারপর 'বয়' গিয়ে সন্তোষকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো। সন্তোষ ভাগ্যহীন বেশে এসে রাণীমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগ্লো। রাণীমা সন্তোষের হাত ধরে উঠিয়ে বল্লেন "তুমি ভাগ্যহীন নও, তোমার মা বাগ্দী কুলে আদর্শ রেখে গ্যাছে, তুমি ধন্য যে এমন মায়ের ছেলে হ'য়ে জন্মেছ। আমি তো তোমার সেই রাণীমা আছি। ভয় কি? যখনি মা বলে ডাক্বে তখনি উত্তর পা'বে। এ ডাকে উত্তর না দিয়ে কেউ থাকতে

পারে না। এ বুলী' ভূমিষ্টকালে আপনি বেরোয়, আবার প্রাণ যা'বার সময় 'মা' বল্‌তে বল্‌তে চলে যায়। এর তুল্য স্নেহ নেই, এর তুল্য মধুর, শান্তিময়ী নাম নেই। তোমার মা কত ঝঞ্ঝায়, কত বিপদে, তোমায় বুকে করে নিয়ে বয়েছে, সন্তোষ! সকল সময় মনে রেখো সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, জীবনে মায়ের বাড়া কেউ নেই, মায়ের মত মিষ্ট বুলী নেই, যে বুলীতে আমি মুগ্ধ হয়ে আছি এবং তোমায় দীন বেশে দেখে বাৎসল্য সাগর উথ্‌লে উঠ্‌লো এবং এখন তুমি বয়স প্রাপ্ত হ'লেও আমি দেখ্‌চি সেই বালক সন্তোষ।

সমাপ্ত।